Contents

২য় বর্ষ

১০ম সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

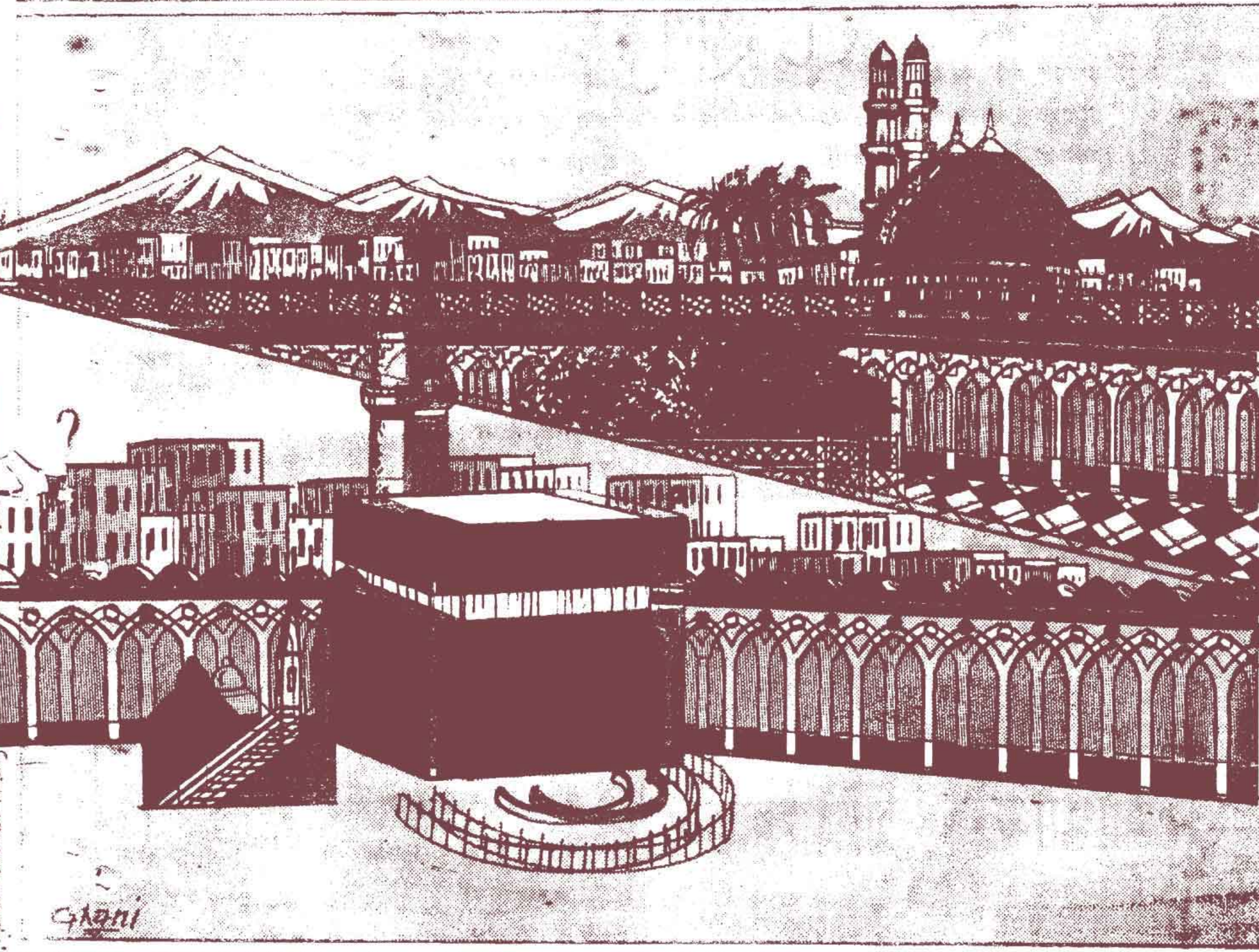

সম্পাদক

মোহাম্মদ মওলা বখ্‌শ নদভী

এই
সংখ্যার মূল্য
৫০ পয়সা

বার্ষিক
মূল্য সডাক
৬·৫০

তর্জুমানুল হাদিছ

শওওয়াল—১৩৭০ হিঃ।

আষাঢ় ও শ্রাবণ ১৩৫৮ বাং।

বিষয়—সূচী

বিষয় :—	লেখক :—	পৃষ্ঠা :—
১। ছুরত-আল্ ফাতিহার তফ্ছীর		৪০৫
২। বিশ্বের প্রচলিত-শাসন-ব্যবস্থা	মোহাম্মদ আব্দুল গনী জামালী	৪১৬
৩। যাকাতুল-ফিত্‌র		৪২১
৪। সমাজ	আশ্‌রাফ ফারুকী (পূর্ব্বানুবৃত্তি)	৪২৯
৫। বিশ্ব সাহিত্যে ও বিজ্ঞানে ইছলামের সাধনা	অধ্যাপক মুহাম্মদ মনছুর উদ্দীন এম,এ	৪৩১
৬। পাকিস্তানের শাসন-সংবিধান (পূর্ব্বানুবৃত্তি)		৪৩৫
৮। সাময়িক প্রসঙ্গ		৪৪৯

Contents

তর্জুমানুল হাদীছ

(মাসিক)

আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের মুখপত্র।

দ্বিতীয় বর্ষ	শওওয়াল—১৩৭০ হিঃ। আষাঢ় ও শ্রাবণ ১৩৫৮ বাং।	দশম সংখ্যা

تفسیرالقرآن العظیم -

কোর্‌আন-মজীদের ভাষ্য

ছুরত-আল্‌ফাতিহার তফ্‌ছীর

فصل الخطاب فی تفسیر ام الکتاب

(১৬)

কর্মফলের ব্যাখ্যা,

ভালমন্দ সকলপ্রকার কর্ম 'রূহে'র সংকল্প এবং নির্দেশক্রমে সাধিত হয়, ইন্দ্রিয়গুলি কর্মের যন্ত্র ও উপলক্ষ মাত্র। রূহের কর্তৃত্ব এরূপ অপ্রতিহত যে, তাহার নির্দেশের অন্যথাচরণ করার ইন্দ্রিয়সমূহের উপায় নাই। রূহের সংকল্প এবং ইন্দ্রিয়াদির প্রতি তাহার নির্দেশ তাহার ইচ্ছাকৃত, অর্থাৎ রূহ অন্যকোন শক্তির প্রভাবে পড়িয়া সংকল্প করিতে বা ইন্দ্রিয়সমূহকে নির্দেশদিতে বাধ্য হয়না, পক্ষান্তরে এবিষয়ে সে স্বাধীন এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ, কর্ম করাইবার এবং কর্ম হইতে বিরত রাখার দ্বিবিধ শক্তিই তাহার মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রজ্ঞা রূহের নিয়ন্ত্রণকারী, উহার কর্তব্য হইতেছে— সৎকার্যে উৎসাহিত এবং মন্দকার্যের জন্য নিষেধ করা। প্রজ্ঞার প্রতিপক্ষ আর একটী শক্তি রহিয়াছে—অন্যায় কার্যে প্ররোচিত এবং ন্যায়ের জন্য সর্বদা নিরুৎসাহিত করিতে থাকা তাহার বৃত্তি। আল্লাহর নির্ধারিত শরিঅত্ প্রজ্ঞাশক্তির পথপ্রদর্শক। মানুষ উল্লিখিত উভয়বিধ শক্তির আকর্ষণ ও বিকর্ষণদ্বারা পরীক্ষিত হইতেছে। মানুষ আচরণ সম্বন্ধে যে স্বাধীন,

ইহাই হইতেছে তাহার প্রকৃত তাৎপর্য। অর্থাৎ—মানুষকে উল্লিখিত উভয়বিধ শক্তি এবং উভয়বিধ শক্তি চর্চা করার উপযোগী সাধন ও বিরতির যন্ত্রাদি প্রদত্ত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ হস্তের কথা ধরা হউক,—হস্তদ্বারা অনাথ ও মযলুমকে যেরূপ সাহায্য করা যায়, তেমনি অত্যাচারও করা চলে। আবার—প্রপীড়িতের সাহায্য হইতে হস্তকে বিরত রাখা যেমন সম্ভবপর; সেইরূপ উহাকে অত্যাচার হইতেও নিবৃত্তরাখা যাইতে পারে।

'রূহে-নফ্‌ছে'র এই ইচ্ছাময়তা আর যোগ্যতা তাহার স্রষ্টা তাহার প্রকৃতিতে নিহিত রাখিয়াছেন। আল্লাহর নির্দেশ,—নফ্‌ছের এবং উহার সুনিয়ন্ত্রণের (যে—হিক্‌মৎ) তার শপথ !

> و نفس وما سواها فالهمها
> فجورها وتقواها قد افلح
> من زكاها وقد خاب من
> دسها -

অতঃপর উহাকে তাহার পাপ ও পুণ্যের প্রেরণা যোগাইয়াছে। যে ব্যক্তি নফ্‌ছকে বিশুদ্ধ রাখিয়াছে, নিশ্চয় সে কল্যাণের অধিকারী হইয়াছে আর যেব্যক্তি উহাকে কলুষিত করিয়াছে সে বিফলমনোরথ হইয়াছে,—ছুরত-আশ্‌শম্‌ছ : ৭-১০ আয়ত। এই আয়তের সহিত রছুলুল্লাহর (দঃ) একটা প্রসিদ্ধ প্রার্থনাও সংযুক্ত করা উচিত, ইমাম মুছ্‌লিম ও ছুননের সংকলয়িতাগণ যয়েদ বিনে আরকমের বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) প্রার্থনা করিতেন,—প্রভো, আপনি আমার নফ্‌ছকে উহার পরহেযগারী দান করুন এবং উহাকে শোধন করুন ; আপনিই উহার সর্বোত্তম শোধনকারী, আপনিই উহার পৃষ্ঠপোষক এবং প্রভু। *

> اللهم آت نفسي تقواها
> و زكها انت خير من
> زكاها انت وليها ومولاها

উল্লিখিত আয়ত ও হাদীছের সাহায্যে সংশয়াতীত ভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে, মানুষ মূলতঃ পাপাত্মা নয়, উহার নফ্‌ছ স্বাভাবিক (Normal) অবস্থায় সৃজিত হইয়াছে, কিন্তু পাপ ও পুণ্য উভয়বিধ প্রেরণা উহাতে নিহিত আছে। যাহারা নফ্‌ছের স্বাভাবিক বিশুদ্ধতাকে রক্ষা করিতে এবং উহার উৎকর্ষ সম্পাদন করিতে সমর্থ, তাহাদের মানবজীবন সফল আর যাহারা উহাকে বিকৃত ও কলুষিত করিয়া ফেলিয়াছে, তাহাদের জন্ম নিষ্ফল এবং তাহারা—সর্বস্বান্ত।

হৃদয়ের বিশুদ্ধতা ও মলিনতা

নফ্‌ছ ইন্দ্রিয়কে যখন কোন কার্যের জন্য নির্দেশ দেয়, তখন তাহার প্রভাবে ইন্দ্রিয়ের মধ্যে আলোড়ন ও চাঞ্চল্য দেখা দেয়। এইভাবে ইন্দ্রিয়াদির উপর নফ্‌ছের উদ্দেশ্যের শুধু প্রতিক্রিয়াই হয়না, অধিকন্তু স্বয়ং উদ্দেশ্যের প্রভাব ইন্দ্রিয়াদির মধ্যে বদ্ধমূল—হইয়াযায়। একই আচরণের পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান ও অভ্যাস দ্বারা নফ্‌ছের মধ্যে উক্ত আচরণের বর্ণ ও রূপের ছাপ পড়িতে থাকে। কোর্‌আনের বিভিন্নস্থলে নফ্‌ছের উপর কর্মের এই প্রতিক্রিয়াশীল অত্যুগ্র—প্রভাবের কথা স্বীকৃত হইয়াছে। ছুরত আলবাকারায় বলা হইয়াছে,— হাঁ! যাহারা পাপকে স্বীয় উপার্জনে পরিণত—করিয়াছে এবং যাহার অপরাধ তাহাকে চতুর্দিক হইতে পরিবেষ্টিত করিয়া ফেলিয়াছে, তাহারাই নারকী, তাহারাই নরকে—অনন্তকালের জন্য অবস্থান করিবে—৮১ আয়ত।—

> بلى من كسب سيئة
> واحاطت بـه خطيئته
> فاولئك اصحاب النار
> هم فيها خالدون -

ছুরত আত্‌তত্‌ফীফে কথিত হইয়াছে,— তাহারা যাহা বলিতেছে, তাহা কিছুই নয়, বরং প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা যাহা উপার্জন করিয়াছে, তাহারই মরিচা তাহাদের হৃদয়ে ধরিয়া গিয়াছে—১৪ আয়ত।

> كلا بل ران على قلوبهم
> ما كانوا يكسبون -

সদাচরণের অভ্যাস ও পৌনঃপুনিক অনুষ্ঠান—দ্বারা নফ্‌ছ যে বিশুদ্ধ বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠে, তাহারও ভুরিভুরি বিবরণ কোর্‌আনে মওজুদ রহিয়াছে! বিশুদ্ধ হৃদয়ের অধিকারী যাঁহারা, তাঁহাদের সম্বন্ধে ছুরত-আল্‌মুজাদলায় বলা হইয়াছ,— তাহাদের হৃদয়-পটে আল্লাহ ইমান লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়া-

> اولئك كتب في قلوبهم
> الايمان وايدهم بروح منه -

---

* আত্‌তাজুল-জামে-লিল অছুল (৫) ১৩০ পৃঃ।

Contents

ছেন এবং তাঁহার নিয়োজিত রূহ (ফেরেশ্‌তা) দ্বারা তাহাদিগকে শক্তিশালী করিয়াছেন,—২২ আয়ত। ছুরত-মোহাম্মদ (দঃ) এ কথিত হইয়াছে— যাহারা হিদায়তের অনুসরণকারী, তাহাদের জন্য والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم – হিদায়ত বর্ধিত এবং তাহাদিগকে তাহাদের পরহেযগারী দান করিয়াছেন, —১৭ আয়ত। অভ্যাস ও পুনঃপুনঃ আচরণ দ্বারা নফ্‌ছের প্রকৃতিগত হিদায়ত বর্ধিত ও পরিপুষ্ট হইবার কথা ছুরত-মর্‌য়মেও ব্যক্ত হইয়াছে— ويزيد الله الذين اهتدوا هدى – যাহারা হিদায়তের অনুসারী, আল্লাহ্ তাহাদের হিদায়ত বর্ধিত করিবেন,—৭৬ আয়ত।

ইহা লক্ষ করা কর্তব্য যে. উল্লিখিত আয়তসমূহে আমল বা আচরণের প্রতিক্রিয়াকে কোন স্থানে—পরিবেষ্টন বা অংকন রূপে অর্থাৎ জড়বস্তুর গুণ স্বরূপ, কোথাও স্বয়ং জড়পদার্থ মরিচারূপে উল্লেখ করা—হইয়াছে; শেষোক্ত আয়ত দুইটীতে পরিমাণের দিক দিয়া তক্‌ওয়া ও হিদায়তের বৃদ্ধি সংঘটিত হওয়া স্বীকৃত হইয়াছে। ছুরত-আল্‌আন্‌ফালে সদাচরণের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ মূল ঈমানের পরিমাণও বর্ধিত হওয়ার واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا – কথা উল্লিখিত হইয়াছে—২ আয়ত। যে সকল ছহীহ হাদীছে নমায, ছিয়াম তিলাওয়াৎ ইত্যাদি আমলের মূর্তিমান হইয়া কবরে বা কিয়ামতে উপস্থিত হওয়ার কথা বর্ণিত আছে, সেগুলি উপরিউক্ত আয়তসমূহের সহিত সংযুক্ত করিলে প্রমাণিত হইবে যে, রূহ স্বীয় সংকল্প ও উদ্দেশ্য এবং ইন্দ্রিয়সমূহ কর্তৃক আচরিত কর্ম দ্বারা সতত চিত্রিত হইতেছে এবং এই সকল—চিত্রের পুঞ্জিভুত বর্ণের প্রগাঢ়তা ও চিত্ররেখার গভীরতা 'আলমে মিছালে' আমলের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্নরূপ অংগ অবয়ব লাভ করিতেছে।

প্রাসংগিক ভাবে ইহাও জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, আলমে মিছালে যেকোন সৎকর্মের সুন্দর—আকৃতি লাভ করার পক্ষে তিনটী শর্ত অপরিহার্য :

প্রথম, আচরণের প্রাক্কালে উহা বিশুদ্ধ ভাবে সংকল্পিত হওয়া, অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্যলাভ ছাড়া কর্মের অন্য কোন উদ্দেশ্য না হওয়া। ইছলামী পরিভাষায় ইহা 'ইখ্‌লাছ' নামে অভিহিত।

দ্বিতীয়, সৎকর্ম সাধনের পর এমন কোন মহাপাপে লিপ্ত না হওয়া, যাহার দরুণ কর্মফল সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইতে পারে, যথা, শির্‌ক, কুফ্‌র, বিদ্‌আতে-যালালা। ইহা 'ইছ্‌তিকামৎ' নামে পরিচিত।

তৃতীয়, সৎকর্মটী আল্লাহর নির্দেশিত পদ্ধতী অনুসারে সম্পন্ন হওয়া, নিজের খুশখিয়াল ও কল্পিত নিয়মে না হওয়া। ইহা 'ইত্‌তিবাঅ্‌' নামে কথিত।

উল্লিখিত ত্রিবিধ শর্ত অনুসরণ করিয়া যে সৎকর্ম অনুষ্ঠিত হইবে, সংকল্পের ঐকান্তিকতা, উন্নত-জীবনের অনুবর্তিতা এবং আত্মসমর্পণ ও অনুরাগের পরিমাণ অনুসারে কর্মী তাহার সেই কর্মের পুরস্কার অর্জন করিবে।

পুরস্কারের তাৎপর্য,

সৎকর্মের পুরস্কার মুখ্যতঃ দ্বিবিধ, আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং তাঁহার অনুরাগ। এই সন্তুষ্টি জীবনে, মৃত্যুর প্রাক্কালে এবং কিয়ামতে অর্জিত হইবার প্রমাণ—কোর্‌আনের নানা স্থানে মওজুদ রহিয়াছে। পার্থিব জীবনে আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভ সম্বন্ধে ছুরত-আল্‌ফতহে বলা হইয়াছে—নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বাস পরায়ণগণের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন, যখন—তাঁহারা হৃদয়বিদার সমর ক্ষেত্রে হে রছুল (দঃ) আপনার—নিকট সেই বৃক্ষতলে বয়অত হইতেছিলেন, তাঁহাদের অন্তরে ঐকান্তিকতা ও আত্মসমর্পণের যে ভাব বিরাজ করিতেছিল, আল্লাহ তাহা অবগত হইয়াছেন, তাই তিনি তাঁহাদের উপর শান্তি অবতীর্ণ করিলেন এবং আসন্ন বিজয়ের পুরস্কার প্রদান করিলেন—১৮আয়ত। لقد رضى الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما فى قلوبهم فانزل السكينة عليهم واثابهم فتحا قريبا –

এই আয়তের সাহায্যে ইহাও প্রমাণিত হইতেছে যে, মুমিনের দল যতক্ষণ পর্যন্ত স্বীয় আচরণের সাহায্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করিতে সক্ষম থাকি-

বেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁহারা শত্রুদলের সম্মুখে বিজয়ী হইবেন, বিজিত ও পরাস্ত হইবেননা। তাঁহারা সৎকর্মের পুরস্কার স্বরূপ বিজয়ী জাতি রূপে জগতের—নেতৃত্ব ও ইমামতের গৌরবান্বিত পদে অধিষ্ঠিত—থাকিবেন। পার্থিব প্রতিফলের বর্ণনা প্রসংগে একথা আরও বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইবে।

জীবন সন্ধ্যায় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের শুভসংবাদ ছুরত-আলফজ্‌রে প্রদত্ত হইয়াছে, হে পরিতৃপ্ত আত্মা, তোমার প্রতিপালকের কাছে সন্তুষ্ট এবং তাঁহার সন্তোষপ্রাপ্ত হইয়া প্রত্যাবর্তন কর—২৭ আয়ত।

يا ايتها النفس المطمئنة‘
ارجعى الى ربك راضية
مرضية –

কিয়ামতের চরম প্রতিফল দিবসে যাঁহারা এই সন্তুষ্টির অধিকারী হইবেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে ঘোষণা করা হইয়াছে, আল্লাহ তাঁহাদের প্রতিসন্তুষ্ট হইয়াছেন আর—তাঁহারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন। সন্তুষ্টি বিধান ও অর্জনের পুরস্কার তাহার জন্য, যে ব্যক্তি—স্বীয় প্রভুকে সমীহ করিয়া চলে;—আল্‌বাইয়েনাহ : ৮ আয়ত।

رضى الله عنهم و رضوا عنه‘
ذلك لمن خشى ربه –

কর্মের পুরস্কার স্বরূপ আল্লাহর অনুরাগ ও প্রেম লাভ করার সংবাদ ছুরত-মর্‌য়মে প্রদত্ত হইয়াছে;—যাহারা বিশ্বাসস্থাপন করিয়াছে এবং সৎকর্ম করিয়াছে, রহমান নিশ্চয় তাহাদিগকে অনুরাগ দান করিবেন,—৯৬ আয়ত।

ان الذين أمنوا وعملوا
الصالحات سيجعل لهم
الرحمن ودا –

আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং অনুরাগের প্রত্যক্ষ ফলের কথা ছুরত আলবাকারায় বর্ণিত হইয়াছে,—তাহারা তাহাদের প্রভুর—আশীর্বাদ ও রহমতের অধিকারী হইবে—এবং তাহারাই বস্তুতঃ হিদায়ত প্রাপ্ত,—১৫৭আয়ত।

اولئك عليهم صلوات من
ربهم و رحمة‘ واولئك
هم المهتدون –

দণ্ডের তাৎপর্য,

কর্ম যদি মন্দ হয়, অথবা মূলকর্ম্ম দোষাবহ না হইলেও উদ্দেশ্য যদি অসৎ হয়, কিংবা সংকল্প যদি অবিমিশ্র না হয়, অথবা আল্লাহর নির্দেশিত রীতি অনুসারে যদি আচরিত না হইয়া থাকে, সে কর্ম—আল্লাহর কাছে অগ্রাহ্য এবং কর্মী কর্মের অনুপাতে তজ্জন্য দণ্ডনীয় হইয়া থাকে। দণ্ডের এই বিধান—আল্লাহর দয়াগুণের পক্ষে অপরিহার্য। ন্যায় বিচার দয়ার প্রধানতম স্তম্ভ এবং সৎ ও অসৎকর্মের প্রতিফল অভিন্ন হওয়া ন্যায় বিচারের পরিপন্থী। অনুগত এবং বিদ্রোহী কখনো তুল্য প্রতিফলের অধিকারী—হইতে পারেনা। উভয়বিধ আচরণের পরিণতি যদি সমান হয়, তাহা হইলে প্রাকৃতিক বিধান ও বস্তু—বিজ্ঞানের সমুদয় নিয়মকে অসত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। শোধিত ও কলুষিত নফ্‌ছের বৈষম্য সম্বন্ধে কোর্‌আনে যে চমকপ্রদ তুলনা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বিশেষভাবে লক্ষ করা কর্তব্য। আল্লাহ—বলেন, যাহারা—শোধিত হয়, তাহারা স্বীয় নফছ্‌কেই—শোধিত করিয়া থাকে আর সকলের প্রত্যাবর্তন আল্লাহর—দিকেই। অন্ধ আর চক্ষুষ্মান কখনো সমতুল্য হয়না, আলোক এবং অন্ধকারও নয়, ছায়া এবং রৌদ্রও নয়! জীবিত আর মৃতের দলও কখনো সমতুল্য হয় না। নিশ্চয় আল্লাহ যাহার জন্য ইচ্ছা করেন, তাহাকে শুনাইয়া থাকেন আর যাহারা কবরস্থ হইয়াছে, হে রছুল (দঃ) আপনি তাহাদিগকে শুনাইতে পারেন না, —ফাতির : ১৮-২২ আয়ত।

ومن تزكى فانما يتزكى
لنفسه والى الله المصير-
وما يستوى الاعمى
والبصير ولاالظلات ولاالنور‘
ولاالظل ولاالحرور-
وما يستوى الاحياء
ولا الاموات ان الله يسمع
من يشاء وما انت
بمسمع من فى القبور –

যদি দৃষ্টিশক্তি ও দৃষ্টিহীনতা, আলোক এবং অন্ধকার, রৌদ্র ও ছায়া এবং জীবিত ও মৃতের বৈষম্য অনস্বীকার্য হয়, তাহাহইলে অসৎকর্মের অভ্যাস ও আচরণ দ্বারা যাহাদের নফ্‌ছ পাপের মলিনতায়—

Contents

মসীলিপ্ত হইয়াছে, তাহা সৎকর্ম দ্বারা শোধিত স্নিগ্ধোজ্জ্বল নফ্‌ছের সমতুল্য হইবে কি করিরা? এবং উভয়ের পরিণতি ও কর্মফল অভিন্ন হইবে কিরূপে? যাহারা আল্লাহর দয়াগুণের ফলস্বরূপ দণ্ড ও শাস্তির সমীচীনতাকে অস্বীকার করে, তাহারা হয় দয়ার—তাৎপর্য অবগত নয়, অথবা প্রাকৃতিক বিধান সম্বন্ধে তাহারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। এই অজ্ঞতা ও অহেতুকী কল্পনাবিলাসকে কোর্‌আনে নিম্নবর্ণিত ভাষায় উৎপাটিত করা হইয়াছে,—

ام حسب الذين اجترحوا
السيئات ان نجعلهم كالذين
آمنوا وعملوا الصالحات سواء
محياهم ومماتهم ؟ ساء
مايحكمون !

যাহারা পাপ উপার্জন করিয়াছে তাহারা কি এই ধারণা করিয়াছে যে, যাহারা বিশ্বাসপরায়ণ ও সৎকর্মশীল আমরা তাহাদের ন্যায় উহাদের সহিত ব্যবহার করিব? তাহাদের জীবনে ও তাহাদের মরণে তুল্য ব্যবহার? তাহাদের এই সিদ্ধান্ত দোষাবহ,—আলজাছিয়া: ২১ আয়ত।

বস্তুতঃ আল্লাহ যেরূপ নিষ্কলংক ও মহাপবিত্র তেমনি শুধু বিশুদ্‌ধ উক্তি এবং সৎকর্মই তাঁহার পবিত্র দরবারে গ্রাহ্য হইয়া থাকে। ছুরত-ফাতিরে স্পষ্টভাবে কথিত হইয়াছে,—

اليه يصعد الكلم الطيب
والعمل الصالح يرفعه

পবিত্র বচন তাঁহার দিকে উত্থিত হয় এবং যে কর্ম সৎ আল্লাহ তাহাকে উত্থিত করিয়া থাকেন—১০ আয়ত।

এই আয়তের তাৎপর্য স্বরূপ বুখারী ও মুছ্‌লিম আবুহোরায়রার বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন,—

ولايقبل الله الا الطيب -

আল্লাহ পবিত্র ব্যতীত কিছুই গ্রাহ্য করেন না। উল্লিখিত আয়ত ও হাদীছের সাহায্যে প্রমাণিত হইতেছে যে, অসৎকর্ম আল্লাহর নিকট গ্রাহ্য হয়না এবং যাহা অগ্রাহ্য এবং প্রভুর প্রত্যাখ্যাত, তাহা বিতাড়িত ও অভিশপ্ত। পাপাচরণের সর্বাপেক্ষা বিষময় ও ভয়াবহ পরিণতি ইহাই এবং দণ্ডের ইহাই প্রকৃত তাৎপর্য,—

والذين ينقضون عهد الله
من بعد ميثاقه ويقطعون
ماامرالله به ان يوصل
ويفسدون في الارض
اولئك لهم اللعنة ولهم
سوء الدار !

যাহারা আল্লাহর জন্য অংগীকার দৃঢ়ীভূত করার পর উহা ভংগকরে এবং যে সম্পর্ক আল্লাহ স্থাপন করিবার আদেশ দিয়াছেন, তাহা ছিন্ন করিয়া ফেলে এবং পৃথিবীতে অশান্তি ছড়ায়, তাহদের জন্য অভিসম্পাৎ এবং তাহাদের জন্য মন্দ আবাসক্ষেত্র,—আর্‌রঅদ: ২৫ আয়ত। ছুরত-আলবাকারায় বলা হইয়াছে,

ان الذين كفروا وماتوا
وهم كفار' اولئك عليهم
لعنة الله والملائكة والناس
اجمعين' خالدين فيها'
لايخفف عنهم العذاب
ولاهم ينظرون -

যাহারা কুফর করিয়াছে এবং সেই অবস্থায় মরিয়াছে—তাহারাই কাফির,—তাহাদের উপর — আল্লাহর অভিসম্পাৎ এবং ফেরেশতাগণ ও সকল মানবের। এই অভিসম্পাৎ অনন্তকাল তাহারা বহন করিবে, কদাচ তাহাদের উপর হইতে দণ্ড হ্রাস করা হইবেনা এবং তাহাদিগকে অবসর দেওয়া —হইবেনা,— ১৬২ আয়ত।

অসৎকর্মে রত থাকার আর একটী ভয়াবহ ও বিষময় ফল এই যে, হৃদয়ের প্রশস্ততা, উজ্জ্বলতা এবং অনুধাবন ও অনুভূতি ক্রমশঃ অন্তর্হিত হয় এবং উহা ধীরে ধীরে সংকুচিত ও নিস্প্রভ হইতে থাকে এবং অবশেষে সম্পূর্ণ রূপে অবরুদ্‌ধ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। সংগে সংগে ইন্দ্রিয়াদির প্রাকৃতিক শক্তিও অবলুপ্ত হইয়া যায়। হৃদয়ের এই ভীষণ অবস্থা সম্বন্ধে কোরআনের সাক্ষ্য যে, এই শ্রেণীর লোকদের হৃদয়ে আল্লাহ শীলমোহর লাগাইয়া দিয়াছেন —

اولئك الذين طبع الله على
قلوبهم واتبعوا اهواء هم -

অর্থাৎ হৃদয়কে অবরুদ্‌ধ করিয়াছেন, তাহারা শুধু—তাহাদের প্রবৃত্তির অনুগমন করিয়া থাকে,—মোহাম্মদ (দঃ) ১৬ আয়ত। এই পবিত্র ছুরতেরই অন্য একটী আয়তে ইন্দ্রিয়াদির শক্তি তিরোহিত হওয়ার কথা বর্ণিত হইয়াছে।

اولئك الذين لعنهم الله
فاصمهم واعمى ابصارهم -

এই শ্রেণীর লোকদিগকে আল্লাহ অভিসম্পাৎকরিয়াছেন, ফলে তাহাদিগকে বধির এবং তাহাদের চক্ষুকে অন্ধ করিয়াদিয়াছেন,—২৩ আয়ত।

Contents

শরীঅতের হিদায়তকে অবহেলা করিয়া যখন নফ্‌ছ প্রজ্ঞাশক্তির অনুশীলন ছাড়িয়া দেয় এবং দুষ্ট-শক্তির প্ররোচনায় পাপ এবং অসৎকর্মের জন্য সর্বদা ইন্দ্রিয়সমূহকে নির্দেশ দিতে থাকে, তখন পাপাচরণের পৌনঃপুনিক অভ্যাসের ফলে উহার প্রভাব ইন্দ্রিয়সমূহে বদ্ধমূল হইয়া যায় এবং হৃদয়পটে অসৎকর্মের অত্যুগ্র প্রতিক্রিয়া স্বরূপ উহা ক্রামশিক ভাবে মূর্তিমান হইয়া ওঠে। নফ্‌ছের এই চরম বিপর্যয়ে হৃদয়ে শীলমোহর পড়ে এবং ইন্দ্রিয়াদির কর্তব্যপালন করার শক্তি নিঃশেষিত হইয়া যায়। অভিশপ্ত রূহ তখন সরাসরি নরককুণ্ডের পথ ছাড়া অন্য কোন — পথের সন্ধান ইন্দ্রিয়সমূহকে দান করিতে পারেনা। অসৎকর্মের এই প্রতিফলের কথা ছুরত-আন্‌নিছায় বিষদ ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে,— যাহারা বিদ্রোহ ও অকৃতজ্ঞতার (কুফরের) জীবন অতিবাহিত করিয়াছে এবং অত্যাচার করিয়াছে আল্লাহ তাহাদিগকে কিছুতেই ক্ষমা করিবেননা এবং নরকের পথ ছাড়া— তাহাদিগকে অন্য কোন পথের সন্ধান দিবেননা, সেই নরককুণ্ডে তাহারা চিরদিনের মত অবস্থান করিবে.— ১৬৯ আয়ত।

ان الذين كفروا وظلموا
لم يكن الله ليغفرلهم ولا
ليهديهم طريقا الا طريق
جهنم خالدين فيها ابدا -

দণ্ড ও শাস্তির মোটামুটি ব্যাখ্যা সমাপ্ত করার প্রাক্কালে ইহা অবগত হওয়া আবশ্যক যে, দণ্ড ও শাস্তি আল্লাহর নিজস্বগুণাবলীর অন্তরভুক্ত নয়,— তাঁহার প্রকৃত পরিচয় ‘রব,’ ‘রহ্‌মান’ ও রহীম’ হওয়া এবং ছিফতে-রহ্‌মতের অপরিহার্য অংগ— হইতেছে ন্যায়বিচার বা আদালৎ এবং ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষাকল্পে উহাকে সুরক্ষিত ও পুরস্কৃত করা যেমন আবশ্যক, তেমনি অন্যায়কে বিধ্বস্ত ও বিড়ম্বিত করাও প্রয়োজন। সুতরাং দণ্ড ও শাস্তি আল্লাহর আদালত বা প্রতিফলদান গুণের আপেক্ষিক অভিব্যক্তি মাত্র। আল্লাহ যে মূলতঃ কাহাকেও দণ্ডিত করিতে চাননা, দণ্ড যে মানুষের উপার্জিত ও স্বেচ্ছাকৃত বস্তু, কোর্‌আনে তাহার স্পষ্ট ইংগিত রহিয়াছে, ছুরত-আন্‌নিছায় বলা হইয়াছে, তোমরা যদি কৃতজ্ঞ হও এবং বিশ্বাস স্থাপন কর, তাহা হইলে আল্লাহ তোমাদিগকে শাস্তি দিয়া কি করিবেন? বস্তুতঃ আল্লাহ গুণগ্রাহী এবং মহাবিজ্ঞ,—১৩৭ আয়ত।

مايفعل الله بعذابكم ان
شكرتم وامنتم ؟ وكان الله
شاكرا عليما -

প্রলয়ের পূর্ববর্তী বিচার.

বিচারের চরম বিকাশের জন্য একটি দিবস — (ইয়ামুদ্‌দীন) নির্দিষ্ট করা হইয়াছে, কিন্তু উক্ত অবধারিত দিবস ছাড়াও সৃষ্টি এবং স্থিতির প্রত্যেক স্তরে কিয়ামতের অব্যবহিতকাল পূর্ব পর্যন্ত প্রতিমুহূর্তে এই বিচার ব্যবস্থা অপ্রতিহতভাবে মওজুদ রহিয়াছে। ছুরত-আল্‌ফাতিহায় আল্লাহর তিনটী মৌলিক প্রধান-গুণ উল্লিখিত আছে, যথা—রবুবীয়ত, রহ্‌মত ও আদালত। “মালিকে ইয়ামিদ্‌দীন” দ্বারা আল্লাহর চরম এবং পূর্ণাংগ আদালতের কথা বুঝাইলেও এই আয়তে তাঁহার আংশিক বিচার বা আদালতেরও ইংগিত রহিয়াছে। পৃথিবীতে কর্মের স্বাধীনতা— থাকায় কর্ম নিঃশেষিত না হওয়া পর্যন্ত চরম বিচার সম্ভবপর নয়, কিন্তু সৃষ্টি যতদিন কায়েম থাকিবে এবং যতক্ষণ-না সূক্ষ্মবিচারের মুহূর্ত উপস্থিত হইবে, ততদিনের জন্যও বিচার বা আদালতের অবস্থা বলবৎ থাকা অনিবার্য। আদালতের এই বিধান সম্বন্ধেও সংক্ষিপ্ত আলোচনা আবশ্যক।

ন্যায়বিচারের দুইটী স্তম্ভ, একটী অস্তিবাচক, ইহার নাম ‘আদ্‌ল’ (عدل), আর একটী নেতিবাচক, ইহা যুল্‌ম (ظلم) নামে পরিচিত। আদ্‌লের প্রয়োগ এবং যুল্‌মের নিরসন ব্যতীত ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেনা। আল্লাহর নির্দেশ,— তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচার-মীমাংসা করিবে,— তখন ‘আদ্‌লে’র সংগে নিষ্পত্তি করিবে,— আন্‌নিছা, ৫৮ আয়ত।

واذا حكمتم بين الناس
ان تحكموا بالعدل -

কিয়ামতের বিচার সম্বন্ধে উক্ত ছুরতে বলা হইয়াছে,—তোমাদের উপর সূতার পরিমাণও ‘যুল্‌ম’ করা হইবেনা,— ৭৭ আয়ত।

ولاتظلمون فتيلا -

আভিধানিক অর্থ,

ইমাম রাগিব বলেন,—‘আদালত’ ও ‘মুআদলত’

العدالة والمعادلة لفظ يقتضى معنى المساواة والعدل والعدل يتقاربان، لكن العدل يستعمل فيما يدرك بالبصيرة كالاحكام، والعدل والعديل فيما يدرك بالحاسة كالموزونات والمعدودات فالعدل هو التقسيط على سواء، وعلى هذا روى : بالعدل قامت السموات والارض –

এমন শব্দ, যাহার— ভিতর সাম্যের তাৎপর্য নিহিত আছে, ‘আদ্‌ল’ ও ইদ্‌ল’ সম অর্থ বোধক, কিন্তু— ‘আদ্‌ল’ বিবেচনা—সাপেক্ষ বিষয়সমূহের জন্য ব্যবহৃত হয় — যেমন বিচারাদি — বিষয়ে আর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসমূহের জন্য ‘ইদ্‌ল ও ‘আদীল’ শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে, যেমন ওজন ও পরিমাণ নির্ধারণে। মোটের উপর সমান সমান বণ্টন করার কার্যকে ‘আদ্‌ল’ বলা হয় আর এই অর্থেই হাদীছে কথিত হইয়াছে যে, ‘আদ্‌ল’ দ্বারা আকাশ সমূহ ও পৃথিবী কায়েম রহিয়াছে। ❊ ফিরোযাবাদী বলেন,

العدل ضد الجور وما قام فى النفوس انه مستقيم كالعدالة، عدل يعدل فهو عادل – رجل عدل وامرأة عدل وعدل الحكم تعديلا اقامه وفلانا زكاه والميزان سواه – وعدله وعادله وزنه وفى المحمل ركب معه – والعدل المثل والنظير كالعدل والعديل والكيل والجزاء والفريضة والنافلة والفداء والسوية والاستقامة – والاعتدال توسط حال بين حالين فى كم او كيف وكل ما تناسب فقد اعتدل –

যাহা অত্যাচরের বিপরীত এবং যে বিষয় সম্বন্ধে মনে বিশ্বাস জন্মে যে, উহা সঠিক, তাহাকে ‘আদ্‌ল’ এবং কর্তৃবাচকে ‘আদিল’ বলা হয়, ‘আদালতে’র— ন্যায়। বিশেষণ রূপে পুরুষ আদ্‌ল ও নারী আদ্‌ল ব্যবহৃত হয়। ‘আদদলাল্‌ হুক্‌মা’ অর্থাৎ বিচার বলবৎ করিল, কাহাকেও— শোধিত করিলে এবং তুলাদণ্ডকে সমান—ভাবে ধরিলে ‘আদ্‌দলা’ কথিত হইবে। ‘আদালাহু’ শব্দের অর্থ তাহাকে তুল্য—ভাবে ওজন করিল, তাহার সহিত উষ্ট্রের পৃষ্ঠে দুই দিকের ভার সমান ভাবে রক্ষা করিয়া ছওয়ার হইল। ‘আদ্‌ল’ ‘ইদ্‌ল’ ও ‘আদীলে’র ন্যায়— অর্থাৎ অনুরূপ, নযীর। পরিমাপ, প্রতিফল, ফরয, নফল, ফিদ্‌ইয়া, তুল্য ও দৃঢ়তা অর্থেও ‘আদ্‌ল’ ব্যবহৃত হয়। ‘ই-তিদাল’ বলে দুই অবস্থার সাম্য—পরিমাণ ও প্রকৃতি উভয় দিক দিয়া, আর সকল দিক দিয়া— সুসমঞ্জস করিয়া সজ্জিত করাকে ই-তাদালা বলা হইবে। *

ফলকথা, ‘আদ্‌লে’র অর্থ হইতেছে সমান ও তুল্য হওয়া, কমবেশী না হওয়া। এইজন্য দাবীদাওয়া এবং খুন যখমের মীমাংসা করার কার্যকে আদালৎ বলে, কারণ বিচারপতি উভয়পক্ষের বাড়াবাড়িকে বিদূরিত করিয়া থাকেন। তুলাদণ্ড উভয় পাল্লার ওজনকে সমান করিয়া দেয় বলিয়া তুলাদণ্ড দ্বারা ওজনের কার্য্যকে মুআদলা বলা হয়। আদালত বস্তুসমূহে আত্মপ্রকাশ করিলে ওগুলির আকৃতি ও প্রকৃতির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া থাকে। বস্তুর এক অংশের অপরাংশের সহিত আকৃতি ও প্রকৃতিগত ভাবে সুসঞ্জস হওয়ার নাম আদালত।

এখন চিন্তা করা উচিত যে, স্থিতিমান জগতে গঠন ও সৌন্দর্যের যতপ্রকার বিকাশ আমরা দেখিতে পাই, সেগুলির মূলে আদালৎ বা সাম্যের বিধান কিভাবে কার্য্যকরী রহিয়াছে? বস্তুর সত্তা কি?— ভূবিদ্যা, জীববিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যার পণ্ডিতগণ একবাক্যে বলিবেন, বস্তুর উপকরণসমূহের সংমিশ্রণে যে সাম্য ও সামঞ্জস্য রহিয়াছে, উহার মধ্যে ব্যতিক্রম ঘটিলেই বস্তুর সত্তা বিলুপ্ত হইবে। দেহের উপ-

---

❊ মুফ্‌রদাতুল কোর্‌আন, ৩২৭ পৃঃ।

* কামুছ (৪) ১৩ পৃঃ।

করণসমূহে যে সাম্য বিরাজ করিতেছে, উহার একটী অংশেও যদি তাহা অসমঞ্জস হইয়া উঠে, দেহের—গঠনভংগীমায় ব্যতিক্রম পরিদৃষ্ট হইবে। বায়ু, পিত্ত ও কফ ইত্যাদির সাম্যভাবকে স্বাস্থ্য বলিয়া অভিহিত করা হয়। আকৃতি ও গঠনের যে সাম্য, যদি—মানুষের দেহে বিদ্যমান থাকে, আমরা তাহাকে সুপুরুষ বা সুন্দরী নারী বলিব, উদ্ভিদজগতে উহাকে আমরা পুষ্প নামে অভিহিত করিব, স্থাপত্যশিল্পে উহার নাম হইবে তাজমহল। স্বরের সাম্য ও সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারিলে যে সুরলহরীর তরঙ্গ উত্থিত হইবে, তাহা শ্রবণেন্দ্রিয়ে মধুবর্ষণ করিবে, কিন্তু একটু গরমীল ও অসামঞ্জস্য ঘটিলেই রসভংগ হইবে।

'আদ্ল' ও 'আদালতে'র এই বিধি কেবল বস্তু বা দেহ জগতেই সীমাবদ্ধ নাই, বিশ্বভূমণ্ডলের—যাবতীয় শৃংখলা এই আদ্ল ও সাম্যের বিধানের উপরেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। খনিকের জন্যও এই বিধানের ব্যতিক্রম ঘটিলে স্থিতিমান জগতে প্রলয়-কাণ্ড উপস্থিত হইবে। সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী, সমুদয় গ্রহ ও উপগ্রহ, নীহারিকা পুঞ্জ নির্দিষ্ট স্থানে, নির্দিষ্ট পথে, নির্দিষ্ট নিয়মে গতিশীল রহিয়াছে, চুল পরিমাণও ব্যতিক্রম ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। গ্রহ ও উপগ্রহ-মালার পারস্পরিক আকর্ষণ ও বিকর্ষণ দ্বারা যে—সাম্যভাব বিরচিত হইয়াছে, তাহার ফলেই সৌর-মণ্ডল সুরক্ষিত রহিয়াছে, নিয়মিত ও সুসমঞ্জস আকর্ষণ বিকর্ষণ দ্বারা অভিকর্ষ ও মহাকর্ষের উদ্ভব ঘটিয়াছে। ইহার অভাবে জগতের গতিশীলতা এবং প্রাণীসমূহের নড়াচড়া নিমিষের জন্যও সম্ভবপর নয়। ইহার সূচ্যগ্র ব্যতিক্রমের ফলে যে ব্যাপক ঠোকাঠুকি ঘটিবে, তাহা কল্পনা করিলেও রোমাঞ্চ উপস্থিত হয়। নিখিলভুবনের প্রতি আল্লাহর যে অপরিসীম মমতা এবং করুণা বিশ্বের প্রতিস্তরে সাম্য ও সামঞ্জস্যের আকারে বিরাজ করিতেছে, তাহার নাম আদালত। এই বিধানের দিকে কোর্আনের বিভিন্নস্থলে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে, ছুরত-ইয়াছিনে কথিত—হইয়াছে,

وآية لهم الليل نسلخ منه
النهار، فاذاهم مظلمون -
والشمس تجرى لمستقرلها،
ذلك تقدير العزيزالعليم،
والقمر قدرناه منازل حتى
عاد كالعرجون القديم -
لاالشمس ينبغى لها ان
تدرك القمر ولاالليل سابق
النهار، وكل فى فلك
يسبحون -

তাহাদের জন্য আল্লাহর শৃংখলা-মহিমার অন্যতম—নিদর্শন হইতেছে রাত্রি, উহার মধ্য হইতে আমরা দিবসের—উজ্জ্বলতা ও কর্মব্যস্ত-তাকে আকর্ষণ করি, আর দেখ, তাহারা অকস্মাৎ অন্ধকারে—আগমনকারী হইবে। সূর্য তাহার নির্ধারিত গতি-কক্ষে বিচরণ করিতেছে ইহাই ক্ষমতাশালী মহা প্রজ্ঞাবানের বিধান আর চন্দ্রের জন্য আমরা মন্যিল নির্দিষ্ট করিয়াদিয়াছি, ভ্রমণ করিতে করিতে সে—পুরাতন খেজুরের শুষ্ক ডাঁটায় পরিণত হয়। সূর্যের ক্ষমতা নাই চন্দ্রকে ধরিয়া ফেলার আর রাত্রির শক্তি-নাই দিবসকে অতিক্রম করার, সকলেই আকাশে ভ্রাম্যমান রহিয়াছে—৩৭—৪০ আয়ত।

যে বিধানে অন্তরীক্ষে এই অনন্ত ভ্রমণের খেলা চলিতেছে, ছুরত-আর্রহ্মানে তার দিকে ইংগিত করিয়া বলা হইয়াছে,—

والسماء رفعها ووضع
الميزان، الا تطغوا فى
الميزان -

তিনিই আকাশকে উন্নত করিয়াছেন এবং গ্রহ উপগ্রহাদির বিচরণের জন্য সাম্য ও শৃংখলার তুলাদণ্ড (বিচার) প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, যাহাতে তোমরাও তুলাদণ্ডের ব্যতিক্রম না কর,—৭ আয়ত।

ছুরত-আর্রহ্মানে উর্ধ জগতের ভারসাম্য—সুরক্ষিত করার জন্য যে তুলাদণ্ডের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য আদালত বা সাম্য ছাড়া অন্য কিছুই নয়। অন্তরীক্ষের এই অদৃশ্যমান তুলা-দণ্ড সম্বন্ধেই ছুরত-লুক্মানে ইংগিত করা হইয়াছে,—

خلق السموات بغير
عمد ترونها

তোমরা দেখিতেছ যে, আকাশসমূহকে বিনাস্তম্ভেই তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন (১০)। বিনা স্তম্ভে সৃষ্টির তাৎপর্য হইতেছে, বিনাস্তম্ভে গ্রহ ও উপপগ্রহ মণ্ডলীকে ভারসাম্যের সাহায্যে অন্তরীক্ষে আট্কাইয়া রাখা। একথা ছুরত-আর্রঅদে অধিকতর স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—

الله الذى رفع السموات
بغير عمد ترونها -

তিনিই আল্লাহ, যিনি আকাশ সমূহকে বিনাস্তম্ভে উন্নত করিয়া রাখিয়াছেন, তোমরা ইহা দেখিতে পাইতেছ,—২ আয়ত।

বিচারব্যবস্থার তুলাদণ্ড কেবল উর্ধলোককেই রক্ষা করিতেছেনা, ধরিত্রীর পৃষ্ঠদেশও এই আদ্‌ল বা ন্যায়বিচারের বদওলতেই সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা এবং মাতৃক্রোড়ের ন্যায় শান্তিদায়িনী হইয়া আছে। রছুলগণকে ধরাপৃষ্ঠে এই বিচারের প্রতিষ্ঠাকল্পেই — প্রেরণ করা হইয়াছে। ولقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط - আল্লাহ বলেন,—এবং নিশ্চিত রূপে আমরা আমাদের রছুলদিগকে প্রত্যক্ষ নির্দশনাদি সহ প্রেরণ করিয়াছি এবং তাঁহাদের সংগে আল্‌কিতাব ও তুলাদণ্ড অবতীর্ণ করিয়াছি, মানুষদিগকে ন্যায়পরায়ণতার সহিত পরিচালিত — করার জন্য—আল্‌হদীদ, ২৫ আয়ত। ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাকল্পে দুইটী বস্তু অনিবার্য—প্রথম, ন্যায়নীতির শাশ্বত আইন, দ্বিতীয়, উহার প্রয়োগ। কোন বিধানের — বাস্তব জীবনে রূপায়ণ না ঘটা পর্যন্ত উহার মূল্য — নির্ণীত হইতে পারেনা, অথচ বাস্তব জীবনে ন্যায়নীতির রূপায়ণ কেবল ন্যায়বিচারের তুলাদণ্ড দ্বারাই সম্ভবপর। যে তুলাদণ্ড বা 'মীযান' উর্ধ ও অধঃকে রক্ষা করিতেছে, মানব জীবনে উহাকে বলবৎ করাই ইছ্‌লামের অন্যতম লক্ষ। ধরাপৃষ্ঠে মুছলিম জাতির অভ্যুদয় শুধু এই বিরাট উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্যই ঘটিয়াছে, তাহাদের কর্মতালিকা হইতে আদালত মীযান বা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার কাজ যদি বাদ পড়িয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে পৃথিবীর অপরাপর মানবীয় সমাজ আর তথাকথিত 'উম্মতে মুছলিমা'র মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই, বরং বৈশিষ্ট ও পার্থক্যের সমস্ত অহমিকতা ইয়াহুদীয়তের অভিশাপ মাত্র। আল্লাহ বলেন, يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين - হে বিশ্বাসপরায়ণ সমাজ, তোমরা ন্যায় বিচারের প্রতিষ্ঠা দলে পরিণত হও,— আল্লাহর জন্য সাক্ষ্য দানকারী, সে সাক্ষ্য তোমাদের নিজেদের, জনকজননীর এবং আত্মীয় স্বজনের বিরুদ্ধেও যদি প্রদান করিতে হয়—আন্‌নিছা : ১৩৫ আয়ত।

'আদ্‌ল' বা ন্যায় বিচারের বিপরীত যাহা,— তাহার জন্য কোর্‌আনে পর্যায়ক্রমে ছয়টী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা— যুল্‌ম, তুগ্‌য়ান, ইছ্‌রাফ, তবযীর, ফছাদ ও উদ্‌ওয়ান।

'যুল্‌ম' শব্দের আভিধানিক অর্থ হইতেছে,— অপপ্রয়োগ, وضع الشيء في غير موضعه اما بنقصان او بزيادة واما بعدول عن وقته او مكانه - কোন বস্তুকে তাহার নির্দিষ্ট পরিমাণ বা স্থানের পরিবর্তে কম বেশী করা বা অন্য স্থানে প্রয়োগ করা অথবা যেসময়ে যাহা প্রয়োগ করা উচিত, সে সময়ে তাহা প্রয়োগ না করা কিংবা যেসময়ে উহা প্রয়োগকরা উচিত— নয়, সেই সময়ে প্রয়োগ করা। * কোর্‌আনে শির্‌কের (অংশীবাদ) ان الشرك لظلم عظيم - মহাপাপকে 'যুল্‌মে আযীম' বলা হইয়াছে, কারণ যে ঐকান্তিক অনুরাগ, অনাবিল শ্রদ্ধা এবং প্রগাঢ় আনুগত্য শুধু আল্লাহর প্রাপ্য, অথবা তিনি যে সকল মহত্তম ও বিশুদ্ধতম গুণে গুণান্বিত, কোন সৃষ্টজীব বা বস্তুকে তাহা অর্পণ করা এবং সেই সকলগুণে গুণবান বলিয়া আস্থা স্থাপন করা অপেক্ষা সত্যের অপলাপ ও অপ প্রয়োগ আর কি হইতে পারে?

বন্যা যখন সীমালংঘন করিয়া বাড়িতে থাকে তখন বলা হয় 'তাগাল মাঅ'। স্বয়ং কোর্‌আনেই ইহার প্রয়োগ রহিয়াছে। ছুরত-আল্‌হাক্কায় বলা হইয়াছে, انا لما طغا الماء - বস্তুতঃ যখন পানী সীমালংঘন করিল,—১১ আয়ত। চক্ষু তাহার সীমার অতিরিক্ত যাহা দর্শন করে, কোর্‌আনে সেই দৃষ্টি বিভ্রমকে চক্ষুর তুগ্‌য়ান বলা হইয়াছে।— রছুলুল্লাহ (দঃ) ফেরেশ্‌তা এবং অনৈসর্গিক যেসকল বস্তু প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, সেগুলি যে তাঁহার চক্ষুর ধাঁধা ছিলনা, সেসম্বন্ধে ما زاغ البصر وما طغى - আল্লাহর সাক্ষ্য যে, চক্ষু দর্শনে ত্রুটি বা বাড়াবাড়ি করেনাই,—আন্‌নজ্‌ম ১৭ আয়ত। পাপের জন্য 'তুগ্‌য়ান' ব্যবহৃত হইলে উহার অর্থ হইবে— বিদ্রোহ ও পাপাচরণে সীমা تجاوز الحد في العصيان

---

* মুফ্‌রদাত, ৩১৮ পৃঃ।

অতিক্রম করা। * আল্লাহ কাফেরদের নিদর্শন বর্ণনা করিয়াছেন, তাহারা فی طغیانهم یعمهون — তাহাদের বিদ্রোহে বিভ্রান্ত রহিয়াছে,—আল্‌বাকারা, ১৫ আয়ত।

'ইছ্‌রাফ' ছ-র-ফ ধাতু হইতে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছে। ছরফের অর্থ হইল পরিমাণের দিক দিয়া সীমালংঘন করা, تجاوز الحد فی کل فعل যে বস্তু যে পরিমাণে ব্যয় করা উচিত, তাহার — অতিরিক্ত ব্যয় করাকে ইছ্‌রাফ বলে। আল্লাহ মুমিন দলের নিদর্শন সম্বন্ধে বলেন, যেসকল ব্যক্তি, যখন ব্যয় করে তখন তাহারা والذین اذا انفقوا لم অপব্যয় করেনা এবং یسرفوا ولم یقتروا — কার্পণ্যও করেনা,—— আল্‌ফুর্কান : ৬৭ আয়ত।— মোটের উপর সংগত কার্যে ব্যয় করিলেও যদি তাহা পরিমাণের অতিরিক্ত হয়, তাহা হইলে উক্ত অপব্যয়কে ইছ্‌রাফ বলা হইবে। ছুফ্‌য়ান ছওরী বলেন, আল্লাহর আদেশের বহির্ভূত যদি সামান্য পরিমাণও ব্যয় করা হয়, তাহাও ইছ্‌রাফের পর্যায়ভুক্ত। †

যেকার্যে যাহা প্রয়োগ করা উচিত নয়, সেইকার্যে তাহা প্রয়োগ করা অথবা অনুচিত বিষয়ে ব্যয় করার কার্যকে তব্‌যীর বলে। ইছ্‌রাফ হইল পরিমাণের দিক দিয়া অপব্যয় আর তব্‌যীর হইল কার্যের দিক দিয়া অপচয়। বৈধ আহার বিহার ইত্যাদিতে অপব্যয়কারী মুছ্‌রিফ কিন্তু শরাব, কাবাব, নাচগান ইত্যাদির জন্য অপচয়কারীকে মুবায্‌যির বলা হইবে। কোর্‌আনে কথিত ولاتبذر تبذیرا ان المبذرین হইয়াছে—এবং অপচয় كانوا اخوان الشیاطین — করিওনা, অত্যন্ত অপচয়, অপচয়কারীর দল শয়তানগণের ভাই,—বনীইছ্‌রাঈল : ২৬ আয়ত।

সামান্য মাত্রাতেই হউক, আর অধিকমাত্রায় হউক সাম্যভাব উল্লংঘন الفساد خروج الشیء عن করার কার্যকে ফছাদ الاعتدال قلیلا کان الخروج বলে। ইহা রূহ, দেহ, عنه او کثیرا — স্বাস্থ্য এবং পরিবর্তনশীল অবস্থা ও বস্তুর জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ফছাদের সঠিক অনুবাদ হইতেছে বিপর্যয়। স্বাভাবিক অবস্থার ব্যতিক্রমকে ফছাদ— বলে। আল্লাহ বলেন, ولاتفسدوا فی الارض بعد শান্তিপ্রতিষ্ঠার পর — اصلاحها — তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাইওনা—আল্‌আ'রাফ : ৫৬ আয়ত।

'উদ্‌ওয়ান' ও 'ই-তিদা' "অ-দ-ও" ও "অ-দ-আ" হইতে ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ। সীমালংঘন ও বিরূপতাকে— অদ্‌ও বলে। হৃদয়ের সহিত সম্পর্কিত হইলে ইহাকে আদাওয়াত্‌ ও মুআদাত বা শত্রুভাব বলা হইবে। বিচার ও বৈষয়িক ব্যাপারে এই কার্য 'উদ্‌ওয়ান' বলিয়া কথিত হইবে। والاعتداء مجاوزة الحق ই-তিদা বলে সত্য ও সঠিক সীমাকে অতিক্রম করা। আল্লাহ বলেন,— ومن یتعد حدود الله যাহারা আল্লাহর فاولئک هم الظالمون — নির্ধারিত সীমালংঘন করে, তাহারাই প্রকৃত— প্রস্তাবে যালিম,—আল্‌বাকারা, ২২৯ আয়ত। ইমাম রাগিব বলেন, সচরাচর প্রতিফল বা বিচারে সীমালংঘন করার কার্যকে উদ্‌ওয়ান বলা হয়। আল্লাহ বলেন, তোমরা পাপ ولا تعاونوا علی الاثم এবং উদ্‌ওয়ান (অবিচারের) والعدوان — সহায়তা করিওনা,—আল্‌মায়েদাহ : — ২ আয়ত।

ফলকথা, যে বিচারব্যবস্থা উল্লিখিত ষড়বিধ দোষ বিবর্জিত, তাহা আদ্‌ল বা ন্যায়বিচার বলিয়া স্বীকৃত হইবে। সৃষ্টি ও স্থিতিতে এই আদ্‌ল অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। কর্মজগতেও ইহার আংশিক বিকাশ— আমরা লক্ষ করিতে সমর্থ, কিন্তু ন্যায়বিচারের পূর্ণ ও প্রত্যক্ষ রূপ চরম বিচার-দিবসেই পরিলক্ষিত হইবে। চরম বিচারের বিবরণ প্রদান করার পূর্বে কর্মজগতে উহার আংশিক বিকাশ ঘটিতেছে কিনা, আমরা— অতঃপর তাহা পরীক্ষা করিব।

---

* মুফ্‌রদাত, ৩০৭ পৃঃ

† মুফরদাত, ২২৯ পৃঃ।

সংশোধন :—৪০৮ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলামের আরাবী ৪র্থ লাইনে আয়তের অন্তর্গত ولا الظلات কে ولا الظلمات পাঠ করুন।

—জিন্দাজাত—

কাজী গোলাম আহ্মদ।

মুর্দা নহি'— জিন্দা আছি
ঘুমের ঘোরে ছিলাম খানিক—
শয়তান সেই সুযোগ নিয়ে
কোর্লে হরণ মাথার মাণিক।

নিঁদ্ কারো বা টুটেছিলো
ঘোরটা ছিলো আঁখির পাতে—
ভেবেছিলো স্বপন-চোর ও
যায়নি কিছুই দেখবে প্রাতে।

ঘুম যবে আজ ভাঙ্লো মোদের
অরুণ-উষার আলোক পাতে,—
দেখ্নু সবই হারিয়ে গেছে
নামটা শুধু প'ড়ে খাতে।

নেই তলোয়ার প'ড়ে আছে
আজ্কে তা'রি খাপটা শুধু—
মৌচাকে নেই মৌমাছি আর
বইতো যা'রা নিত্য মধু।

বুল্বুলি আর গায়না গজল
গুল বাহারে নেই সুবাস,
কোরাণ বাঁধা জুয্দানেতেই'
খোদার ঘরে পশুর বাস।

খোদার নাম আজ ডুবলো বুঝি!
মিনার চূড়ে কই আজান?
ভণ্ড মানব খোদায় ভুলে
কোর্ছে পূজা গোরস্থান!

বল বীর্য নেইকো তেমন
নেই সে সাচ্চা ঈমান আর—
'ইস্লাম' আজ কাঁদ্ছে বোসে
মুসলমানের নামটা সার।

বাদ্শাহী সে হারিয়েছে তাই
হারিয়েছে তা'র সিংহাসন—
খান্সামা আর কোচোয়ানেতে
আজ কি-না তা'র নির্বাসন?

প্রাণটা হঠাৎ উঠ্লো কেঁদে
দশা হেরি শের-নরের—
শৃগাল আজি চরায় তারে?
ফের্তা শুধু তক্দীরের।

আজ লাঙুলে তা'র ঘা' লেগেছে
আর্শিতে নিজ রূপ দেখে—
হুংকারে তাই উঠ্লো জেগে
উঠলো ধরার বুক কেঁপে।

দেখ্বে জগত মরেনিকো
জিন্দা আজো মুসলমান—
আস্ছে ফিরে আবার তাদের
সব-হারানো লুপ্ত-শান।

এবার এক কোরাণের আইন মেনে
চ'ল্বো সবে এক বেশে—
একের ব্যথা দুয়ের তরে
ছুট্বো একে আর দেশে।

মাশ্রিক আর মাগ্রিবেতে
রইবে নাকো আর তফাৎ—
দেশ-ভাষাতে পৃথক হোলে
বেশ-ভাবেতে মিল্বে হাত।

দেখবে জগত নয়কো নিচু
শির আমাদের আল্লা-ছাড়া—
ভর্সায় তাঁর জয় কোরেছি
একদা যে পৃথ্বী সারা।

আবার বেলাল হাঁক্বে আজান
মক্কার ওই মিনার-চূড়ে
হায়দারী হাঁক হাঁক্বো রে ফের্
উঠ্বো আবার বিশ্ব ফুঁড়ে।

বিশ্বের প্রচলিত-শাসন-ব্যবস্থা

মোহাম্মদ আবদুল গনী—জামালী,

রছুলুল্লাহর (দঃ) আবির্ভাবের সময় হইতে— আধুনিক কাল পর্যন্ত দুন্‌য়ার বিভিন্ন দেশে যে রাষ্ট্রশাসন বিধান প্রবর্ত্তিত দেখিতে পাওয়া যায়, সময়ের দিকদিয়া উহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, প্রথম মধ্যযুগীয় শাসন ব্যবস্থা. দ্বিতীয় আধুনিক শাসনব্যবস্থা। মধ্যযুগে বিভিন্ন দেশে যে শাসননীতি প্রচলিত ছিল পুনঃ তাহারও ৩টি প্রকরণ দৃষ্টিগোচর হয়।

প্রথম স্বৈরতন্ত্র শাসন। যে শাসনব্যবস্থায় রাজা স্বেচ্ছাচারী হইত এবং জনমতকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা— করিয়া আপন খোশখেয়ালের উপর নির্ভর করিত তাহাই স্বৈরতন্ত্রী শাসন রূপে কথিত হয়। রাজনীতিবিজ্ঞানের একসূত্রে এই শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—State is born out of force & maintained by force—জোর জবরদস্তি হইতেই রাষ্ট্রের উদ্ভব— আর জোর-জবরদস্তির সাহায্যেই উহা সংরক্ষিত।

দ্বিতীয় পুরোহিততন্ত্র। মধ্যযুগে খৃষ্টান পুরোহিত বা ধর্ম্মযাজকদের জনমণ্ডলীর উপর বিপুল প্রভাব বিদ্যমান ছিল। স্বেচ্ছাচারী শাসকদের সাহায্য ও সহযোগিতায় ইহারা নিরীহ জনগণের উপর শোষণব্যবস্থা কায়েম রাখিত। শোষিত জনসমাজ ধীরেধীরে অস্থি কঙ্কালসারে পরিণত হইত। খৃষ্টান জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগুরু পোপ জন সাধারণকে পাপের — অপরাধ হইতে মুক্ত করিতে পারেন মধ্যযুগের ধর্ম্মান্ধ ইউরোপ এরূপ বিশ্বাস পোষণ করিত। এই বিশ্বাসের সুযোগ গ্রহণ করিয়া পোপ বিপুল অর্থের বিনিময়ে ধনিক সমাজকে বেহেশ্‌তের অগ্রিম সার্টিফিকেট প্রদান করিতেন। ইহাদের রোষে পতিত হইয়া অনেক প্রতিপত্তিশালী রাজাকেও ভীষণ ভাবে নাজেহাল ও অপদস্থ হইতে হইয়াছে।

তৃতীয় সামন্ত প্রথা। এই প্রথায় রাজা স্বয়ং তাঁহার শাসিত এলাকায় সমস্ত ভূখণ্ডের মালিক বলিয়া স্বীকৃত হইতেন। সমগ্র ভূখণ্ড বিভিন্ন ইলাকায় বিভক্ত হইত। এই সব ইলাকার হর্ত্তাকর্ত্তা ছিলেন সামন্ত প্রভু (feudal lords) গণ। প্রজাদের উপর ইহাদের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ছিল। ইহারা যুদ্ধের সময় দেশের রাজাকে সৈন্য ও অর্থ দ্বারা সাহায্য করিবেন এই শর্ত্তে তাঁহার নিকট হইতে ভূমি লাভ করিতেন। সেই প্রাপ্ত ভূমি তাঁহারা পুনঃ তাঁহাদের অধীনস্থ ভিলেনদের মধ্যে চাষ আবাদের জন্য বণ্টন করিয়া দিতেন। কিন্তু জমির উপর তাহাদের কোন সত্ত্ব বা অধিকার বর্ত্তাইত না এবং তাহাদের স্বাধীন মতামত বলিয়াও কোন জিনিষের অস্তিত্ব ছিল না। তাহারা দাসতুল্য বিবেচিত হইত এবং সামন্ত প্রভুগণ কর্ত্তৃক নানা ভাবে হরদম শোষিত হইতে থাকিত। এই ব্যবস্থায় শুধু দেশের রাজা এবং মুষ্টিমেয় সামন্তরাই সুখভোগের অধিকারী হইত। সমাজের অবশিষ্ট আর সব শ্রেণীর প্রজাদিগকে অশেষ দুঃখ যন্ত্রণা ও ভীষণ লাঞ্ছনার ভিতর কালাতিপাত করিতে হইত। প্রবলের অত্যাচার ও শোষণের ভয়ে এবং তজ্জনিত অশান্তির আশঙ্কায় তাহাদিগকে সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকিতে হইত।

বিশ্বের শাসন ব্যবস্থায় এহেন অরাজকতা — এবং নির্ম্মম অত্যাচারের রথচক্রে জনগণ যখন নিষ্পিষ্ট ঠিক সেই প্রয়োজন মুহূর্ত্তে তদানিন্তন পৃথিবীর মধ্যস্থলে পবিত্র আরবভূমিতে রহ্‌মাতুল লিল্‌ আলামীন বা বিশ্বের অনুগ্রহ স্বরূপ অবতীর্ণ হন মানব মুকুট হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)। তিনি সঙ্গে লইয়া আসেন এক শাশ্বত আস্‌মানী ব্যবস্থা। তার — ভিতর একদিকে যেমন ছিল ধর্ম্মীয় আচার অনুষ্ঠান এবং নৈতিক নিয়মকানুনের নির্দ্দেশাবলী অন্য দিকে তেমনই ছিল মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক, এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা। তিনি উহা শুধু মুখে প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত হননাই, উক্ত আদর্শকে নিজের জীবনে বাস্তব রূপ দানপূর্ব্বক উম্-

মতের সম্মুখে জ্বলন্ত নিদর্শন স্থাপন করেন এবং একটি আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিয়া উহাকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের ভাস্বর প্রতীক রূপে অনাগত ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া যান। তাঁহার প্রবর্ত্তিত শাসন ব্যবস্থায় অখণ্ড মানবতার জয়গান গীত হয়, শোষিত জনগণের দুঃখ দুর্দ্দশার জন্য মৃত্যু পরোয়াণা ঘোষিত হয়। এই আদর্শ শাসন ব্যবস্থায় একই সঙ্গে মধ্যযুগের — প্রচলিত স্বৈরতন্ত্র, পুরোহিত তন্ত্র এবং সামন্ত তন্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত হানা হয়।

ইছলামের বিধান মতে রাষ্ট্রের মালিক ও— জমির সার্ব্বভৌম অধিপতি একমাত্র মহাপ্রভু — আল্লাহ তা'আলা। মানুষ তাঁহার প্রতিনিধি — হিসাবে উহার জিম্মাদার মাত্র। এই মানুষেরই নির্ব্বাচিত নায়ক আল্লাহর নির্দ্দেশ এবং তদীয়— প্রেরিত রছুল (দঃ) এর বিধান অনুযায়ী শাসনকার্য্য পরিচালনা করিবেন। তাই এই নায়ক রাজা বা সম্রাট অথবা শাহান্‌শাহ রূপে পরিচিত না হইয়া খলিফা বা প্রতিনিধি রূপে কথিত হইবেন। এই— প্রতিনিধি বা খলিফা গণতান্ত্রিক নিয়মে নির্ব্বাচিত হইবেন। এই জন্যই আমরা দেখিতে পাই, হযরত মোহাম্মদ (দঃ) এর মৃত্যুর পর কে খলিফা হইবেন, তাহা তিনি স্বয়ং মনোনীত করিয়া যাননাই, তিনি দায়িত্বশীল জনগণের স্কন্ধে এই বোঝা অর্পণ করিয়া যান। এইভাবে তিনি আদর্শ গণতন্ত্রের পথ উন্মুক্ত করেন।

ইছলামী শাসন ব্যবস্থায় কোনরূপ জোর জবরদস্তি বা বাধ্যবাধকতার স্থান নাই। প্রত্যেক সম্প্রদায় ও বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদের স্ব স্ব ধর্ম্মীয়-আচার ও স্বকীয় কৃষ্টি রক্ষা করার পূর্ণ স্বাধীনতা ইহাতে বিরাজমান। শুধু তাই নয়! শাসনকার্য পরিচালনায় এবং প্রয়োজন সময়ে প্রত্যেক বিশ্বস্ত নাগরিকের সাহায্য, সহযোগিতা ও পরামর্শ গ্রহণের যে উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হজরত রাখিয়া গিয়াছেন পৃথিবীর সমগ্র ইতিহাসে উহা একান্তই বিরল। রছুলুল্লাহ (দঃ) মক্কা হইতে মদীনায় হিজরত করিয়া তথাকার খৃষ্টান ও ইয়াহুদীদের— সাথে যে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত করেন তাহাতে অনায়াসে তাঁহাকে Father of International Politics — আন্তর্জাতিক রাজনীতি-বিজ্ঞানের জনক বলা যাইতে পারে। চুক্তির মর্ম্মানুসারে মুছলমান, খৃষ্টান ও ইয়াহুদদের লইয়া মদীনায় এক সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহারা সকলেই আরবজাতি রূপে পরিচিত হইবে, প্রত্যেকে নিজ নিজ ধর্ম্ম স্বাধীনভাবে পালন করিবে, আপনাপন কৃষ্টি বজায় রাখিয়া চলিবে, একে অপরের প্রতি সদয় ব্যবহার করিবে। ইহাই চুক্তির সারমর্ম্ম।

অমুছলমানদের সহিত সহযোগিতা ও সহৃদয়তা এবং তাহাদের সাহায্য গ্রহণের এই নীতি শুধু রছুলুল্লাহ (দঃ) এর জীবনকালেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই। তিনি এই বিষয়ে যে দৃষ্টান্ত রাখিয়া যান, পরবর্ত্তীকালে মুছলমান খলিফাগণ তাহা অনুসরণ করিয়া চলেন। ফলে মুছ্‌লিম ইতিহাসের গৌরবময় যুগে বহু অমুছ্‌লিম জাতিকে স্বেচ্ছায় সম্মতির সহিত মুছ্‌লিম রাজশক্তির শান্তস্নিগ্ধ ছায়াতলে বসবাস করিতে দেখা যায়।

এইবার আধুনিক যুগে আসা যাউক। বর্ত্তমান জগতে ইছ্‌লামী শাসন-ব্যবস্থা ছাড়া আর দুইটি শাসন পদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায়। একটি ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্র অপরটি কম্যুনিস্টিক বা তথাকথিত 'সাম্যবাদী শাসন ব্যবস্থা' এই দুই শাসন ব্যবস্থার ঐতিহাসিক ও সামাজিক পটভূমিকা এবং বর্ত্তমান পরিণতি — সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথম অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে সেচ্ছাচারী রাজার বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ ফরাসী জনগণ কর্ত্তৃক এক প্রচণ্ড বিপ্লব সংঘটিত হয়। তাহার পরই রাজার নিকট হইতে ক্ষমতা ছিনাইয়া লইয়া জনগণ আপন হস্তে উহা গ্রহণ করিতে থাকে। কিছুকাল ঘটনাপ্রবাহের ঘাত প্রতিঘাতের পর— অবশেষে ফরাসী দেশে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়া যায়, পাশ্চাত্যের সর্ব্বত্র উহার প্রভাব ছড়াইয়া পড়ে এবং সর্ব্বত্র গণতন্ত্রের জয় জয়কার পড়িয়া যায়। যারা ছিল শোষিত ও চির-অবহেলিত তারা সমনাধিকার ও ন্যায়বিচার পাইতে থাকে। যারা ছিল চির— পশ্চাৎপদ তারা সাহসের সঙ্গে আগাইয়া আসে আর

তাদেরই নিজস্ব প্রতিনিধিরা শাসনকার্য্যে অংশ—গ্রহণ করিতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের সর্ব্বত্র আর একটী বিপ্লব সংঘটিত হয়, উহা শিল্প-বিপ্লব — এই বিপ্লবের ফলে কুটির শিল্পের সীমাবদ্ধ উৎপাদনের স্থলে বৃহৎশিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি হইতে বিপুল দ্রব্যসম্ভার অল্প সময়ের ভিতর উৎপাদিত হইতে লাগিল।— আবার উহার কাটতির জন্য বিদেশের অনগ্রসর দেশ গুলির অধিকার লাভ ও শোষণের জন্য ইউরোপের জাতিতে জাতিতে এক ভয়াবহ প্রতিযোগিতা ও— যুদ্ধ বিগ্রহ শুরু হইয়া গেল। দেশাত্মবোধ ও সঙ্কীর্ণ ভৌগলিক জাতীয়তাবোধ ইউরোপের বিভিন্ন দেশের অধিবাসীদিগকে উন্মত্ত করিয়া তুলিল। এইতো গেল দৃশ্যপটের এক দিক। অন্য দিকে আপন দেশে দুইটি পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও বিরোধী শ্রেণীর উদ্ভব হইল— এবং ক্রমেই তাদের মধ্যে দূরত্বের ব্যবধান বর্দ্ধিত হইতে লাগিল — একটি পুঁজিপতি মালিক শ্রেণী — অপরটি পুঁজিহীন শ্রমিক শ্রেণী। দেশের গণতান্ত্রিক শাসন কর্ত্তৃপক্ষের উপর পুঁজিপতিরা সহজেই প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইল এবং তথাকথিত গণতান্ত্রিক দেশ সমূহে পুঁজিবাদী শাসন ব্যবস্থা— (Capitalistic administration) কায়েম হইয়া গেল। এই পুঁজিবাদী শাসন ব্যবস্থায় দরিদ্রগণ ক্রমেই দরিদ্রতর এবং ধনিকের ধন ক্রমেই স্ফীত হইতে স্ফীততর হইতে থাকে। উহার বিষময় ফল স্বরূপ — সমাজের আর্থিক মেরুদণ্ড ভাঙ্গিবার উপক্রম হয় এবং তাহারই প্রত্যক্ষ আর্থিক প্রতিক্রিয়ায় বিভিন্ন দেশে জনগণের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠার নামে—— নূতন আন্দোলন শুরু হইয়া যায়। এই আন্দোলন সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন— (Socialist movement)— নামে পরিচিত। ইহার মূল লক্ষ্য ধনীর প্রতিহিংসা ও তাহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম। সম্পত্তির উপর ব্যক্তি বিশেষের অধিকার উঠাইয়া দিয়া সমস্ত সম্পত্তি — জাতীয় অধিকারে আনয়নপূর্ব্বক উহার উৎপাদন সর্ব্বসাধারণের মধ্যে সমভাবে পুনর্বণ্টন করিয়া দেওয়াই উহার মুখ্য উদ্দেশ্য। এই ব্যবস্থার চরম রূপ কম্যুনিজমরূপে আত্ম প্রকাশ করে, উক্ত আন্দোলনের জনক কার্ল মার্কসের মতানুসারে মানুষে মানুষে— অসাম্য ও আর্থিক বৈষম্যের অন্যতম মুখ্য কারণ কল্পিত (?) সৃষ্টি কর্ত্তার প্রতি মানুষের অহেতুক অন্ধবিশ্বাস। তাঁহার মতে ধর্ম্মহীন ও শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থা স্থাপনই অসাম্য দূরিকরণের একমাত্র উপায়। এই উদ্দেশ্যকে সফল ও বাস্তব রূপ দিতে সংগ্রামের প্রয়োজন। দীর্ঘ দিনের প্রচলিত বৈষম্যমূলক সামাজিক ব্যবস্থা ইহার প্রবলতম অন্তরায়। উহাকে ভগ্ন ও চূর্ণ বিচূর্ণ করার জন্য শক্তির অধিকার ও বলপ্রয়োগ অবশ্যম্ভাবী।

কার্ল মার্কসের এই নীতির রূপ দিতে চেষ্টা— করেন লেনীন। রাষ্ট্র বিপ্লবের সাহায্যে রাশিয়ার স্বৈরতন্ত্রী জার শাসনের পতন ঘটাইয়া তিনি ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে কম্যুনিস্টিক শাসন ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করেন। ক্ষমতা হস্তগত করিয়াই তিনি ধর্ম্মীয় ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করিয়া দেন, ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জ্জন ও সংরক্ষণের পথ রুদ্ধ করেন এবং মুদ্রাহীন অর্থনীতি অনুসরণ— করেন। কিন্তু অল্প দিনের ভিতর কার্য্যক্ষেত্রে বাস্তবতার কঠোর সংস্পর্শে নূতন ব্যবস্থা বানচাল হওয়ার উপক্রম হয়। লেনিনের মৃত্যুর পর স্ট্যালিন বাস্তবতার সহিত সন্ধি করিয়া অবৈজ্ঞানিক ও অবাস্তব আদর্শকে অনেকটা বলি দিতে বাধ্য হন। ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠান — পালনে তিনি ব্যক্তিগত স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লন, মুদ্রা প্রথার পুনঃ প্রচলন করেন এবং সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কাজ মাহিনা বা পরিশ্রমের মধ্যে পুঁজিপতি দেশ সমূহের ন্যায়ই আকাশ পাতাল তারতম্যের সৃষ্টি করেন। প্রত্যেককে তাহার প্রয়োজন অনুসারে মাহিনা প্রদানের সাম্যবাদী নীতি বিসর্জন দিয়া কর্ম্মগুণ অনুসারে উহা প্রদানের নীতি গৃহীত হয় ফলে পার্থক্যের দূরত্ব ৭০ রুবল হইতে ১৮০০০ আঠার — হাজার রুবল পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। ভাগ্যবান ও ভাগ্যহত এই সনাতন দুই দল পুনঃ দেখা দেয়। এক দিকে প্রয়োজনোতিরিক্ত অর্থের অধিকারী সুখীর দল। এই ভাগ্যবান সুখী দলের ব্যক্তিগত ধন সঞ্চিত রাখার জন্য প্রয়োজন হয় সেভিংস্ ব্যাঙ্কের। ফলে ১৯৩৫ সাল পর্য্যন্ত সোভিয়েট রাশিয়ায় সর্ব্বশুদ্ধ—

৪৩ লক্ষ (?) সেভিং ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়। এই সঞ্চিত অর্থের জন্য আবার শতকরা ১০ রুবল হারে সুদ নির্দ্ধারিত হয়। এই ভাবে পুঁজিপতিদের অন্যায় অর্থ সঞ্চয় ও বিলাসজীবন যাপনের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া যাহারা শোষিত জনগণের প্রতিনিধি স্বরূপ শ্রমিক শাসন কায়েম করিল, অদৃষ্টের ক্রুর পরিহাসে তাহারাই সেই অবাঞ্ছিত পুঁজিবাদ সৃষ্টির পথকেই পুনঃ খুলিয়া দিল!

তারপর ধর্ম্ম, পরলোক, আধ্যাত্মিকতা প্রভৃতিকে অস্বীকার করিয়া কম্যুনিজ্‌ম পার্থিব সুখভোগ ও—লাভালাভকেই মানুষের একমাত্র কাম্য ও মুখ্য বিষয় বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে। তাই দেশের বস্তুতান্ত্রিক উন্নতি সাধনের জন্য সমগ্র জনশক্তিকে রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে কর্ম্মনিরত রাখিয়া উহাকে প্রাণহীন ম্যাশিনে পরিণত করিয়া ফেলিতেছে। শুধু তাই নয়, গত মহাযুদ্ধে জয়লাভের পর হইতে এই তথাকথিত আদর্শ (?) ও সাম্যবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থাকে দুনিয়ার সর্ব্বত্র প্রসারিত ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কম্যুনিজ্‌ম জবরদস্তী চেষ্টায় মাতিয়া উঠিয়াছে। অথচ তাহাদের এই অবাস্তব ও অবৈজ্ঞানিক শাসন-ব্যবস্থা আপন দেশের সমস্ত—অধিবাসীরা স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লয় নাই। শ্রমিক-দল শাসন দণ্ড হাতে পাইয়া চণ্ডনীতির সাহায্যে সমস্ত অধিবাসীর মস্তকোপরি জগদ্দল পাথরের ন্যায় বসিয়া আছে। একটু টুঁ শব্দ এই বোঝার বিরুদ্ধে কেউ করিয়াছে অথবা পরোক্ষভাবেও কোনরূপ অসন্তোষের ভাব দেখাইয়াছে তো সঙ্গে সঙ্গে প্রাণদিয়া কিম্বা সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসন দণ্ড ভোগ করিয়া তাহার—প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছে। এইভাবে কত লক্ষ লক্ষ লোককে যে এই শ্রমিক একনায়কত্বের বেদীমূলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে বা নির্ব্বাসিত হইতে হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? (Vide Islam & Socialism)। রাশিয়ার স্থূল লৌহ আবরণ ভেদ করিয়া— প্রকৃত অবস্থা জানিবার উপায় না থাকিলেও নিষ্পিষ্ট জনগণের—ধূমায়িত অসন্তোষ বহ্নির সংবাদ মাঝে মাঝে প্রকাশ হইয়া পড়ে। বিরুদ্ধবাদীদের উপর যে অমানুষিক ও লোমহর্ষক আচরণ করা হইয়া থাকে তাহা শ্রবণ করিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। সুতরাং দেখা যাইতেছে বর্ত্তমান যুগে প্রচলিত প্রধান দুই শাসননীতির কোনটিই অখণ্ড মানবতার সামগ্রিক সুখ ও সন্তোষ আনয়ন করিতে পারেনাই। উহা বিপুল সংখ্যক লোকের দুঃখ দুর্দ্দশা লাঘব করিতে পারে নাই। আভ্যন্তরীণ অসন্তোষ বর্দ্ধন ছাড়াও বহির্দেশ সমূহে আপনাপন মতবাদের জয়গান প্রচার এবং প্রভাব বৃদ্ধির প্রয়াসে দুই বিরোধী শাসননীতির বাহকদের মধ্যে দ্বন্দ্বকলহ ক্রমেই তীব্রতর এবং যুদ্ধায়োজন বিপুল আকারে বর্দ্ধিত হইয়া চলিয়াছে এবং তৃতীয় মহাযুদ্ধ প্রত্যাসন্ন হইয়া উঠিয়াছে। ফলে আজ পৃথিবীর শান্তিই শুধু বিপন্ন নয়—দ্বন্দ্বরত ক্ষমতার ভয়াবহ সংগ্রাম আশঙ্কায় সমগ্র দুনিয়া ধ্বংস ও বিধ্বস্তির মুখোমুখী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

এই অবস্থার কি কোন প্রতিকার নাই? ধ্বংসোন্মুখ জগৎকে রক্ষা এবং শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে আনয়নের জন্য কোন পথই কি বিদ্যমান নাই? আমরা বলিব, আছে, একটিমাত্র পথ আছে— সেই একটিমাত্র উপায় জগতকে ধ্বংসের গ্রাস হইতে রক্ষা করিতে পারে—অশান্ত ও বিক্ষুব্ধ জগতে পুনঃ শান্তির স্নিগ্ধ আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে পারে সে উপায় ইছ্‌লাম, সে পুণ্যপথ—বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মদের (দঃ) পাদস্পর্শ অনুসৃত ও নির্দ্দেশিত পথ। মধ্যযুগে প্রচলিত শাসন ব্যবস্থার অভিসম্পাতের মাঝে ইছলাম যেরূপ এক আশীর্ব্বাদরূপে জগতবাসীর সম্মুখে প্রতিভাত হইয়াছিল, আজও উহার সেই সত্য সনাতন আশিসবাহী ও—শান্তি-প্রদায়িনী শক্তি পূর্ণরূপে বিদ্যমান। প্রয়োজন কেবল জীবনক্ষেত্রে উহার প্রয়োগ।

ইছ্‌লাম একটি স্বভাব ধর্ম্ম— একটি পরিপূর্ণ জীবন পদ্ধতি। মানুষের কল্পিত বিধানের চোরাবালিতে উহার বুনিয়াদ দাঁড়াইয়া নাই। আল্লাহর শাশ্বত বিধানের সুদৃঢ় ভিত্তিতে এই ইছলামরূপ জীবনপদ্ধতি সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তাই ইছলাম আর্থিক ব্যাপারে অস্বাভাবিক ও অবাস্তব উপায়ে ব্যক্তি বিশেষকে অর্থ আহরণ ও ধন সঞ্চয়ে প্রশ্রয় দেয়না। এই জন্যই—ইছলামে সুদ, ঘুষ, চোরাকারবার, অধিক লাভের

আশায় পণ্যদ্রব্যের গুদামজাত করণ প্রভৃতি নিষিদ্ধ। গতর খাটাইয়া কিম্বা অন্যবিধ বৈধ উপায়ে মুছলমানকে যথাসাধ্য অর্থোপার্জ্জনে ইছলাম অনুমতি দান করে কিন্তু তাহার স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত খরচ বাদে অবশিষ্ট যে অর্থ থাকিবে তাহার একটি নির্দ্দিষ্ট অংশ দরিদ্র ও অভাবগ্রস্থদের মধ্যে বিলাইয়া দিতে হইবে। তারপর ইছলামের উত্তরাধিকার আইন দীর্ঘদিন অর্থ ও সম্পদ এককেন্দ্রীক করিয়া রাখার পথে মস্তবড় প্রতিবন্ধক স্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে।

ইছলাম তাহার জন্মমুহূর্ত্তেই মানুষে মানুষে—আর্থিক, সামাজিক, আন্তর্জাতিক সর্ব্ববিধ ভেদাভেদের গোড়া কাটিয়া দিয়াছে। এখানে ধনী দরিদ্র, রাজা প্রজা, শ্বেত অশ্বেত, আরব আজম সকলেই একাকার। ইছলামের দৃষ্টিতে সকলেই একই পঙক্তিভুক্ত।

কম্যুনিজ্‌মের ন্যায় ইছলাম মানুষের স্বোপার্জ্জিত ধন সম্পদকে বলপূর্বক বাজেয়াফ্‌ত করেনাই। কম্যুনিজ্‌ম অস্বাভাবিক পথে হাঁটিতে গিয়া ব্যর্থকাম হইয়াছে। বাধ্য হইয়া আপন মাথায় ঘোল ঢালিয়া পরিত্যক্ত পথে পুনরায় তাহাকে ফিরিয়া আসিয়া চলিতে হইতেছে। কিন্তু ইছলাম তাহার শাশ্বত নীতি ও ধনবণ্টন পদ্ধতিকে রছুলুল্লাহর (দঃ) শেষ জীবনে এবং খেলাফতের স্বুবর্ণ যুগে বাস্তবরূপ প্রদান করিয়া জগৎকে প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছে ভেদাভেদ ও বৈষম্যের শত পাপে অভিশপ্ত সমাজ কত শীঘ্র আর্থিক ও —সামাজিক সাম্যের মহিমায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে পারে এবং কত দ্রুত মানুষের দুঃখ, দৈন্য ও অশান্তি তিরোহিত হইতে পারে।

মুছলমান বৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করিতে—যেমন কুণ্ঠিত নহে. তেমনি জাতীয় প্রয়োজনমুহূর্ত্তে ধর্ম্মের আহ্বানে সাড়া প্রদানে স্বেচ্ছায় তাহার সর্বস্ব বিলাইয়া দিতেও পরান্মুখ নহে, ইছলামের স্বর্ণযুগের ইতিহাসে ইহার ভূরিভূরি প্রমাণ মিলিবে। আধুনিক পুঁজিবাদী দেশ সমূহের ন্যায় প্রয়োজন সময়ে জবরদস্তী ট্যাক্স বসান কিম্বা সাম্যবাদী রাষ্ট্রের বাধ্যতামূলক শ্রম আদায়ের ন্যায় উহাতে বল প্রয়োগে —অনভিপ্রেত কিছু করিতে হয় নাই।

স্বভাব-ধর্ম ইছলাম আল্লাহর মনোনীত জীবন-পদ্ধতি। এই জীবন-পদ্ধতি অনুসারে দুন্‌য়ার সমস্ত লোক তাহাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্ত্তব্য সম্পন্ন করুক ইহাই মঙ্গলময় আল্লাহর পবিত্র ও চিরন্তন ইচ্ছা। আল্লাহর এই ইচ্ছার —বাস্তব রূপ দানের জন্যই যুগে যুগে দেশে দেশে নবী সমূহের আগমন। শেষ নবী হজরত মোহাম্মদ —মোস্তফাও (দঃ) এই মহান কর্ত্তব্য সমাধা করিয়া এবং তাঁহার সত্যনিষ্ঠ খলীফাগণ সেই পথ অনুসরণ করিয়া অরাজক ও অশান্ত জগতে শান্তি ও সমৃদ্ধির যে নযির রাখিয়া গিয়াছেন জগতের ইতিহাসে তাহা একান্তই দুর্লভ। আজিকার পদস্খলিত, ভ্রমান্ধ ও দিশাহারা জগতে সেই পুণ্য আদর্শকে তুলিয়া ধরা এখন মুছলমানের অপূর্ব সুযোগ ও সুমহান কর্ত্তব্য। উক্ত আদর্শের রূপায়িত দৃষ্টান্ত জগতেব সম্মুখে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা পাকিস্তানের নৈতিক দায়িত্ব ও অপরিহার্য কর্ত্তব্য। পাকিস্তান কবে এই দায়িত্ব পালনে ও কর্ত্তব্য সমাধায় সত্যিকার ভাবে আগাইয়া আসিবে?

যাকাতুল-ফিত্র

(৩)

(ঝ) গমের দুইটী মর্ফু হাদীছ দারকুত্নী — আবদুল্লাহ বিনে উমরের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন। প্রথমটীর মত্ন এই যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) আম্র বিনে হয্মকে অর্ধ ছা গম অথবা একছা খেজুর ফিত্রা দিতে আদেশ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় হাদীছ সূত্রে রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক ছোট বড়, স্বাধীন ও দাসের পক্ষ হইতে এক ছা খেজুর বা এক ছা যব অথবা দুই মুদ (অর্ধ ছা) গম ফিত্রা। *

প্রথম হাদীছটীর ছনদের দুই জন রাবী হইতেছেন মোহাম্মদ বিনে শুরহ্বীল ও ছুলয়মান বিনে মুছা। মোহাম্মদ বিনে শুরহ্বীলকে দারকুত্নী দুর্বল এবং ছুলয়মান বিনে মুছাকে আলী বিনুল মদীনী ত্রুটী-সম্পন্ন বলিয়াছেন। বুখারী ছুলয়মান সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন যে, তাঁহার কাছে অগ্রাহ্য হাদীছ সমূহ আছে। † দ্বিতীয় হাদীছের ছনদের অন্যতম রাবীর নাম দাউদ বিনে যবরকান। ইবনেমুঈন বলেন — দাউদ কিছুই নন। আবুযর্আ বলেন, তিনি পরিত্যক্ত, আবু দাউদ বলেন, দুর্বল, তাঁহার হাদীছ বর্জন করা হইয়াছে। ‡

(ঞ) আবুদাউদ, নাছায়ী ও দারকুত্নী আবদুল আযীয বিনে অবিরওওয়াদের মধ্যস্থতায় ইব্নেউমরের বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, মানুষেরা রছুলুল্লাহর (দঃ) সময়ে একছা যব, খেজুর বা খোসাবিহীন চাউল জাতীয় ছুল্ত বা কিশ্মিশ্ ফিত্রার জন্য বাহির করিতেন। হযরত উমরের সময়ে গমের প্রাচুর্য ঘটিলে তিনি অর্ধছা গমকে উক্ত দ্রব্য-সমূহের একছার সমতুল্য বলিয়া স্থির করিলেন। ¶

ইব্নে জওযী এই হাদীছের দোষ ধরিয়াছেন। ইব্নেহিব্বান বলেন, আবদুল আযীয বিনে রওওয়াদ ধাঁধার উপর হাদীছ রেওয়ায়ত করিয়াছেন, সুতরাং তাঁর প্রামাণিকতা বাতিল। আবুছঈদুল খুদ্রীর— প্রমুখাৎ সঠিক ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, আমীর মুআবীয়া ছার মূল্য পরিবর্তিত করিয়াছিলেন, হযরত উমর নহেন।

ইবনেহিব্বান আবদুল আযীযকে দুর্বল বলিলেও ইয়াহ্য়া বিনে ছঈদুল কাত্তান এবং আবুহাতিম রাযী প্রভৃতি তাঁহাকে বিশ্বস্ত বলিয়াছেন। বুখারীও তাঁহার হাদীছ সাক্ষ্য স্থলে উদ্ধৃত করিয়াছেন। *

আমি বলিতে চাই যে, আবদুল আযীয বিনে— রওওয়াদের ধাঁধার স্পষ্ট সন্ধান ইমাম মুছলিম তাঁহার কিতাবুত্-তময়ীযে প্রদান করিয়াছেন এবং তাঁহার— খণ্ডন করিয়াছেন। যুর্কানী মুওয়াত্তার ব্যাখ্যা গ্রন্থে ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। †

আবদুল আযীয বিনে রওওয়াদকে মন্যরী দুর্বল বলিয়াছেন। ইব্নেহয্ম বলেন, আলোচ্য হাদীছের অন্যতম রাবী ইব্নে রওওয়াদ দুর্বল এবং তাঁহার— হাদীছ অগ্রাহ্য। ‡

অর্ধছা সম্পর্কিত আবদুল্লাহ বিনে উমরের মর্ফু ও মওকুফ হাদীছ সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য হইবার সর্বাপেক্ষা বড় কারণ এইযে, ইব্নেউমরের বাচনিক বুখারী, মুছ্লিম, আবুদাউদ, তাহাবী ও ইব্নেহয্ম প্রভৃতি বিশুদ্ধ ভাবে রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) এক ছা খেজুর অথবা এক ছা যব ফিত্রা প্রদান করার আদেশ দিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার ওফাতের

---

* ছুননে দারকুত্নী, ২২২ পৃঃ।

† মীযানুল ইতিদাল (২) ২৯১ পৃঃ, নছ্বুররায়া (১) ৪২৭ পৃঃ।

‡ তা'লীকুল মুগ্নী (১) ২২১ পৃঃ।

¶ আবুদাউদ (২) ২৮ পৃঃ, দারকুত্নী, ২২২ পৃঃ।

* আওনুল মাবুদ (২) ২৮ পৃঃ; মুগ্নী (২) ২২২; ফত্হুলকদীর (২) ৪২৭ পৃঃ; নছ্বুররায়া (১) ৪২৭ পৃঃ।

† শর্হে যুরকানী (২) ৮২ পৃঃ।

‡ আওন (২) ২৮ পৃঃ; মুহাল্লা (৬) ১২৭ পৃঃ।

امر النبى صلے الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير فجعل الناس بعد عدله مدين من حنطة –

পর লোকেরা উহার সমকক্ষতায় অর্ধ ছা গম নির্ধারিত করিলেন। * এই হাদীছের সমকক্ষতা করার মত শক্তি দারকুত্নী ও আবুদাউদ কর্তৃক বর্ণিত হাদীছের নাই সুতরাং নিঃসংশয়ে ইহা প্রমাণিত হইতেছে যে, রছুলুল্লাহর (দঃ) বাচনিক অর্ধ ছা গম ফিত্রা প্রদান করার—হাদীছ যাহা ইব্নেউমরের মারফত বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বাতিল ও অগ্রাহ্য।

(ট) দারকুত্নী যয়েদ বিনে ছাবিতের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যাহার সংস্থান আছে তাহাকে অর্ধ ছা গম ফিত্রা দিতে হইবে।

من كان عنده فليتصدق بنصف صاع من بر –

এই হাদীছের অন্যতম রাবী ছুলয়মান বিনে—আরকমের রেওয়ায়ত পরিত্যক্ত। † এতদ্ব্যতীত এই হাদীছ উল্লিখিত ছনদের সহিত হাকিম স্বীয় মুছতদ্রকে বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাহাতে এক ছা গম প্রদান করার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। ‡

فليتصدق بصاع من بر

(ঠ) দারকুত্নী হযরত আলীর বাচনিক অর্ধ ছা গমের এক মর্ফু হাদীছ রেওয়ায়ত করিয়াছেন, কিন্তু তিনি স্বীয় ইলল্ গ্রন্থে স্বীকার করিয়াছেন যে, উহা মর্ফুভাবে প্রমাণিত হয়নাই। সঠিকভাবে—উহা হযরত আলীর নিজস্ব উক্তি (মওকুফ) রূপে প্রমাণিত। পুনশ্চ মওকুফ ভাবে হযরত আলীর এক ছা গমের হাদীছও বর্ণিত হইয়াছে। উহা উত্বা বিনে আবদুল্লাহ বিনে উত্বা বিনে মছ্উদ আবু ইছ্হাকের বাচনিক এবং তাহা হারিছের মধ্যস্থতায় হযরত আলীর প্রমুখাৎ বর্ণিত। *

(ড) আবুদাউদ মুআবীয়া বিনে হিশামের—মধ্যস্থতায় আবুছঈদ খুদ্রীর বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, আমাদের মধ্যে যখন রছুলুল্লাহ (দঃ) বিদ্যমান ছিলেন, তখন আমরা অর্ধ ছা গম ফিত্রা বাহির করিতাম।

এই হাদীছটী যে ভ্রমাত্মক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আবুদাউদ স্বয়ং এই ভ্রমের কথা স্বীকার করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, মুআবিয়া বিনে হিশাম—কিম্বা যিনি তাঁহার নিকট হইতে উহা শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাঁহার ভ্রমেই এই প্রমাদ ঘটিয়াছে। †

(ঢ) দারকুত্নী ইছ্মত বিনে মালিকের প্রমুখাৎ "দুই মুদ গমে"র একটী মর্ফু হাদীছ রেওয়ায়ত করিয়াছেন। এই হাদীছে দুই ছা দুগ্ধের ফিত্রার আদেশও বর্ণিত হইয়াছে।

আবু হাতিম ইহার ছনদের অন্যতম পুরুষ—ফয্ল বিনে মুখ্তার সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন যে, তিনি বাতিল হাদীছ রেওয়ায়ত করিতেন এবং—তিনি অজ্ঞাতনামা। যয়লয়ী এই অভিমত উধৃত করিয়াছেন। ‡

(ণ) ইমাম আহ্মদ ও তাহাবী ইব্নে লহয়আর মধ্যস্থতায় হয্রত আবুবক্রের কন্যা আছ্মার বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, আমরা রছুলুল্লাহর (দঃ) সময়ে গমের দুই মুদ ফিত্রা প্রদান করিতাম।

ইমাম মুছলিম বলেন যে, ইব্নেলহয়আকে—ওয়াকী, ইয়াহ্য়া কাত্তান ও ইব্নেমহদী বর্জন করিয়াছেন। ইয়াহ্য়া বিনে মুঈন তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে তিনি দৃঢ় নহেন। ¶

যে কয়েকটী মর্ফু হাদীছ গমের অর্ধ ছা ফিত্রা সম্বন্ধে আমরা অবগত আছি, সেগুলি মোটামুটিভাবে উধৃত হইল। এইসকল হাদীছের বিবরণ পাঠকরার

---

* বুখারী (ফত্হসহ) ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৬৫ পৃঃ; মুছ্লিম (১) ৩১৭ পৃঃ; শর্হেমআনীল আছার (১) ৩২০ পৃঃ; আবুদাউদ (২ ২৮ পৃঃ; মুহাল্লা (৬) ১২৬ পৃঃ।

† দার্কুত্নী ২২৪ পৃঃ।

‡ মুছ্তদ্রক (১) ৪১১ পৃঃ।

* নছ্বুর্রায়া (১) ৪২৮ পৃঃ।

† আবুদাউদ (আওনসহ) ২য় খণ্ড. ২৯ পৃঃ।

‡ দার্কুত্নী, ২২৪ পৃঃ; নছ্বুর্রায়া (১) ২৪৮ পৃঃ।

¶ শর্হে মআনীল আছার (১) ৩১৯ পৃঃ; খুলাছা—তয্হীব, ২১১ পৃঃ।

Contents

পর ইহা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে, অর্ধ ছা গমের ফিত্‌রা সম্পর্কিত হাদীছসমূহের—একটীও বিশুদ্ধ ভাবে প্রমাণিত নয়।

গমের পূর্ণ ছা ফিত্‌রার হাদীছ সমূহ

গমের পূর্ণ ছা ফিত্‌রা প্রদান করা সম্বন্ধেও—কতিপয় মর্ফু’ হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। আমরা এগুলির অবস্থাও পরীক্ষা করিয়া দেখিব।

(ক) হাকিম ও দারকুত্‌নী বকর বিনে আছ্‌ওয়াদের মধ্যস্থতায় আবুহোরায়রার বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) প্রত্যেক ব্যক্তিকে এক ছা—খেজুর বা একছা যব বা এক ছা গম রামাযানের ফিত্‌রা দিবার জন্য উৎসাহিত করিলেন।

ان النبی صلے اللہ علیـه وسلم حض علی صدقـة رمضان علی کل انسان صاعا من تمر او صاعا من شعیر او صاعا من قمح —

হাকিম বলেন, হাদীছটী বিশুদ্ধ।

দারকুত্‌নী বলেন, বকর বিন্‌ল আছ্‌ওয়াদ দৃঢ় নহেন। যহবীও উপরিউক্ত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। আবুহাতিম বকরকে সত্যবাদী বলিয়াছেন। *

এই হাদীছের ছনদের অন্যতম রাবী হইতেছেন ছুফ্‌য়ান বিনে হুছয়ন। বুখারী ও মুছ্‌লিম তাঁহার হাদীছ সাক্ষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন বটে কিন্তু যুহ্‌রীর নিকট হইতে গৃহীত তাঁহার রেওয়ায়তের—নাছায়ী ও ইব্‌নেআদী দোষ ধরিয়াছেন এবং উপরিউক্ত হাদীছটী ছুফ্‌য়ান বিনে হুছয়ন যুহ্‌রীর আন্‌আনায় রেওয়ায়ত করিয়াছেন। †

মোটেরউপর আবুহোরায়রার হাদীছটী দুর্বল ও অগ্রাহ্য।

(খ) দারকুত্‌নী ও হাকিম ছঈদ বিনে আবদুর রহমান জমহীর মধ্যস্থতায় আবদুল্লাহ বিনে উমরের বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) এক ছা খেজুর অথবা একছা গমের ফিত্‌রা ফরয করিয়াছেন।

ان رسول اللہ صلے اللہ علیه وسلم فرض زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من بر

হাকিম ও যহবী এই হাদীছকে ছহীহ বলিয়াছেন। বয়হকী বলেন, হাদীছের অন্তর্গত গমের কথা সংরক্ষিত নয়।

ছঈদবিনে আবদুররহমান সম্বন্ধে ইব্‌নে হিব্বান বলেন, তিনি দুর্বল, উবায়দুল্লাহ বিনে উমরের নামে তাঁহার কৃত্রিম রেওয়ায়ত আছে, শুনিলে ধারণা জন্মে যেন সেগুলি সঠিক।

কিন্তু মুছলিম তাঁহার ছহীহ গ্রন্থে ছঈদের রেওয়ায়ত গ্রহণ করিয়াছেন। ইবনেমুঈন বলেন, তিনি—বিশ্বস্ত। আহমদ ও নছয়ী বলেন, তাঁহার রেওয়ায়ত গ্রহণ করায় ক্ষতি নাই। ইবনেআদী বলেন, তাঁহার অনেকগুলি গরীব ও হাছান হাদীছ আছে, আশা করি ওগুলি সঠিক, তবে তিনি মওকুফকে মর্ফু’ ও—মুর্ছল রূপে রেওয়ায়ত করিতে অভ্যস্ত, অবশ্য ইচ্ছাকৃতভাবে নয়। *

(গ) তাহাবী ‘মুশ্‌কিলুল আছার’ গ্রন্থে ইব্‌নেশওযবের মধ্যস্থতায় ইব্‌নেউমরের বাচনিক একছা গমের মর্ফু’ হাদীছ রেওয়ায়ত করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে, আইয়ুবের ছাত্রগণের মধ্যে কেহ গমের—উল্লেখে ইব্‌নেশওযবের সহিত এক মত নহেন বরং হাম্‌মাদ বিনে যয়েদ ও হাম্‌মাদ বিনে ছলমা আইয়ূবের প্রমুখাৎ রেওয়ায়তে ইব্‌নে শওযবের বিরোধ করিয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই ইব্‌নেশওযব অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, বিশেষতঃ তাঁহার বিরোধ ব্যাপারে উভয়েই একমত হইয়াছেন।

ইব্‌নুলহুমাম বলেন, আইয়ূবের ছাত্রগণের মধ্যে মুবারক বিনে ফযালা একছা গমের ফিত্‌রার রেওয়ায়তে ইব্‌নে শওযবের সহিত দারকুত্‌নীর হাদীছ—অনুযায়ী একমত হইয়াছেন, কিন্তু মুবারক হাম্‌মাদবিনে ছলমার সমকক্ষ নহেন। †

আমি বলিতে চাই যে, ইমাম তাহাবী যাহা বলিয়াছেন তাহাই সঠিক, ইবনুল হুমামের উক্তি—

---

* মুছ্‌তদ্‌রক (১) ৪১০ ; দারকুত্‌নী ২২২ ; তল্‌খীছ (১) ৪১০ ; নছ্‌বুররায়া (১) ৪৩০ পৃঃ।

† যয়লয়ী, নছ্‌বুর্‌রায়া (১) ৪৩০ পৃঃ।

* মুছ্‌তদ্‌রক ও তল্‌খীছ (১) ৪১০ ; ছুনানে বয়হকী (৪) ১৬৬ ; নছ্‌বুররায়া (১) ৪২৯ পৃঃ।

† যয়লয়ী (১) ৪২৯ পৃঃ ; ফত্‌হুলকদীর (২) ৩৭ পৃঃ।

ভ্রমাত্মক। কারণ দারকুত্নী মুবারক বিনে ফযালার যে হাদীছ উধৃত করিয়াছেন, তাহাতে একছা তাআমের উল্লেখ আছে, গমের উল্লেখ নাই। * ইমাম আহ্মদ, নাছায়ী ও ইব্নেমুঈন মুবারককে দুর্বল — বলিয়াছেন, অথচ ইয়াহ্য়া বিনে ছঈদ কত্তান— তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন, আফ্ফানও তাঁহাকে বিশ্বস্ত বলিয়াছেন। আবুযর্আর সাক্ষ্যে জানা যায় যে, মুবারক বিশ্বস্ত হইলেও তাঁহার মধ্যে 'তদ্লীছে'র দোষ ছিল। তিনি তাঁহার হাদীছ 'হাদ্দাছানা' — বলিয়া রেওয়ায়ত করিলে উহা গৃহীত হইতে পারিত কিন্তু ইব্নুলহুমামের কথিত তাঁহার একছা তাআমের হাদীছ তিনি 'আন্আনা' সহকারে রেওয়ায়ত করিয়াছেন, সুতরাং উহা অগ্রাহ্য। হাফিয যয়লয়ী একথা উল্লেখ করিয়াছেন। † আমি বলি, একছা তাআমের একাধিক হাদীছ বিশুদ্ধ ও সঠিক ভাবে প্রমাণিত রহিয়াছে, ইহার জন্য মুবারকের 'আন্আনা'র প্রয়োজন নাই।

(ঘ) হাকিম উলূমুলহাদীছে, দারুকুত্নী ও— বয়হকী স্বস্ব ছুননে ও ইব্নেআদী কামিলে আবুমঅশর মদনীর মধ্যস্থায় ইবনেউমরের বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) আমাদিগকে ছাদাকাতুলফিত্রে ·······অথবা একছা গম বাহির করিবার আদেশ দিয়াছেন।

হাকেম বলেন, হাদীছ শাস্ত্রবিশারদগণের এক দল এই হাদীছ রেওয়ায়ত করিয়াছেন কিন্তু ছঈদ বিনে আবদুর রহমান জম্হী ছাড়া অন্য কেহ একছা গমের ফিত্রার কথা উল্লেখ করেননাই। ‡ দেখুন (খ) হাদীছ। তিনি মুছতদ্রকে বলিয়াছেন, আমার গ্রন্থের শর্তের অনুরূপ না হওয়ায় আমি আবুমঅশরের হাদীছ প্রসিদ্ধ ও ছহীহ হওয়া সত্ত্বেও পরিত্যাগ — করিয়াছি।

আমি বলি, আবু মঅশরকে বুখারী হাদীছে— প্রত্যাখ্যাত, ইয়াহ্য়া বিনেমুঈন কিছুই নয়, বাতাস মাত্র এবং নছায়ী দুর্বল বলিয়াছেন। আবু দাউদ বলেন, তাঁহার বহু হাদীছ প্রত্যাখ্যাত। আলী— বিনুল মদীনী বলেন, তিনি নাফেঅ ও মকবরীর নামে প্রত্যাখ্যাত হাদীছ রেওয়ায়ত করিতেন। ছাজী— তাঁহাকে হাদীছে প্রত্যাখ্যাত এবং দারকুত্নী দুর্বল বলিয়াছেন। *

(ঙ) দারকুত্নী মোহাম্মদ বিনে ছিরিনের— মধ্যস্থতায় আবদুল্লাহ বিনে আব্বাছের বাচনিক— রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, আমরা রামাযানের ছদ্কায় একছা তাআম ছোট ও বড়, দাস ও স্বাধীন সকলের পক্ষ হইতে প্রদান করিবার من ادی برا قبل منه জন্য আদিষ্ট ছিলাম। যে গম প্রদান করিত, তাহার নিকট হইতে উহাই গৃহীত হইত।

এই হাদীছের পুরুষগণ বিশ্বস্ত কিন্তু ছনদ— বিচ্ছিন্ন। ইমাম আহ্মদ, ইব্নুলমদীনী, ইব্নেমুঈন ও বয়হকী প্রভৃতি বলেন, ইবনেআব্বাছের নিকট ইব্নেছীরীন শ্রবণ করেননাই। আবুহাতিম এই হাদীছকে প্রত্যাখ্যাত বলিয়াছেন। †

(চ) দারকুত্নী ও হাকিম ছুলয়মান বিনে আরকমের মধ্যস্থতায় যয়েদ বিনে ছাবিতের প্রমুখাৎ— রছুলুল্লাহর (দঃ) খুৎবা উধৃত করিয়াছেন যে, যাহার নিকট তাআম রহিয়াছে সে এক ছা গম অথবা এক ছা যব অথবা একছা খেজুর বা একছা আটা বা একছা কিশ্মিশ বা একছা চাউল জাতীয় ছুল্ত ছদ্কা দিবে।

দারকুত্নী বলেন, ছুলয়মান বিনেআরকম ছাড়া এই ছনদে এরূপ শব্দে অন্যকেহ এ হাদীছ রেওয়ায়ত করেননাই এবং ছুলয়মান পরিত্যক্ত। ‡

(ছ) দারকুত্নী উমর বিনে মোহাম্মদ বিনে— ছহ্বানের মধ্যস্থতায় আওছ বিনুল হদছানের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন তোমরা তাআমের এক ছা যাকাতুলফিত্র বাহির কর। আওছ বলেন, তৎকালে আমাদের— তাআম ছিল— গম, খেজুর, কিশ্মিশ ও পনীর।

---

* দারুকুত্নী, ২২১ পৃঃ।

† নছ্বুররায়া (১) ৪২৯ পৃঃ।

‡ উলুমুলহাদীছ, ১৩১ পৃঃ।

* তহ্যীবুত্ তহ্যীব (১০) ৪১৯ পৃঃ।

† ছুননেবয়হকী (৪) ১৬৯ পৃঃ; যয়লয়ী ৪৩০ পৃঃ।

‡ দারকুত্নী, ২২৪; মুছ্তদ্রক (১) ৪১১ পৃঃ।

নছয়ী, রাষী ও দারকুত্নী উমর বিনে মোহাম্মদ বিনে ছহ্বানকে পরিত্যক্ত বলিয়াছেন। ইব্‌নেমুঈন বলেন, তাহার এক পয়সাও মূল্য নাই। ইমাম আহ্মদ বলেন, তিনি কিছুই নহেন। *

(জ) দারকুত্নী নু'মান বিনে রাশিদের মধ্যস্থতায় আবদুল্লাহ বিনে ছঅ্লবা বা 'ছঅ্লবা আন আবিহে'র প্রমুখাৎ এবং বয়হকী আবদুল্লাহ বিনে আবি ছঅলবা অথবা ছঅলবা বিনে আবদুল্লাহর বাচনিক একছা গমের মর্ফু' হাদীছ রেওয়ায়ত করিয়াছেন।

হাফিষ ইব্‌নেহয্ম নু'মানকে দুর্বল এবং বহু— প্রমাদকারী বলিয়াছেন। হাফিষ মন্‌যরী তাঁহার ছুননে এই হাদীছ সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, উহার ছনদে নু'মান বিনে রাশিদ রহিয়াছেন এবং তাঁহার হাদীছ গ্রাহ্য নয়। †

(ঝ) ইব্‌নেহয্ম মুহাল্লায় এবং দারকুত্নী— ছুননে উক্ত নু'মান বিনে রাশিদের মধ্যস্থতায় 'ছঅলবা বিনে আবি ছুআয়র আন আবিহে'র প্রমুখাৎ— একছা গমের ফিত্‌রার তিনটী মর্ফু' হাদীছ রেওয়ায়ত করিয়াছেন।

উল্লিখিত নু'মানের জন্য তিনটী হাদীছই — অগ্রাহ্য।

(ঞ) বকর বিনে ওয়ায়েলের মধ্যস্থতায় দারকুত্নী, বয়হকী ও ইব্‌নেহয্ম আবদুল্লাহ বিনে-ছঅলবা বিনে ছুআয়রের পিতার বাচনিক এক ছা গমের ফিত্‌রার মর্ফু' হাদীছ রেওয়ায়ত করিয়াছেন। ইমাম আহ্মদ বলেন যে, মোহাম্মদ বিনে ইয়াহ্য়া যুহ্‌লী বকর বিনে ওয়ায়েলের হাদীছকে— ছনদ ও মত্‌নের দিকদিয়া সঠিক বলিয়াছেন। ‡

কিন্তু মুশ্‌কিল এইযে, ইমাম যুহ্‌লী বকর বিনে ওয়ায়েলের যে হাদীছকে ছনদ ও মত্নের দিকদিয়া সঠিক বলিয়াছেন তাহাতে এক ছা গম উল্লিখিত— থাকার প্রমাণ নাই, কারণ হাফিষ ইবনেহয্ম বকর বিনে ওয়ায়েলের যে রেওয়ায়তকে সঠিক বলিয়া — উধৃত করিয়াছেন, তাহাতে কেবল এক ছা খেজুর বা এক ছা যবের কথা রহিয়াছে। গমের নামগন্ধও নাই। *

মোটেরউপর হাদীছটীর ছনদ অতিশয় অসংলগ্ন। হাফিষ ইব্‌নেহজর বলেন, এই হাদীছটী আবু দাউদ, আবদুর্রয্‌যাক, দারকুত্নী, তাবারাণী ও— হাকিম কর্তৃক যুহ্‌রীর মধ্যস্থতায় আবদুল্লাহ বিনে ছঅলবার প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে। যুহ্‌রীর শিষ্যগণের মধ্যে কেহ বলিয়াছেন, আবদুল্লাহ তাঁহার — পিতার বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন, কেহ বলিয়াছেন, তিনি স্বয়ং করিয়াছেন। কেহ বলেন, আবদুল্লাহ বিনে ছঅলবা, কেহ বলেন আবদুল্লাহ বিনেঅছলবা বিনেছুআয়র, কেহ বলেন, ইব্‌নেআবি ছুআয়র, কেহ বলেন, ছঅলবা, আবার কেহ বলেন ছঅলবা বিনে আবদুল্লাহ বিনে আবিছুআয়র। মোটের— উপর ছাহাবীর নাম সম্বন্ধে গণ্ডগোল রহিয়াছে। † হাফিয ইবনেহযম বলেন, ছনদের জনৈক পুরুষ— অজ্ঞাতকুলশীল; নামের মধ্যে তাহার গণ্ডগোল, একবার আবদুল্লাহ বিনে ছঅলবা, একবার ছঅলবা— বিনে আবদুল্লাহ। এতদ্ব্যতীত এবিষয়ে মতভেদ নাই যে, ছঅলবা বিনে আবি ছুআয়রের সহিত যুহ্‌রীর সাক্ষাৎ ঘটে নাই এবং উক্ত ছঅলবা ছাহাবীও নহেন। ‡

একছা গমের ফিত্‌রা সম্বন্ধে যেসকল মর্ফু' হাদীছ উপস্থিত করা হইয়া থাকে, সেগুলির বিবরণ প্রদত্ত হইল এবং প্রমাণিত হইল যে, একছা গমের ফিত্‌রার একটী হাদীছও সংশয়মুক্ত নয়।

ফল কথা, গমের একছা ও অর্ধ ছা ফিত্‌রার— হাদীছগুলি সমশ্রেণীভুক্ত, এই সকল হাদীছের— সাহায্যে ইহা সাব্যস্ত করা অন্যায় যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) গম সম্বন্ধে নির্দিষ্ট রূপে একছা বা অর্ধছা ফিত্‌রা প্রদান করার আদেশ দিয়াছিলেন। অবশ্য গম খাদ্যশস্যের (তাআম) অন্তরভুক্ত বলিয়া তাআমের একছা ফিতরা প্রদান করার পরিচিত ও বিশুদ্ধ হাদীছ সমূহের—

---

* যয়লয়ী (১) ৪৩০ পৃঃ।

† মুহাল্লা (৬) ১২১ পৃঃ; ছুবুলুছ্‌ছালাম (২) ১১২ পৃঃ।

‡ দারকুতনী ২২২ পৃঃ; ছুননে বয়হকী (৪, ১৬৮ পৃঃ।

* মুহাল্লা (৬) ১২২ পৃঃ।

† তালীকুল মুগ্‌নী, ২২৪ পৃঃ।

‡ মুহাল্লা (৬) ১২১ পৃঃ।

অনুসরণ করিয়া গমেরও একছা ফিত্‌রা প্রদান করিতে হইবে।

ছাহাবাগণের ফত্‌ওয়া,

(১) ছুফ্‌য়ান ছওরী, শো'বা, আবদুররয্‌যাক ও আবু আওয়ানা আবুকলাবার বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, জনৈক ব্যক্তি আবু বক্‌র — ছিদ্দীকের নিকট অর্ধ ছা গমের ফিত্‌রা দাখিল করিয়াছিলেন। *

হযরত আবুবক্‌রের সহিত আবুকলাবার — সাক্ষাৎকার অপ্রমাণিত এবং যিনি অর্ধ ছা গমের — ফিত্‌রা দিয়াছিলেন, তাঁহার নাম উল্লিখিত নাই। বয়হকী বলেন, ইহা বিচ্ছিন্ন। ইব্‌নুল মন্‌যর বলেন, আবুবক্‌র ছিদ্দীক কতৃক অর্ধ ছা গমের ফিত্‌রার— আদেশ বা অনুমতির কোন প্রমাণ নাই। †

(২) তাহাবী আবদুল্লাহ বিনে নাফে এর প্রমুখাৎ বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত উমর জনৈক ক্রীতদাসকে বলিয়াছিলেন, তোমার ফিত্‌রা তোমার— প্রভুকে প্রতি বৎসর একছা যব বা খেজুর অথবা অর্ধ ছা গম প্রদান করিতে হইবে। তাহাবী ইব্‌নেআবি ছুআয়রের উক্তি উধৃত করিয়াছেন যে, আমরা — হযরত উমরের যুগে অর্ধ ছা ফিত্‌রা প্রদান করিতাম। ‡

প্রথম আছরের রাবী আবদুল্লাহ বিনে নাফেকে বুখারী প্রত্যাখ্যাত বলিয়াছেন। ¶ দ্বিতীয় আছরটীর সাহায্যে সকল বস্তুর একছা ফিত্‌রা প্রতিপন্ন হয়, অথচ এ কথা সর্বসম্মতিক্রমে বাতিল। অতএব হযরত উমর কর্তৃক অর্ধ ছা গমের ফিত্‌রা দেওয়ার অনুমতি অপ্রমাণিত।

(৩) আবুকলাবা আবুলআশ্‌আছের বাচনিক এবং আবু যর্‌আ কওয়ারীরীর প্রমুখাৎ হযরত উছমানের এক খুত্‌বা রেওয়ায়ত করিয়াছিলেন যে তিনি অর্ধ ছা গমের ফিত্‌রার আদেশ দিয়াছিলেন। *

হাফিয ইব্‌নুল মন্‌যর বলেন, হযরত উছমান— কর্তৃক অর্ধ ছা গমের ফিত্‌রার অনুমতি অপ্রমাণিত। †

(৪) দার্‌কুত্‌নী আবু আবদুররহমান ছলমীর বাচনিক হযরত আলীর অর্ধ ছা গম ফিত্‌রার নির্দেশ বর্ণনা করিয়াছেন। আবার দার্‌কুত্‌নী, হাকিম ও বয়হকী হাদিছের প্রমুখাৎ হযরত আলী কর্তৃক এক ছা গমের ফিত্‌রা প্রদান করার আদেশ রেওয়ায়ত করিয়াছেন। হাকিমের অন্যতম রেওয়ায়তে ইহা মর্ফু ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। দারকুত্‌নী ইললে ও বয়হকী ছুননে ইহার মর্ফু হওয়া অস্বীকার করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, সঠিক কথা এই যে ইহা হযরত—— আলীর উক্তি মাত্র। ‡

ইব্‌নুল হুমাম বলিয়াছেন যে, হারিছ আ'ওর হাম্‌দানী গ্রহণযোগ্য নহেন। ¶

(৫) ইব্‌নেহয্‌ম আছ্‌ওয়াদের বাচনিক জননী আয়েশার উক্তি রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, মানুষেরা রামাযানের ফিত্‌রা অর্ধ ছা হিসাবে প্রদান করিতেন, এক্ষণে আল্লাহ যখন তাঁহাদের অবস্থা উন্নত করিয়াছেন, তখন পূর্ণ ছা ফিত্‌রা দেওয়া কর্তব্য।

আমি বলিব, এই আছরের সাহায্যে সকল— বস্তুর অর্ধ ছা ফিত্‌রা দেওয়া সাব্যস্ত হইতেছে এবং ইহা ছহি হাদীছ সমূহের প্রতিকূল এবং বিদ্বানগণের কেহই এই অভিমত সমর্থন করেননাই।

(৬) ইব্‌নেহযম ফাতিমা বিন্‌তুল মন্‌যরের— প্রমুখাৎ বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আয়েশার— ভগিনী আছমা বিন্‌তে আবিবক্‌র অর্ধ ছা গম ফিত্‌রা দিতেন। §

(৭) তাহাবী আতার বাচনিক এবং ইব্‌নে—

---

* দারকুত্‌নী ২২৫ পৃঃ ; শর্‌হে মআনীল আছার— (১) ৩২১ পৃঃ ; মুহাল্লা (৬) ১২৮ পৃঃ।

† ছুননে বয়হকী (৪) ১৬৯ পৃঃ

‡ শরহে মআনীল আছার (১) ৩২১ পৃঃ।

¶ খুলাছা, ২১৭ পৃঃ।

* মুহাল্লা (৬) ১২৯ ; তাহাবী (১) ৩২১ পৃঃ।

† ছুননে বয়হকী (৬) ১৬৯ পৃঃ।

‡ মুছ্‌তদ্‌রক (১) ৪১১, বয়হকী (৪) ১৬৭ পৃঃ। দারকুতনী, ২২৪ পৃঃ।

¶ ফত্‌হুলকদীর (২) ৩৭ পৃঃ।

§ মুহাল্লা (৬) ১২৯ পৃঃ।

হযম আম্‌র বীনে দীনারের প্রমুখাৎ আবদুল্লাহ বিনে-আব্বাছ সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি ফিত্‌রায় অর্ধ ছা গম প্রদান করার নির্দেশ দিয়াছিলেন। *

ইব্‌নে দীনারের রেওয়ায়ত মুর্ছল।

(৮) দারকুত্‌নী আল্‌কামা ও আছ্‌ওয়াদের প্রমুখাৎ আবদুল্লাহ বিনে মছ্‌উদ কর্তৃক অর্ধছা গমের ফিত্‌রা প্রদান করার ফত্‌ওয়া রেওয়ায়ত করিয়াছেন। †

(৯) আবদুল্লাহ বিনুয্‌যুবয়র সম্পর্কে দ্বিবিধ রেওয়ায়ত বর্ণিত আছে। বয়হকী আবু ইছ্‌হাকের প্রমুখাৎ উধৃত করিয়াছেন যে, আবদুল্লাহ আমাদের কাছে লিখিয়া পাঠান— ইমানের পর পাপের নাম অতিশয় দোষাবহ, ফিত্‌রা একছা হিছাবে দেয়। ✠ আবার ইব্‌নেহযম আম্‌র বিনে দীনারের বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, তিনি দুই মুদ গমের — ফিত্‌রা প্রদান করার নির্দেশ দিয়াছিলেন।

(১০) ইমাম আহমদ প্রভৃতি আবুহোরায়রা সম্বন্ধে অর্ধ ছা গমের ফিত্‌রা প্রদান করার রেওয়ায়ত উধৃত করিয়াছেন। ¶ আমি বলিতে চাই যে, হাকিম ও দারকুত্‌নী তাঁহার প্রমুখাৎ যে হাদীছ রেওয়ায়ত করিয়াছেন, তাহা তাঁহার অভিমতের প্রতিকূল।

(১১) দারকুত্‌নী জাবির বিনে আবদুল্লাহর উক্তি উধৃত করিয়াছেন যে, গমের ফিত্‌রা দুই মুদ। §

(১২) তাহাবী আবুছঈদ খুদরী সম্বন্ধেও উধৃত করিয়াছেন যে, তিনি অর্ধ ছা গমের ফিত্‌রা প্রদান করার ব্যবস্থা স্বীকার করিয়াছিলেন। ‡

এই রেওয়ায়ত সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক এবং ইহার— কারণ অবিলম্বে প্রদর্শিত হইবে।

গমের অর্দ্ধছা প্রদান করার ইতিহাস

বুখারী, মুছলিম, বয়হকী, ইবনেখুযয়মা, আবুদাউদ, নছয়ী, তিরমিযী ও ইব্‌নেমাজা প্রভৃতি আবুছঈদ খুদরীর বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে — রছুলুল্লাহ (দঃ) যখন আমাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন, তখন আমরা প্রত্যেক ছোট বড়, স্বাধীন ও দাসের পক্ষ হইতে এক ছা খাদ্যবস্তু (তাআম) বা একছা খেজুর বা একছা যব বা একছা কিশ্‌মিশ বা একছা পনীর যাকাতুল ফিত্‌র প্রদান করিতাম। এই ভাবেই আমরা দিয়া আসিতেছিলাম, অতঃপর যখন মুআবীয়া মদীনায় হজ্জ বা উম্‌রার জন্য আসিলেন আর শাম দেশের গমের মদীনায় আমদানী ঘটিল, তখন তিনি রছুলুল্লাহর (দঃ) মিম্বরে (বসিয়া) এক বক্তৃতা প্রদান করিলেন, সে সময় তিনি খলীফা ছিলেন। আমীর মুআবীয়া বলিলেন,— আমার অভিমত এই যে,— শাম দেশের ছা গম একছা খেজুরের সমতুল্য। মুআবীয়ার এই অভিমত সকলেই গ্রহণ করিলেন, কিন্তু আবুছঈদ খুদরী বলিলেন, আমি যে ভাবে এযাবত ফিত্‌রা দিয়া আসিতেছি, যতদিন বাঁচিব, ততদিন সেই ভাবেই দিতে থাকিব।

انی لاری مدین من
سمراء الشام تعدل صاعا
من تمر فاخذ بذلک
الناس فقال ابوسعید :
فاما انا فلا ازال اخرجه
کما کنت اخرجه ابدا
ماعشت (ولمسلم) لا
اخرج الا ما کنت اخرج
فی عهد رسول الله صلی
الله علیه وسلم – (ولابی
داود) لااخرج ابدا الاصاعاً

মুছলিমের রেওয়ায়ত সূত্রে আবুছঈদ বলিলেন, রছুলুল্লাহর (দঃ) সময়ে আমি যে ভাবে ফিত্‌রা দিতাম, সেই ভাবেই দিতে থাকিব। আবু দাউদের রেওয়ায়ত সূত্রে আবুছঈদ বলিলেন, আমি কখনো একছা — ছাড়া ফিত্‌রা দিবনা। *

ছনদ ও রেওয়ায়ত উভয় দিক দিয়াই এই বর্ণনা বিশুদ্ধ এবং সঠিক। এই হাদীছের সাহায্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সাব্যস্ত হয়।

প্রথম, রছুলুল্লাহর (দঃ) যুগ হইতে মুআবীয়ার খলীফা রূপে মদীনায় আগমন পর্যন্ত সকল বস্তুর এক

---

* তাহাবী (১) ৩২১ পৃঃ। † দারকুত্‌নী, ২২৫ পৃঃ।
✠ বয়হকী (৪) ১৬৭ পৃঃ।
¶ ফত্‌হুর রব্বানী (৯ ১৪০ পৃঃ।
§ দারকুত্‌নী (১) ২২৫ পৃঃ।
‡ তাহাবী (১) ৩১৯ পৃঃ।

* বুখারী (১) ১৭৩; মুছ্‌লিম (১) ৩১৮; ছুননে-বয়হকী (৪) ১৬৫; ফত্‌হুলবারী (৬) ৬৪ পৃঃ; মুহাল্লা (৬) ১৩০ পৃঃ।

ছা হিছাবে ফিত্‌রা দেওয়া প্রচলিত ছিল এবং ছাহাবাগণ তখন পর্যন্ত গমের ফিত্‌রা বাহির করিতেননা, কারণ তখন পর্যন্ত উহা দেশের প্রধানখাদ্যে পরিণত হয়নাই।

দ্বিতীয়, মুআবীয়া তাঁহার ইজ্‌তিহাদ সূত্রে গমের অর্ধ ছা ফিত্‌রার ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, এসম্পর্কে রছুলুল্লাহর (দঃ) কোন উক্তি, আচরণ বা অনুমতি—বিদ্যমান থাকিলে মুআবীয়া স্বয়ং অথবা তাঁহার সভায় সমুপস্থিত ছাহাবাগণের কেহ তাহা নিশ্চয় পেশ করিতেন, মুআবীয়াকে একথা বলিতে হইতনা—যে, انى لارى ইহা আমার অভিমত।

তৃতীয়, মুআবীয়ার অভিমত সর্বসম্মতিক্রমে—গৃহীত হয় নাই, হযরত আবুছঈদ খুদ্‌রীর ন্যায় অগ্রগণ্য ও ফকীহ্‌ ছাহাবা তাঁহার বিরোধ করিয়াছিলেন, সুতরাং গমের অর্ধ ছার বৈধতা ইজ্‌মার সাহায্যেও প্রমাণিত হইতেছেনা।

৪র্থ, মুআবীয়ার ইজ্‌তিহাদের ভিত্তি ফিত্‌রার জন্য প্রদত্ত খাদ্যবস্তুর মূল্য। মূল্যের দিক দিয়া তাঁহার সময়ে গমের মূল্য খেজুরের দ্বিগুণ ছিল বলিয়া তিনি ফিত্‌রায় অর্ধ ছা গমের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। কিন্তু যব, খেজুর, কিশ্‌মিশ ও পনীরের মূল্য যে হযরতের সময়ে সমান ছিল, ইহা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত মুআবীয়ার ইজ্‌তিহাদের ভিত্তি সঠিক বলিয়া স্বীকার করার উপায় নাই।

৫ম, হানাফী-স্কুলের বিদ্বানগণ খেজুরের আঁটি পরিত্যক্ত হয় বলিয়া উহার বিনিময়ে গমের অর্ধছার ইজ্‌তিহাদ স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু গমের বেলায় খেজুরের আঁটির ইজ্‌তিহাদ স্বীকার করিলে কিশ্‌মিশ ও পনীরের বেলায় উহা প্রয়োগ করার উপায় কি? কিশ্‌মিশ ও পনীরের কিছুই বর্জনীয় নয়, অথচ ওগুলির মূল্য খেজুর অপেক্ষা অধিক, কিন্তু তথাপি খেজুর, যব, কিশ্‌মিশ ও পনীর সমস্তেরই এক ছা হিছাবে ফিত্‌রা প্রদান করার জন্য রছুলুল্লাহ (দঃ) আদেশ দিয়াছেন।

৬ষ্ঠ, 'তাআমে'র আভিধানিক আলোচনায়—উহার দ্বিবিধ অর্থ সাব্যস্ত হইয়াছে, একটী নির্দিষ্ট আর একটী ব্যাপক। নির্দিষ্ট অর্থরূপে উহা শুধু গমকে বুঝাইবে আর ব্যাপক অর্থে সর্বপ্রকার ভোজ্যের প্রতি উহার প্রয়োগ হইবে। ছহীহ্‌ হাদীছ সূত্রে 'তাআমে'র একছা ফিত্‌রাই ওয়াজিব, সুতরাং নির্দিষ্ট—অর্থসূত্রে গমের ফিত্‌রাও এক ছা হইবে, আর ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করিলে গমকেও উহার অন্তরভুক্ত স্বীকার করিতে হইবে এবং সেদিক দিয়াও উহার এক ছা ফিত্‌রাই ওয়াজিব হইবে। 'তাআম' ব্যাপক অর্থে সর্বপ্রকার ভোজ্যের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং মূল্য সমান নাহওয়া সত্ত্বেও সমুদয় ভোজ্যবস্তুর একছা ফিত্‌রার ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং জানা যাইতেছে যে, ফিত্‌রায় মূল্যের তারতম্য আদৌ লক্ষ করা—হয়নাই।

অতএব, গমের অর্ধ ছা ফিত্‌রার সিদ্ধান্ত নছ্‌ এবং ইজ্‌তিহাদ উভয় দিক দিয়া দুর্বল।

ইহা সত্ত্বেও তাবেয়ী বিদ্বানগণের অনেকেই—অর্ধ ছা গমের ফত্‌ওয়া প্রদান করিয়াছেন। খলীফা উমর বিনে আবদুল আযীয, ইব্‌রাহীম নখয়ী, মুজাহিদ, ছঈদ বিনুল মুছাইয়েব, হাকাম, হাম্মাদ, তাউছ, উর্‌ওয়া বিনুয্‌যুবয়র, আবুছলমা, ছঈদ বিনেজুবয়র ও মছ্‌অব বিনেছঅদ প্রভৃতি সকলেই অর্ধ ছা গমের ফিত্‌রা ওয়াজিব বলিয়াছেন। * ইহাতে জানা যায় যে, গোড়াগুড়ি হইতেই এ সম্পর্কে বিদ্বানগণের মতভেদ রহিয়াছে এবং রাজশক্তির সমর্থন পাওয়ায় অর্ধ ছা গমের ফত্‌ওয়া জনসাধারণে প্রসারলাভ—করিয়াছে। কিন্তু মোটের উপর দলীল ও ইজ্‌তিহাদের দিকদিয়া সকল ভোজ্যদ্রব্যের একছা ফিত্‌রা প্রদান করার ব্যবস্থাই বলিষ্ঠ এবং অনুসরণযোগ্য।

আমরা ইচ্ছা করিয়াই ফিত্‌রার পরিমাণ সম্বন্ধে আলোচনা দীর্ঘ করিয়াছি এবং মতভেদ সম্বন্ধে সকল পক্ষের প্রত্যেকটি দলীল ও উক্তি বহু পরিশ্রমে সংগ্রহ করিয়া এই প্রবন্ধে সন্নিবেশিত করিয়াছি। হাদীছ

অবশিষ্টাংশ ৪৩৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য—

---

* মুহাল্লা (৬) ১৩০; তাহাবী (১) ৩১৯—৩২১; জওহরুন্নকী (৪) ১৬৯; যয়লয়ী ৪৩১, ফত্‌হুল কদীর (২) ৩৯ পৃঃ।

Contents

"সমাজ"

আশ্‌রাফ ফারুকী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—আম্মা, মাহ্‌মুদ ভাই কেমন চমৎকার লেখেন!

—পড়তো মা শুনি,

লতিফা পড়তে থাকে :—

বঙ্গীয় মুছলমান সমাজে শরীফ রজিল বা আশ্‌রাফ-আত্‌রাফের মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে কায়েমী স্বার্থবাদী সমাজপতিরা মুছলমানদের মধ্যে সুনির্দ্দিষ্ট —ভেদরেখা টেনে দিয়েছে। আকস্মিক ভাবে একজন সৈয়দ আর একজন তন্তুবায় হয়ে জন্মেছে বলেই কি মানুষের সাধারণ রক্তবৈষম্য ঘটে গেলো? ইছলামের বৈজ্ঞানিক সমাজ ব্যবস্থায় 'জন্ম-অভিশাপ' বলে কোন জুলুমের স্থান নেই। সমাজ নেতাদের মনগড়া আশ্‌রাফ আত্‌রাফের ব্যাখ্যা আমরা মানিনে।—আজিকার জাগ্রত ইছলামী জনসমাজ বংশানুক্রমে শরাফতের উত্তরাধিকার লাভের অনৈছলামী দস্তুরের মূলোচ্ছেদ চায়। আমরা আশ্‌রাফ আত্‌রাফ বল্‌তে বুঝি—ধর্ম্মপরায়ণ এবং ধর্ম্মহীনকে। ইছলামের সুস্পষ্ট ঘোষণা : নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা ধর্মভীরু সেই আল্লাহর নিকট সম্মানের পাত্র। বিশ্বনবী বজ্রনির্ঘোষে ঘোষণা করেছেন : আল্লাহতাআলা তোমাদের জাহিলী যুগের বংশগৌরব ও—কৌলিন্য স্পর্দ্ধা বিদূরিত করে দিয়েছেন। সাধু ও পাপী সবাই আদম সন্তান, সুতরাং সকলেই বংশগত হিসেবে সমান আর আদম মৃৎ উপাদানে সৃষ্ট। কাজেই পূর্ব পুরুষদের বংশ গৌরব ছেড়ে দিতে হবে, উহা—দোজখের অগ্নিকুণ্ডের কণা স্বরূপ। যারা ঐ রূপ বংশগৌরব ত্যাগ করবে না তাদের গুরুত্ব আল্লাহর কাছে বিষ্ঠা বহনকারী গোবরা পোকা অপেক্ষাও নগন্য!—

কাজেই আমরা বংশানুক্রমিক আভিজাত্যের কোন মর্য্যাদা দিইনে। তথাকথিত কুলীনের ঘরে জন্মেও যদি কেহ অধর্ম্মপরায়ণ হয় তবে সে আত্‌রাফ বলে গন্য হবে আর তথাকথিত অকুলীনের ঘরে জন্মেও যদি ধর্ম্মপরায়ণ হয় তবে তাকে আশ্‌রাফ বলে মান্য করবো। ইহাই আশ্‌রাফ আত্‌রাফের সঠিক ইছলামী ব্যাখ্যা।

এই বৈপ্লবিক ব্যাখ্যাকে যারা অস্বীকার করে তারা মহাশক্তিশালী হলেও তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর নামে আমরা আমরণ জিহাদে নেমেছি। বাঙ্গালার

---

৪২৮ পৃষ্ঠার পর—

সমূহের ছনদ ও মত্নের পুংখানুপুংখ আলোচনা—হাদীছশাস্ত্রের ছাত্রগণ ছাড়া সাধারণ পাঠকশ্রেণীর পক্ষে অত্যন্ত নীরস হইবে বলিয়া আমাদের আশংকা থাকা সত্ত্বেও ফিত্‌রার পরিমাণ সম্বন্ধে মতভেদ-নিরসন কল্পেই এই পরিশ্রম স্বীকার করা হইয়াছে।

দুর্ভাগ্যবশতঃ এক দল অশিক্ষিত মুজ্‌তাহিদ—ইদানীং গমের অর্দ্ধ ছার ফত্‌ওয়ার উপর ইজ্‌তিহাদ খাটাইয়া ফিত্‌রার অন্যান্য দ্রব্যের জন্যও অর্দ্ধ ছার—ফত্‌ওয়া বিতরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বিদ্যা ও ফত্‌ওয়ার বর্তমান অরাজকতায় ইহার পরিণাম বিষময় হইয়া উঠিয়াছে এবং যাকাতুলফিত্‌রের—আসল উদ্দেশ্যটাই পণ্ড হইতে চলিয়াছে। ফিত্‌রার পরিমাণ সম্বন্ধে আমাদের শেষ বক্তব্য এই যে,

অর্দ্ধ ছা ফিত্‌রার ফত্‌ওয়া ছুন্নত ও ইজ্‌মার প্রতিকূল। এবং যাঁহারা ইহার সমর্থক, তাঁহারাও ইহাকে শুধু গমের জন্য সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন।

গম পূর্ব পাকিস্তানের কূতুল বলদ নয়, এই দেশের প্রধান খাদ্য চাউল। সুতরাং নছ্‌ছে উল্লিখিত খেজুর, যব, কিশ্‌মিশ ও পনীর ছাড়া যাহারা 'তাআম' দ্বারা যাকাতুল ফিত্‌র আদা করিতে চাহেন, তাঁহারা—যেকোন ফিক্‌হী স্কুলের অন্তরভুক্ত হউননা কেন,—তাঁহাদিগকে এক ছা চাউল ফিত্‌রা দিতে হইবে। চাউলের অর্দ্ধ ছার অনুমতি কোন মযহবে নাই।

মুছলমান সমাজে যতদিন এই বৈপ্লবিক মতবাদ — স্বীকৃত না হবে ততদিন 'সমাজ' দুর্বার অভিযান চালাবে পঙ্গু সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা উত্তোলন— করে। আশ্‌রাফ নাম ভেঙ্গে যারা সমাজের গতিশীলতাকে রুদ্ধ করে রাখছে, যারা যুগ প্রবাহকে — ঠেকিয়ে রাখতে চায় নিজেদের স্বার্থের খাতেরে, তাদের রক্ত চক্ষু দেখে 'সমাজ' ভীত হবে না। 'সমাজের' চল্‌তি পথে যে সব মহাপ্রাণ একে সাহায্য কর্‌বে, 'কালের কপোল তলে শুভ্র সমুজ্জ্বল' হয়ে ফুটে থাক্‌বে তাদেরই স্বর্ণাক্ষরিত নাম।

এই পর্যন্ত পড়ে পত্রিকা বন্ধ করে লতিফা মার দিকে তাকিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করে—

—আম্মা. মাহমুদ ভাইয়ের এই ক্ষেপামী কি সার্থক হবে?

—সমাজে সত্য এবং ইন্‌ছাফ প্রতিষ্ঠার জন্যে মাহমুদ বাবাজীর এই অদম্য আকাঙ্খার মধ্যে নির্যাতিত সমাজ-মনের যে 'বিদ্রোহী' প্রকাশ দেখতে পাই তা সার্থক হবে কিনা কে জানে? কারণ প্রতিপক্ষই যে অর্থ, বিত্ত ও সামাজিক মর্যাদায় শক্তিশালী!

—আম্মা, আমাদের মতো শরীফরা কি সবাই তাঁর বিপ্লবী মতবাদের বিরোধী?

—তোমার আব্বাকেও আমি এই প্রশ্নই করেছিলুম, তিনি বলেছেন বর্তমান সমাজে যারা প্রতিষ্ঠা পেয়ে আছেন, তাঁদের অনেকেই মনে মনে মাহমুদের মতবাদকে সমর্থন করেন। এদের মধ্যে তোমার— আব্বাও একজন।

—মাহমুদ ভাইয়ের মতবাদকে যদি আব্বা সত্য বলেই মনে করেন তবে তিনি আশ্‌রাফ আত্‌রাফের ব্যবধান ঘুচিয়ে দেবার জন্যে কেন এগিয়ে যাচ্ছেননা? কেন তিনি ইতঃস্ততঃ করছেন ইছ্‌লামী সাম্যাদর্শের নিশানবর্দার হতে? মিথ্যা শরাফতির মোহে,— মিথ্যা সমাজের ভয়ে সত্য প্রতিষ্ঠার যিহাদে মাহমুদ ভাইয়ের সাথে কেন তিনি শরিক হচ্ছেন না?

লতিফার আম্মার মুখে জওয়াব ফুটে না। মেয়ের ভাব-প্রবণতার মধ্যে তিনি ভাবী সমাজের 'নারীসত্তা'কে উপলব্ধি করেন যেন।

লতিফার চোখের সামনে ভেসে ওঠে, না-আসা যুগের উজ্জ্বল সমাজ-ছবি। বিভেদ বৈষম্যের দেউল-ঘেরা নয় অনাগত সমাজ!

* * *

রামাযানের মাঝামাঝি। মাগ্‌রিব বাদ লতিফার আব্বা পড়ছিলেন সাপ্তাহিক 'সমাজের' বর্তমান সংখ্যার 'মুছলমান সমাজে বৈবাহিক ভেদনীতি'— শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ।

তথাকথিত রজিল সন্তান সুশিক্ষিত, সুমার্জিত ও ধর্মপরায়ণ হলেও মিথ্যা শরাফতের দাবীদার তার কাছে আপন কন্যা সমর্পণ করবে না; অথচ — ঝুট শরীফ পরিবারের লম্পট, ব্যভিচারী ও চরিত্রহীন যুবকের হস্তে জেনে শুনে কন্যাদান করতেও — লজ্জিত হয় না।

এই বাস্তব সত্যের নির্জলা প্রকাশে আঁত্‌কে— উঠলেন 'শরীফ' অফিসার। আপন সুন্দরী কন্যাকে নিজ হীন চরিত্র ভ্রাতুষ্পুত্রের ভোগ্যা করে তোলবার জন্যে যে ইচ্ছা তিনি অন্তরে পোষণ করছিলেন 'সমাজের' সম্পাদকীয় প্রবন্ধে দেখতে পেলেন তারই— বলিষ্ঠ প্রতিবাদ।

স্ত্রীকে ডাক্‌লেন—শুন্‌ছো।

—বলো।

—মামুনের সাথে লতিফার বিয়ে দিতে মনস্থ করেছি, তোমার কি মত?

—তোমরা শরীফ মানুষ, যা ঠিক করেছ তাই হবে। তবে মেয়ের মতটা জানবে কি? আর — তাই বা জান্‌বে কেন? শরীফরা তো কোন দিনই মেয়েদের মত জানবার তক্‌লীফ স্বীকার করেনা।

লতিফার মার কণ্ঠেও যেন 'সমাজ' এরই বলিষ্ঠ সুরের প্রতিধ্বনি মেলে।

শরীফ অফিসার ক্লান্ত কণ্ঠে বল্‌তে থাকেন :

—দেখ, লতিফার মা। আমি বুঝতে পেরেছি মাহমুদ তার পত্রিকা মারফত যে 'অনল প্রবাহ' ছুটিয়েছে তারই স্রোতে ভেসে চলেছে অনেকেই........ আর তুমিও!

—আর এও বুঝতে পেরেছ, এ প্রাণ-বন্যাকে—

Contents

বাধা দেওয়া অসম্ভব।

—আরো বুঝেছ 'সমাজের' ইস্‌লামী মিল্লত আন্দোলন সার্থক রূপায়নের পরে।

—আর এও বুঝেছ 'সমাজের' সাথে প্রকাশ্য সহযোগিতা নাকরে নিজের দিলের সাথেই প্রতারণা করেছ।

—আরো বুঝেছি 'ইছলামী সমাজ' প্রতিষ্ঠার জন্যে আমাকেই শরাফতাভিমানীদের মধ্যে প্রথম আদর্শ স্থাপন করতে হবে।

—তাই বুঝি মেয়েকে কুপাত্রে বিয়ে দিয়ে আদর্শ স্থাপন করতে চলেছ?

—না।

—তবে কি করবে?

—তুমিই বলো—

—'সমাজ' সম্পাদকের সাথে লতিফার বিয়ে দাও।

—মেয়ের অনুমতি সাপেক্ষ।

—মেয়ের মত বুঝেছি।

—তাহলে আন্‌জাম কর।

পরদিন অফিসার পত্নী মাহমুদের মার নিকট লিখলেন :—

প্রাণের সাথী,

ভালোবাসা জান্‌বেন। এথাকার সব মঙ্গল। আমি বাবা মাহমূদের চরিত্র ও আদর্শ গুণে পরম প্রীত হয়ে আপনার পরম স্নেহের মেয়ে লতিফা—মাকে আপনার সেবায় নিয়োজিত করতে মনস্থ—করেছি। সাহেবেরও তাই ইচ্ছা। আপনার স্বীকৃতি পেলে আগামী 'ঈদুল মোবারকের' খোশ্‌রোজেই 'শুভ কাজ' সম্পন্ন করতে চাই। হাজী ছাহেবকে ভক্তি পূর্ণ ছালাম দিবেন। এবার আসি।

আপনার সই—
লতিফার মা

* * *

রামাযানের দীর্ঘ মাস ব্যাপী কৃচ্ছ্রসাধনার পর বিশ্ব মুছলীম আজ ঈদ মোবারকের খুশীর মওজে মাতোয়ারা। জালাল শাহীর মৎস্যজীবি পল্লীর 'হাজি মঞ্জিলে' আজ ঘুনে ধরা সমাজের যে বৈপ্লবিক বিবর্তন সূচিত হলো, তারই অপূর্ব খোশ্‌খবরী ছড়িয়ে পড়লো বাঙ্গলার দিকে দিকে। ফেরদৌসী আনন্দোচ্ছ্বাসে মুখরিত হয়ে উঠলো বাঙ্গালার আকাশ—বাতাস। জন্মাতি খোশরোজে মানুষে মানুষে ভেদের প্রাচীর ধ্বসে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত হলো বৈপ্লাবিক ইছলামী **সমাজ**।

বিশ্ব সাহিত্যে ও বিজ্ঞানে ইছলামের সাধনা

অধ্যাপক মুহাম্মদ মনছুর উদ্দীন এম, এ।

(৩)

(১৬) এই নগরীকে যে দারুস্‌সালাম বা শান্তিপুরী বলা হয় এর পিছনে সুন্দর ইতিহাস রয়েছে। রাজজ্যোতিষী নওবক্ত ভবিষ্যদবাণী করেছিলেন যে নগর প্রাকারের অভ্যন্তরে কোন খলিফারই মৃত্যু ঘটিবে না এবং আশ্চর্য্যের বিষয় সাঁইত্রিশ জন খলিফার সম্বন্ধেই এ ভবিষ্যদবাণী সফল হয়েছিল। যেহেতু অনেক মহাপুরুষ নগর অভ্যন্তরে অথবা এর চতুষ্পার্শে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত এবং তাঁদের সমাধি বিশ্বমুসলিমের কাছে সম্মানের বস্তু তজ্জন্য বাগদাদকে ধর্ম্মের দুর্গও বলা হয়। শ্রেষ্ঠতম ইমামগণ এবং ধর্ম্মপ্রাণ শেখদের সমাধিঅট্টালিকাসমূহ এখানেই বিরাজ করছে।—ইমাম মুছা আল কাজিম এখানেই বিশ্রাম নিচ্ছেন, ইমাম আবু হানিফা, শেখ জুনয়দ, ইমাম শিবলী এবং আবদুল কাদির জিলানী প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ সুফীবৃন্দ—এখানেই সমাহিত রয়েছেন।

(১৭) ইমাম এবং শেখদের সমাধির মধ্যখানে

খলিফা এবং তাঁদের বেগমদের সমাধি অবস্থিত। সহরময় অগণিত স্কুল কলেজ এবং বিদ্যায়তনের মধ্যে আর্থিক এবং ছাত্র সংখ্যার দিক দিয়া দুইটিই অন্যগুলিকে অতিক্রম করে গিয়েছিল, ওদের নাম হলো নিজামিয়া এবং মুসতান সিরিয়া। প্রথমটী পঞ্চম হিজরীর মধ্যভাগে উজীর নিজামুল মুল্‌ক কর্ত্তৃক এবং দ্বিতীয়টী দুই শতাব্দী পরবর্ত্তীকালে খলিফা আল মুসতানসির বিল্লাহ কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়েছিল।

(১৮) খলিফাদের অধীনে সভ্যতা ও সংস্কৃতি: ঐতিহাসিক বলেছেন আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নেই যে, যে নৃপতি তাঁর নৈতিক এবং মানসিক গুণাবলীর দ্বারা আমাদেরে তাঁর জীবনের কলঙ্কময় অধ্যায়—ভুলে যেতে বাধ্য করেন, সেই ব্যক্তিই বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে উৎসাহিত করেছেন যার সাড়া ইসলাম জগতে দেখা যাচ্ছে।” মনসুরের আদেশেই সর্ব্বপ্রথম বৈদেশিক ভাষার জ্ঞান বিজ্ঞানের গ্রন্থাবলী আরবীতে অনূদিত হয়। তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ বিদ্বান ও গণিতজ্ঞ এবং তাঁর নিজের কাছে ভারতীয় উপকথা “হিতোপদেশ”, “সিদ্ধান্ত” নামক ভারতীয় জ্যোতিষ গ্রন্থ, এরিষ্টটোলের কয়েকটী মূল্যবান পুস্তক, ক্লডিয়াছ টলেমির আলমাজস্ত, ইউক্লিডির জ্যামিতি, এবং আরবী ভাষায় অনূদিত অন্যান্য প্রাচীন গ্রীক,—বাইজানটাইন, পারসীক এবং সিরীয় গ্রন্থাবলী ছিল। মাসুদী বলেছেন, অনুবাদগুলি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পরম সমাদর লাভ করেছিল। মনসুরের উত্তরাধীকারীরা শুধু যে দূর দূরান্তর হতে রাজধানীতে আগত গুণীদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তা নয় বরং নিজেরাও পরম অধ্যবসায় সহকারে সর্ব্ববিধ জ্ঞানালোচনা করতেন। তাঁদের অধীনে আরব—মুসলমানদের অন্য কথায় খেলাফতের অধীনস্থ বিশাল সাম্রাজ্যের অগণিত জাতির মানসিক উন্নতি আশ্চর্য্য দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়েছিল।

(১৯) জগতের প্রত্যেক বড় জাতির জীবনেই একবার করে উন্নতির স্বর্ণ যুগ আসে। এথেন্সে এসেছিল প্যারিক্লিয়ান যুগ, রোমে অগাষ্টান যুগ, ঠিক তেম্‌নি করে ইসলাম জগতেও গৌরবের যুগ এসেছিল। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করলে মনসুরের সিংহাসন আরোহণের কাল হতে মুতাওয়াক্কিলের শাসনকালীন অল্পবিরতি ব্যতীত মুতাজিদ বিল্লাহের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত যুগকে আমরা উন্নততর না হলেও সমান মাহাত্ম এবং গৌরবের যুগ বল্‌তে পারি। প্রথম ছয়জন আব্বাসীয় খলিফা বিশেষভাবে মামুনের শাসনকালে মুসলমানেরা ছিল সভ্যতার অগ্রদূত। ক্রমবর্দ্ধমান প্রতিভা এবং সুবিধামূলক কেন্দ্রীয় —স্থানের দরুণ আরব মুসলমানেরা বিশেষভাবেই মানবজাতির শিক্ষকের পদে বরেণ্য ছিল। একদিকে—ছিল মৃতপ্রায় গ্রীক ও রোমকদের এবং অন্যদিকে—পারস্যের অমূল্য জ্ঞানসম্পদ আবার দূরে ভারত ও চীন যুগ যুগান্তর ধরে অজ্ঞানতার মোহনিদ্রায়—নিদ্রিত ছিল। হজরত তাদেরে দিয়েছিলেন আইন এবং জাতীয়তা-বোধ। এরই অনুপ্রেরণাদানকারী—প্রভাবে এবং খলিফাদের সাহায্যে মুসলমান আরবেরা প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য থেকে জ্ঞান-কণিকা সংগ্রহ করে হজরতের আদর্শের ছাঁচে ঢালাই করে ধীরে ধীরে যোদ্ধা থেকে পণ্ডিতে রূপান্তরিত হল। হামবল্ট—বলেন “আরবদের বিশিষ্ট অবস্থানই তাদের অন্ধকার থেকে আলোকের পথে মধ্যস্থতাকারী হয়ে ইউফ্রেটিস থেকে গোয়াতিলকুইবার ও মধ্য আফ্রিকা পর্য্যন্ত—প্রভাব বিস্তারের সুযোগ দিয়েছিল, তাদের অনুপম জ্ঞানোন্নতি সত্যিই জগতের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট অধ্যায়।

(২০) ওমাইয়া শাসনকালে আমরা দেখিতে পাই মুসলমানেরা— তাদের শাসনে যে গুরুদায়িত্ব পড়েছিল, — তার জন্য ধীরে ধীরে প্রস্তুত হচ্ছে। —আব্বাসীয় যুগে আমরা দেখি জগতের জ্ঞানভাণ্ডারের চাবি, তাদের হাতে। প্রাচীন যুগের সঞ্চিত জ্ঞান—ভাণ্ডারের জন্য খলিফার লোকেরা সারা পৃথিবী তন্নতন্ন করে খুঁজছে। এগুলি রাজধানীতে আনা হচ্ছে এবং জনসাধারণ সেগুলি পরম প্রশংসা ও সমাদরের সহিত গ্রহণ করছে। দিকে দিকে স্কুল এবং কলেজ জেগে উঠছে। সাধারণ পাঠাগার স্থাপিত হচ্ছে; সকলের জন্য তাদের অবারিত দ্বার। কোররাণে

Contents

পাশাপাশি পুরা জগতের শ্রেষ্ঠ দর্শনশাস্ত্রসমূহ অধীত হচ্ছে। সর্ব্বত্রই গ্যালেন, ডিসকারিডিস, থেসিষ্টিয়াস, এরিষ্টটেল, প্লেটো, ইউক্লিড এবং এপলিনিয়াসের—সমাদর। খলিফারা নিজেই সাহিত্য সভা এবং দর্শন সম্বন্ধীয় বিতর্ক সভায় সাহায্য করতেন। জগতের ইতিহাসে এখানে আমরা প্রথম দেখতে পাই যে একটী ধর্ম্মীয় এবং স্বৈরাচারী শাসনতন্ত্র নিজেকে দর্শন শিক্ষা এবং ইহার বিজয় অভিযানের সঙ্গে যুক্ত করছে।

(২১) শিল্প এবং কলা ও বিজ্ঞানের চর্চ্চায় সাম্রাজ্যের প্রত্যেক নগরী অপরগুলিকে পরাজিত করবার চেষ্টা করত। শাসকবর্গ এবং প্রাদেশিক — গভর্ণরেরা সুলতানদের সমকক্ষ হতে চাইত। জ্ঞান অন্বেষণে ভ্রমণ করা ছিল হজরতের মতে একটা পবিত্র কাজ। জগতের প্রত্যেক দেশ হতেই ছাত্র এবং — পণ্ডিতেরা আরব মুসলমান মনীষীদের বাণী শুনতে কর্ডোভা, বাগ্দাদ এবং কায়রোতে আস্ত। এমন কি ইউরোপের দূরবর্ত্তী অংশ হতেও খৃষ্টানেরা এসে ইসলামিক কলেজে অধ্যয়ন করত। পরবর্ত্তী কালে যে সব লোক খৃষ্টান সম্প্রদায়ের নেতার পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন তাঁরাও মুসলমান শিক্ষকদের কাছেই বিদ্যাভ্যাস করেছিলেন। আল মুইজ লিদিনিল্লার অধীনে কায়রোর উত্থানের পর আব্বাসীয় এবং ফাতেমীয় খলিফাদের জ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা বেড়ে গেল। আল মুইজ ছিলেন পাশ্চাত্যের মামুন এবং মুসলিম আফ্রিকার মিসিনাস। আফ্রিকার মুসলিম অধিকার তখন মিশরের পূর্ব্ব সীমা হতে আটলান্টিকের তীর এবং সাহারার সীমান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আল মুইজ এবং তাঁর পরবর্ত্তী তিন জন উত্তরাধিকারীর শাসনকালে সুলতানদের নিজস্ব— সহানুভূতিপূর্ণ পৃষ্ঠপোষকতা খুবই উন্নত করেছে। কায়রোর অবৈতনিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং আল মুইজ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত দারুল হিক্মত বা বিজ্ঞান কলেজ বেকনের আদর্শকে অনেক আগেই বাস্তব রূপ দিয়েছিল, ফেজের ইদ্রিছিয়েরা এবং স্পেনের মূর সম্রাটরা শিল্প ও সাহিত্য সাধনায় একে অন্যকে ছাড়িয়ে— গিয়েছিলেন। মুসলমানদের নেতৃত্ব ও জ্ঞানের বাণী আটলান্টিকের তীর হতে পূর্ব্ব দিকে ভারত মহাসাগর এমন কি সুদূর প্রশান্ত মহাসাগর পর্য্যন্ত ধ্বনিত এবং প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। প্রাচ্যের সাম্রাজ্যের উপর হ'তে আব্বাসীয় বংশের কর্ত্তৃত্ব লোপ হওয়ার পরেও যে সমস্ত ভূভাগ পূর্ব্বে খলিফাদের একচ্ছত্র আধিপত্যের অধীনে ছিল তাদের শাসনকর্ত্তারা জ্ঞানের দিকে — একই পৃষ্ঠপোষকতা প্রদর্শন করেছিলেন। এ বিষয়ে তাঁরা উচ্চতম ধর্ম্মকর্ত্তৃপক্ষ অর্থাৎ খলিফাদেরই অনুসরণ করেছিলেন কারণ তখন পর্যন্ত তাদের কর্ত্তৃত্ব খলিফাদেরই অনুমোদন সাপেক্ষ ছিল। খৃষ্টীয় চার্চ্চের বিজয় নিনাদ এবং বিজ্ঞান ও দর্শন সাধনার প্রতি তার খোলাখুলি বিরূপতা সত্বেও তাতার দস্যুদের হস্তে -- পতনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাগ্দাদের সেই স্বর্ণ যুগ বর্ত্তমান ছিল। যদিও এই বন্য বর্ব্বরেরা খেলাফত পর্য্যুদস্ত— করেছিল, সভ্যতার ধ্বংস এনেছিল তবুও ইছলাম গ্রহণের পর তারা জ্ঞানের উৎসাহী রক্ষণাবেক্ষণকারী হয়ে উঠল।

(২২) দেখা যাক সে সময়ে খৃষ্টান জগতে জ্ঞান বিজ্ঞানের অবস্থা কি ছিল। কনষ্টানটাইন এবং তার গোঁড়া উত্তরাধিকারীদের আমলে এসক্লোপিয়ানগুলি চিরতরে বন্ধ হইয়া যায়। পৌত্তলিক সম্রাটদের — উদারতার ফলে প্রতিষ্ঠিত লাইব্রেরীগুলি বন্ধ করে অথবা ভেঙ্গে দেওয়া হয়। বিদ্যাকে যাদু নামে অভিহিত করা হত অথবা বিদ্বানকে রাজদ্রোহী হিসাবে শাস্তি দেওয়া হত। দর্শন এবং বিজ্ঞানের আলোচনা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। মানুষের জ্ঞান শিক্ষার — প্রতি যাজকদের এই বিতৃষ্ণা "ভীরুতাই ভক্তির উৎস" এই বাক্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। এবং যাজকীয় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠাতা মহান গ্রেগরী এই জ্ঞানালোক — বিরোধী ধর্ম্মনীতিকে বাস্তব রূপ দিতে গিয়ে রোম থেকে বিজ্ঞানের আলোচনা উঠিয়ে দেন ও অগাষ্টাস সিজার কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত স্পেলেটাইন লাইব্রেরী পুড়িয়ে ফেলেন। তিনি গ্রীস এবং রোমের প্রাচীন গ্রন্থাবলীর প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। তিনি প্রথম মৃত ব্যক্তির কেশ দন্তাদি এবং মহাপুরুষদের দেহাবশেষের ভিত্তিতে গঠিত পৌরাণিক উপাখ্যানপূর্ণ খৃষ্ট ধর্ম্মের

প্রবর্ত্তন ও পবিত্রিকরণ করেন। বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত এই অদ্ভুত ধর্ম্ম পদ্ধতি ইউরোপের বুকে বিরাজমান ছিল। খৃষ্টধর্ম্মের গোঁড়ামীর ফলে বিজ্ঞান ও সাহিত্য নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয়েছিল এবং স্বাধীন চিন্তা আন্দোলন এসে মানব জাতির উন্নতির পথে গোঁড়ামির দ্বারা সৃষ্ট বাধাগুলি ভেঙ্গে দেওয়ার সময়েই শুধু তারা এই সব বিধি নিষেধের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছিলো।

(২৩) আবদুল্লা আল মামুনকে যে আরব — জাতির অগাষ্টাস নামে অভিহিত করা হয় প্রকৃতই তিনি ঐ উপাধির যোগ্য। যারা নিজেদের জীবন তাদের মানসিক সুকুমার বৃত্তিগুলোর উন্নতির জন্য — উৎসর্গ করেছিল তারা যে খোদারই মনোনীত এবং সুলতানের শ্রেষ্ঠ ও পরম উপকারী প্রজা এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের শিক্ষকেরা যে জগতের প্রকৃত আলো — বিতরণকারী ও আইনজ্ঞ এ সম্বন্ধে তিনি অজ্ঞ ছিলেন না।

(২৪) মামুনের পরে আসলেন একদল প্রতিভাবান শাহজাদা। এরা তাঁর প্রারব্ধ কার্য্য চালিয়ে যেতে লাগলেন, তাঁর এবং তাঁর উত্তরাধিকারীদের — আমলে বাগদাদের স্কুল সমূহে অন্যান্য সকল বৈশিষ্ট্যের চেয়েও একটা সত্যিকার সুস্পষ্ট বৈজ্ঞানিক মনোভাব ও আবহাওয়াই প্রথমে চোখে পড়ত। আজ পর্য্যন্ত যে অবরোহণ মূলক প্রণালী ইউরোপেরই আবিষ্কার এবং নিজস্ব সম্পদ বলে গণ্য হত তা আর মুসলমানের কাছে অবোধ্য রইল না। 'জানা হবে অজানার পথে এগিয়ে চলে, বাগদাদের স্কুলসমূহ কার্য্য থেকে কারণ অনুসন্ধানের বাস্তবরূপ দেখতে লাগলো এবং অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিতগুলোই গ্রহণ করলো—মনীষীরাও এরূপ নির্দ্দেশই দিয়ে গেছেন।' উক্ত গ্রন্থকার আরো বলেছেন নবম শতাব্দীর আরবদেরই সে ফলপ্রসূ প্রণালী জানা ছিল যা পরবর্ত্তী কালে আধুনিকদের হাতে পড়ে অনেক নূতন নূতন আবিষ্কারের পথ প্রশস্ত করেছে।

(২৫) এই যুগে যেসমস্ত জ্ঞানী ও বিজ্ঞানী লোক জন্মেছিলেন এবং যাঁদের প্রত্যেকেই কোন না কোন দিক দিয়ে মানব সভ্যতার উন্নতির ইতিহাসে—নিজস্ব ছাপ রেখে গেছেন তাঁদের সমস্ত সংখ্যা লিপিবদ্ধ করা এই প্রবন্ধে কুলোবে না। প্রবীণতম আরব জ্যোতিষী মাসান্না ও আহমদ ইবনে মোহাম্মদ আল নেহাবেন্দি মুরের রাজত্বকালেই কাজ করে গেছেন। প্রথমোক্তজন যাকে আবুল ফরাজ সে যুগের ফিনিক্স আখ্যা দিয়েছেন, আস্তারালোব এবং আর্ম্মিলারী— চক্র ও গ্রহনক্ষত্রাদির গতিবিধি সম্বন্ধে অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন সেগুলি আজও বৈজ্ঞানিকের বিস্ময় সৃষ্টি করে। আহমদ আল নেহাবেন্দি তাঁর পর্যবেক্ষণ থেকে আল মুস্তামল নামে একটী জ্যোতিষ গণনার তালিকা রচনা করেছিলেন। ঐ সম্বন্ধে গ্রীক এবং হিন্দুদের ধারণার চেয়েও অবিসংবাদিত ভাবেই শ্রেষ্ঠ ছিল। আলমামুনের রাজত্বকালে টলেমির আলমাজেস্ত পুনরানূদিত হয়েছিল এবং সেন্দ ইবনে আলী ইয়াহিয়া ইবনে আবি মনসুর ও খালিদ ইবনে আবদুল মালিকের সংশোধিত তালিকা প্রস্তুত করেছিলেন। জলবিষুব ও মহাবিষুব চন্দ্রসূর্যের গ্রহণাদি ধূমকেতুর দৃশ্যমান আকৃতি সংক্রান্ত পর্য্যবেক্ষণ নিশ্চয়ই খুব মূল্যবান ছিল এবং মানব জাতির জ্ঞানভাণ্ডার বর্দ্ধিত করেছিল।

(২৬) মামূনের আদেশে মোহাম্মদ ইবনে মুসা আলখারিজিমি ভারতীয় গ্রন্থ 'সিদ্ধান্তের' নূতন অনুবাদ করে তাতে নিজের টীকাটিপ্পনী যোগ করেছিলেন। আলকিন্দি গণিতশাস্ত্র, জ্যামিতি, দর্শন, বায়ু বিজ্ঞান, আলোক বিজ্ঞান এবং চিকিৎসা শাস্ত্র সম্বন্ধে প্রায় দুশত গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। গ্রীক — ভাষায় পারদর্শী হওয়ার দরুণ তিনি নিজে এথেন্স এবং আলেকজান্দ্রিয়ার স্কুলসমূহ হতে অনেক তত্ত্ব সংগ্রহ করে সেগুলি নিজের অমূল্য গ্রন্থসমূহে সংযোগ করেছিলেন। সেডিলটের মতে তাঁর গ্রন্থাবলী অদ্ভুত এবং চিত্তাকর্ষক ঘটনাবলীতে পরিপূর্ণ। আবুমাসারের (মধ্যযুগের ইউরোপীয়রা যাকে বিকৃত করে আলমাজার বলেছেন) অধ্যয়নের প্রধান বিষয় ছিল নক্ষত্র জগতের কার্যকলাপ এবং জিজ আবি—মাসার বা আবি মাসারের গণনা পুস্তক জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের এক অমূল্য সম্পদ। সূর্য্য এবং অন্যান্য —

পাকিস্তানের শাসন-সংবিধান

(পূর্বানুবৃত্তি)

সর্বাধিনায়ক নিয়োগ করার অধিকার.

কোর্‌আন ও বিশুদ্‌ধ হাদীছসমূহে ইমাম নিয়োগ করার কার্য সমগ্র জাতির জন্য ওয়াজিব করা হইয়াছে বলিয়া ছাহাবা, তাবেয়ীন, আহ্‌লে ছুন্নত, মুর্জীয়া, মু'তাযিলা ও শীয়া এবং অধিকাংশ খারেজী বিদ্বানগণ সর্বাধিনায়ক নিয়োগ করার অধিকার সমস্ত মুছলমানের জন্য স্বীকার করিয়াছেন।

কোর্‌আনের ছুরত-আন্‌নিছার সমস্ত মুছলমানের জন্য শাসনকর্তার আনুগত্য ফর্‌য করা হইয়াছে। আল্লাহ বলেন, হে বিশ্বাসপরায়ণগণ, — তোমরা আল্লাহর— অনুগত হও এবং — রছুলের (দঃ) আনুগত্য স্বীকার কর এবং — তোমাদের মধ্যে যাহারা শাসনের অধিকার লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদেরও— ৫৯ আয়ত।

يـاايـهاالذيـن امنوا اطيعوا
الله واطـيعوا الـرسـول
واولى الامر منكم -

ইমামের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করা প্রত্যেক মুছলমানের জন্য ওয়াজিব। মুছ্‌লিম আবদুল্লাহ বিনে উমরের প্রমুখাৎ — রেওয়ায়ত করিয়াছেন,— যে ব্যক্তি— মৃত্যুমুখে পতিত হইল, অথচ তাহার স্কন্ধে জাতির— সর্বাধিনায়কের আনুগত্যের প্রতিশ্রুতিভার রহিলনা, তাহার মৃত্যু অনৈছ্‌লামিক পদ্‌ধতিতে ঘটিল। * হাকিম আবদুল্লা বিনে উমর ও মুআবীয়া বিনে আবি ছুফ্‌য়ানের বাচনিক, বায্‌যার আবদুল্লাহ বিনে আব্বাছের এবং ইমাম আহ্‌মদ, তির্‌মিযী, ইব্‌নে খুযয়মা ও ইব্‌নে হিব্বান হারিছুল আশ্‌আরীর প্রমুখাৎ বর্ণনা করিয়াছেন. রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি মৃত্যুমুখে— পতিত হইল, অথচ সে জাতির ইমামের আনুগত্য— পাশে আবদ্‌ধ হইলনা তাহার মৃত্যু জাহিলীয়তের মৃত্যু হইল। অর্থাৎ ইছ্‌লামী আদর্শ অনুসারে সে মরিল না।

من مات ولـيس فى
عنقه بـيعة' مات ميتة
جاهلية -

من مات وليس عليه
امام جماعة فان موتته
موتة جاهلية -

উপরিউক্ত হাদীছগুলি পরস্পরের ব্যাখ্যা — স্বরূপ। জামাআতের ইমামের অর্থ অখণ্ড জাতির সর্বাধিনায়ক, কারণ হাদীছে কথিত জামাআতের অর্থ ভিন্ন ভিন্ন গণ্ডি বা দল নয়। বুখারী ও মুছ্‌লিমে— হুযয়ফা বিনুল ইয়ামানের বাচনিক বর্ণিত রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছে জামাআতের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, ‘মুছলমানগণের — تلزم جماعة المسلمين وامامهم জামাআত এবং তাঁহাদের ইমামকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা।’ বুখারী ও মুছ্‌লিমে ইব্‌নে আব্বাছ কর্তৃক বর্ণিত হাদীছও ইহা সমর্থন করিতেছে। রছুলুল্লাহ (দঃ) — বলিয়াছেন, কোন— ব্যক্তি তাহার আমীরের অসদ্ব্যবহার লক্ষ করিলে তাহার ধৈর্যধারণ করা কর্তব্য। কারণ জামাআত হইতে যে ব্যক্তি বিঘৎ পরিমাণও বিচ্ছিন্ন হইল, আর সেই অবস্থায় তাহার মৃত্যু ঘটিল তাহার মৃত্যু ইছ্‌লামী আদর্শের পরিবর্তে জাহেলী আদর্শের মতও হইল।

من راى من اميره
شيئا فليصبر عليه' فان
من فارق الجماعة شبرا
فمات' مات ميتة جاهلية

উল্লিখিত আয়ত এবং হাদীছসমূহের বিশ্লেষণ দ্বারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সাব্যস্ত হয়।

প্রথম, জামাআতের অর্থ মুছলিম জাতি। অর্থাৎ ইছ্‌লামী রাজ্যশাসন বিধান দলীয় শাসনরীতি Party System কে সমর্থন দান করেনা। ব্রিটিশ বা আমেরিকান পদ্‌ধতির গণতন্ত্রে যাঁহারা চক্ষু বুঁজিয়া ঈমান স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহারা বিভিন্ন রাজনৈতিক— দলের বিদ্যমানতা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আবশ্যক বিবেচনা করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্যের মনীষীমণ্ডলী এই রীতির বিষময় ফল সম্বন্ধে ক্রামশিক ভাবে সজাগ — হইতেছেন এবং স্বীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, পশ্চিমীগণতন্ত্র প্রকৃত প্রস্তাবে দলীয় প্রাধান্য,— শ্রেণীগত সুবিধাভোগ, এবং বস্তুতান্ত্রিক স্বার্থ-পূজার নামান্তর মাত্র। আর রাজনৈতিক অধিকার লাভকরার অর্থ হইতেছে প্রত্যেকটী দলের উপরিউক্ত উদ্দেশ্য পূর্ণ করা। পাশ্চাত্যের সমাজব্যবস্থার অসামঞ্জস্যই এই রাষ্ট্র-ব্যবস্থার জন্য প্রধানতঃ দায়ী। তবে কি

---

* মুছ্‌লিম (২) ২৮ পৃঃ।

Contents

ইছ্‌লাম একদলীয় পদ্ধতি (One party system)—কেই সমর্থন করিয়াছে? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, একদলীয় পদ্ধতির যে আকারে গোড়াতেই বিরুদ্ধ দলসমূহ পরিকল্পিত হইয়া বলপ্রয়োগ দ্বারা সে দলগুলিকে দাবাইয়া রাখিয়া প্রকাশ্যে একদলীয় শাসন পদ্ধতির ভান করা হইয়া থাকে, ফলে উৎকট অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং সামাজিক দলাদলির বীজাণুগুলি যে শাসনপদ্ধতির মধ্যে পরিপুষ্টিলাভ করিতে থাকে এবং পরিণামে রাষ্ট্রের Body Politics এ ঘুণ ধরিয়া যায়, ইছলাম এরূপ একদলীয় পদ্ধতিকে কোনদিন সমর্থন করেনাই। ইছ্‌লামের—জামাআতী কাঠাম সমগ্র জাতির সহযোগ দ্বারা গঠিত, বিরুদ্ধ দলের (Opposition group) স্থান—ইছলামী পার্লামেন্টে নাই। পূর্বেই প্রমাণিত হইয়াছে যে, ইছলামী রাষ্ট্রের পার্লামেন্ট আইনের—রচয়িতা নয়, ইহার কাজ হইতেছে ইল্‌হামী শরীঅতের আইনকে বলবৎ করা, সুতরাং বিপরীত স্বার্থবুদ্ধির প্রয়োগ বা প্রতিরোধ কল্পে যে বিরুদ্ধ পার্টির প্রয়োজন বিবেচিত হইয়া থাকে, তাহার স্থান ইছ্‌লামী পার্লামেন্টে থাকিবে কেমন করিয়া?

দ্বিতীয়, জামাআতী জীবনের যে কেন্দ্রশক্তি, যাহার উপর জামাআতী কাঠাম গঠিত ও সক্রিয় থাকিবে এবং যে শক্তিদ্বারা ইল্‌হামী শরীঅত বলবৎ এবং রাষ্ট্রীয়, তমদ্দুনী ও নৈতিক জীবনে উহার রূপায়ণ ঘটিবে, তাহার আনুগত্য সমগ্র জাতির জন্যই ওয়াজিব করা হইয়াছে। কেন্দ্র ছাড়া যেরূপ বৃত্তের কল্পনা করা যাইতে পারেনা, তেমনি সর্বাধিনায়কের আনুগত্য ব্যতীত ইছ্‌লামী জামাআত তথা রাষ্ট্রের ধারণা করা অসম্ভব।

তৃতীয়, কোরআন ও ছুন্নত দ্বারা যে শক্তির আনুগত্য ফর্‌য প্রমাণিত হইতেছে, সেই শক্তির প্রতিষ্ঠাসাধনও ইহার সংগে সংগে ওয়াজিব সাব্যস্ত হইয়াছে, কারণ শক্তির অবিদ্যমানতায় উহার আনুগত্যের কোন অর্থ হইতে পারেনা। সুতরাং ইছ্‌লামী জামাআতের কেন্দ্রশক্তি অর্থাৎ সর্বাধিনায়ক বা ইমাম নিযুক্ত করার অধিকার প্রকৃতপ্রস্তাবে সমগ্র জাতির হস্তেই অর্পিত রহিয়াছে। স্বনামধন্য উছুলী ছঅদ তফ্‌তাযানী—বলেন, সর্বাধিনায়কের আনুগত্য এবং তাঁহার পরিচয় লাভ করা যে ওয়াজিব, তাহা—

وجوب طاعته ومعرفته بالكتاب والسنة وهو يقتضى حصوله و ذلك بنصبه –

কোর্‌আন ও হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত, সুতরাং উহা—অর্জন করাও ওয়াজিব এবং সর্বাধিনায়ক নিয়োগ—করার সাহায্যেই উহা অর্জিত হইবে। *

আল্লামা শরীফ জুর্জানী বলেন, আহ্‌লে ছুন্নতগণের নিকট ইমাম—নিয়োগ করা উম্মতের পক্ষে শরীঅত অনুসারে ওয়াজিব। ইহা

ونصب الامام عندنا واجب على الامة سمعا وانه لا وجوب عليه تعالى –

আল্লাহর পক্ষে ওয়াজিব নয়। † অর্থাৎ সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করার কর্তব্য জাতির উপর ন্যস্ত, তাঁহারা এ-কর্তব্য সমাধা না করিলে তাঁহাদিগকেই অপরাধী হইতে হইবে।

শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী বলেন,—সকল সময়ের জন্য প্রলয়কাল পর্যন্ত—মুছলমানগণের প্রতি

واجب بالكفاية است بر مسلمين الى يوم القيامة نصب خليفه مستجمع شروط

সর্বশর্তসম্পন্ন খলীফা নিযুক্ত করা ফর্‌যে-কিফায়া। ‡ ফর্‌যে কিফায়ার তাৎপর্য এই যে, খলীফা নিয়োগ—করার কার্য সকলের জন্যই ফর্‌য, অবশ্য উহার—উদ্যোগ ও আয়োজন করা প্রত্যেকের জন্য ফর্‌য নয়। যদি জাতির বৃহত্তম বা ক্ষুদ্র একটা অংশের প্রচেষ্টায় ইমাম বা খলীফা নিয়োগের কর্তব্য সুসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে সমগ্র জাতি উক্ত কর্তব্যের দায় হইতে রেহাই পাইবেন আর সকলেই উদাসীন থাকিলে অখণ্ড জাতি অপরাধী ও গোনাহগার হইবেন।

শয়খুল ইছ্‌লাম আল্লামা ইছমাঈল শহীদ—বলেন,—ইমাম নিযুক্ত করার কার্য সমুদয়—

نصب امام بر ذمه كافه مسلمين فرض است

---

* শর্‌হে মকাছিদ (২) ২৭১ পৃঃ।

† শর্‌হে মওয়াকিফ (৮) ৩৪৪ পৃঃ।

‡ ইযালতুল খফা (১) ৩ পৃঃ।

মুছলমানের জন্য — ফরয এবং এ বিষয়ে অবহেলা করা মহাপাপ। *

وهذا هنى دران موجب معصيت -

মুল্লা আলীকারী বলেন, জাতির সর্বাধিনায়ক নিয়োগ করা ওয়াজিব হওয়া সম্বন্ধে সমুদয় বিদ্বান ইজ্‌মা করিয়াছেন। আহ্‌লেছুন্নত এবং মুতা'যেলাগণের অভিমত এই যে, জনসাধারণের পক্ষেই এই নিয়োগ কার্য সম্পাদন করা ওয়াজিব। †

اجمعوا على وجوب نصب الامام ومذهب اهل السنة وعامة المعتزلة انه يجب على الخلق -

খলীফা নিয়োগের অধিকার উম্মতের জন্য — সাব্যস্ত করার উদ্দেশ্যেই রছুলুল্লাহ (দঃ) কোন ব্যক্তিকে তাঁহার উত্তরাধিকারী বা স্থলাভিষিক্ত করিয়া যাননাই। রছুলুল্লাহ (দঃ) সমগ্র জাতির পিতা ছিলেন, তাই তিনি তাঁহার পরিত্যক্ত নিজস্ব ভূসম্পত্তি ও রাষ্ট্র সমস্তই তাঁহার ঔরসজাত বা রক্ত সম্পর্কিত আত্নীয়গণের পরিবর্তে সমগ্র জাতির হস্তে অর্পণ করিয়া গিয়াছেন।

বুখারী আয়েশা উম্মুল মু'মেনীনের বাচনিক— রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, হয্‌রত ফাতিমা ও আব্বাছ বিনে আবদুল মুত্তালিব আবু বক্‌র ছিদ্দীকের নিকট আগমন করিয়া রছুলুল্লাহর (দঃ) পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকার দাবী— করিলেন। তাঁহারা তখন ফিদিকের জমি ও খয়বরের অংশ দাবী করিতেছিলেন। আবুবক্‌র ছিদ্দীক বলিলেন, আমি রছুলুল্লাহ (দঃ) কে বলিতে শুনিয়াছি যে, আমরা নবীগণ — যাহা পরিত্যাগ করিয়া যাই, তাহার কেহ নির্দিষ্ট ভাবে ওয়ারিছ হয় না, আমরা যাহা ছাড়িয়া যাই,— সমস্তই ছদ্‌কা— সর্বসাধারণের জন্য। *

ان فاطمة والعباس عليهما السلام اتيا ابابكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما حينئذ يطلبان ارضيهما من فدك وسهمهما من خيبر - فقال لهما ابوبكر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا نورث ما تركنا صدقة -

রছুলুল্লাহর (দঃ) নিজস্ব সম্পত্তির কেহ উত্তরাধিকারী হইতে না পারিলে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ইছ্‌লামী রাষ্ট্রের কেহ উত্তরাধিকারী হইবে কেমন করিয়া? সুতরাং রক্তসম্পর্কের নৈকট্য লক্ষ করিয়া যাঁহারা হয্‌রত আলীকে খিলাফতের যথার্থ উত্তরাধিকারী বিবেচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা প্রকৃতই ভ্রান্ত। উত্তরাধিকারী দূরে থাক, রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার— পরিত্যক্ত রাষ্ট্রের জন্য কাহাকেও স্বীয় স্থলাভিষিক্ত পর্যন্ত করিয়া যাওয়া সমীচীন মনে করেননাই। রছুলুল্লাহ (দঃ) ব্যক্তিগতভাবে যদিও আবুবক্‌র ছিদ্দীকের খিলাফতের পক্ষপাতি ছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি এ সম্পর্কে কোন নির্দেশ দেননাই। রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করিয়াগেলে প্রলয়কাল পর্যন্ত জাতি খলীফা নির্বাচনের অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকিত এবং ইছ্‌লামে সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত— করার জন্য অভিষেক ও নিয়োগপ্রথা বদ্ধমূল হইয়া যাইত।

বুখারী ও মুছ্‌লিম জননী আয়েশার প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার মৃত্যুশয্যায় বলিলেন, আমি আশংকা করি কোন দুরাকাংখী— খিলাফতের দুরাশায় লিপ্ত হয় এবং কেহ বলিয়া বসে, আমি খিলাফতের অধিকতর যোগ্য, অথচ আল্লাহ এবং বিশ্বাসপরায়ণগণ আবুবক্‌র ছাড়া অন্য কাহারো খিলাফতে সন্তুষ্ট হইবেননা †

انى اخاف ان يتمنى متمن ويقول قائل انا اولى ويابى الله والمؤمنون الا ابابكر -

এই হাদীছের সাহায্যে স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হইতেছে যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) আবুবক্‌রকে খিলাফতের যোগ্যতম অধিকারী মনে করিলেও তাঁহার নিয়োগকে সর্বসাধারণ মুছলমানগণের সন্তুষ্টি ও সম্মতিসাপেক্ষ রাখিয়াছিলেন এবং জনমণ্ডলী যাহাতে এই অধিকার হইতে বঞ্চিত না হন, স্থলাভিষিক্ত করার জন্য পীড়াপীড়ি

---

* হায়াতে তৈয়েবা, ২৫৫ পৃঃ।

† শরহে-ফিক্‌হে আকবর, ১৭৯ পৃঃ।

* বুখারী (৪) ১০৫ পৃঃ।

† মুছ্‌লিম (২) ২৭৩ পৃঃ।

Contents

ও গোলযোগ সত্ত্বেও রছুলুল্লাহ (দঃ) খিলাফতের— মনোনয়ন পত্র সম্পাদন করিতে সম্মত হননাই। ইহার ফলে পরবর্তীকালে খিলাফতের ব্যাপার লইয়া মুছলমানগণের মধ্যে দলাদলি ও অশান্তি সৃষ্টি হইয়াছিল বটে, কিন্তু ইছ্‌লামের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রবিধানের— প্রধানতম নীতির মর্য্যাদা রক্ষা কল্পে ভাবী অশান্তির আশংকা অনুমান করা সত্ত্বেও রছুলুল্লাহ (দঃ) উহার ব্যতিক্রম সাধন করিতে পারেননাই। রছুলুল্লাহ (দঃ) উমরের ভয়ে বা আলীর খাতিরে মনোনয়ন পত্র লেখার কার্য হইতে বিরত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক, প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহর নির্দেশক্রমেই তিনি উহা সম্পাদন করেননাই

আবুবক্‌র ছিদ্দীকের খিলাফত,

হয্‌রত আবুবক্‌রের খিলাফত সম্বন্ধে কয়েকটী বিষয় সংক্ষেপে অবগত হওয়া আবশ্যক—

১। আবুবক্‌র ছিদ্দীক খলীফার পদ লাভ করার জন্য কখনো প্রার্থী হননাই বা এরূপ আশাও কোনদিন পোষণ করেন নাই। খলীফারূপে তিনি সর্বপ্রথম যে বক্তৃতা দেন, তাহাতে তিনি একথা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তিনি বলিয়াছিলেন, আল্লাহর শপথ! আমি— রাত্রে বা দিবসে কোন সময়েই খিলাফত-- লাভ করার আশা মনে পোষণ করিনাই, অথবা ইহার জন্য— গোপনে বা প্রকাশ্যে কখনো আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করিনাই। আমার ঘাড়ে এমন এক বিরাট কার্যের ভার চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে, যাহা বহন করার শক্তি আমার নাই, অথচ তাহা বহন না করিয়াও— উপায় নাই। আমার স্থলে অধিকতর শক্তিশালী কোন ব্যক্তি এই কার্যভার গ্রহণ করিলে আমার পক্ষে সুখের কারণ হইত। যাহাহউক, আমি যতক্ষণ— আল্লাহর আদেশের অনুগত থাকিব, আপনারাও আমার নির্দেশ প্রতিপালন করিবেন, আর যদি— আমি আল্লাহর অবাধ্য হই, তাহাহইলে আপনাদের জন্য আমার আনুগত্য নাই। *

وايم الله ما حرصت عليها
ليلا ولا نهارا ، ولا سألتها
الله قط فى سر ولا علانية ،
ولقد قلدت امرا عظيما
مالى بـه طاقة ولابد ،
ولوددت انى وجدت اقوى
الناس عليه مكانى -
فاطيعونى ما اطعت الله ،
فاذا عصيت الله فلا طاعة
لى عليكم -

আবুবক্‌র ছিদ্দীকের ঘোষণা দ্বারা তিনটী বিষয় প্রমাণিত হয়,

(ক) খলীফার পদ লাভ করার জন্য প্রার্থী হওয়া, খিলাফতের আশা পোষণ করা এবং তজ্জন্য প্রচারকার্য (Propaganda) পরিচালনা করা ইছ্‌লামী রাজ্যশাসনবিধির প্রতিকূল।

(খ) খলীফার আনুগত্য সীমাহীন (unlimited) নয়। তিনি কোরআন ও ছুন্নতের নির্দেশ মত শাসনকার্য চালাইতে বাধ্য, কোরআন ও ছুন্নতের বিরুদ্ধে তাঁহার নির্দেশ ইছলামী রাষ্ট্রের নাগরিকদের উপর প্রযোজ্য নয়।

(গ) হযরত আবুবক্‌রের উপর খিলাফতের— ভার চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

(২) আবুবক্‌র ছিদ্দীক খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হইলেন কি ভাবে? এই প্রশ্নের উত্তরও তিনি হযরত আব্বাছের সম্মুখে স্বয়ং দান করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছিলেন, সর্বাধিনায়ক নিয়োগ করার কার্য রছুলুল্লাহ (দঃ) জনমণ্ডলীর হস্তে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, যাহাতে তাঁহারা নিজেদের— প্রয়োজন ও সুবিধা— মত সমবেত ভাবে— মতভেদ না করিয়া— নিজেদের জন্য অধিনায়ক বাছিয়া (ইখতিয়ার) লইতে — পারেন। তদনুযায়ী তাঁহারা আমাকে — তাঁহাদের অভিভাবক এবং তাঁহাদের কার্যের

فخلى النبى صلى الله عليه
وسلم على الناس امرهم
ليختاروا لانفسهم فى
مصلحتهم متفقين ، لا
مختلفين ، فاختاروى
عليهم واليا ولامورهم
راعيا - وما اخاف بعدى
الله وهنا ولا حيرة ولا جبنا
وما توفيقى الا بالله العلى
العظيم ، عليه توكلت واليه
انيب - وما زال يبلغنى
عن طاعن يطعن بخلاف
ما اجتمعت عليه عامة
المسلمين ويتخذونكم

---

* ইবনে কুতয়বা, ইমামত ও ছিয়াছত (১) ১৭ পৃঃ।

لعانًا فاحذروا ان تكونوا
جند المنيع –

চালক রূপে বাছিয়া লইয়াছেন। আল্লাহর * অনুগ্রহে আমি আমার মধ্যে কোন রূপ দুর্বলতা,— কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা বা অবসন্নতার আশংকা অনুভব করিনা অথচ মহান ও মহিমান্বিত আল্লাহর সাহায্য ছাড়া আমার কোনই ক্ষমতা নাই। তাঁহার উপরেই আমি নির্ভর করি আর আমি তাঁহারই দ্বারস্থ হইয়া থাকি। আমি বিশ্বস্ত ভাবে অবগত হইয়াছি যে — মুছলিম জনসাধারণ (আম্মতুল মুছলিমীন) যে নির্বাচনে সমবেত ভাবে একমত হইয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে কেহ কেহ ষড়যন্ত্র করিতেছে আর আপনাকে তাহারা আবরণ স্বরূপ ব্যবহার করিতেছে। সাবধান, আপনারা দুরাকাংখী হইবেননা। *

ছিদ্দীকে-আক্‌বরের উক্তি দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে,

(ক) সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করার অধিকার — রছুলুল্লাহ (দঃ) জনমণ্ডলীর হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন।

(খ) আবুবক্‌র ছিদ্দীককে জনগণ সমবেত— ভাবে নির্বাচিত করিয়াছিলেন।

কেহ কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহর (দঃ) ওফাতের সময় পর্যন্ত আরবের যে সকল অঞ্চলে ইছ্‌লাম বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, আবুবক্‌রকে খলীফা রূপে গ্রহণ করার সময়ে তাহাদের সকলের অভিমত গৃহীত হয় নাই এবং নির্বাচনের সময়ে মুহাজেরীন, আন্‌ছার ও বনুহাশিমের মধ্যে মতবিরোধ বিদ্যমান ছিল, সুতরাং জনসাধারণের ভোটের — সাহায্যে আবুবক্‌র খলীফা নির্বাচিত হননাই।

ইছ্‌লামের ইতিহাস ও রাষ্ট্র-দর্শনে অনভিজ্ঞতা ছাড়া এই সন্দেহের অন্য কোন ভিত্তি নাই।

৮ম হিজ্‌রীর রামাযানে মক্কা জয় হয় আর— ১১শ হিজ্‌রীর রবীউল আওওয়ালে রছুলুল্লাহর (দঃ) মহাপ্রয়াণ ঘটে। যাহারা ইছ্‌লামের শিক্ষা ও আদর্শ সম্যক্‌ রূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন ও উহার প্রতিষ্ঠাকল্পে সর্বপ্রকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই দেশত্যাগ করিয়া ইছ্‌লামী রাষ্ট্রের তদানীন্তন কেন্দ্রভূমি মদীনায় আসিয়া বসবাস করিতেছিলেন। ইতিহাসে ইহারা মুহাজিরীন নামে — প্রসিদ্ধ আর মদীনা ও পার্শ্ববর্তী জনপদের মুছ্‌লিম অধিবাসীবৃন্দ আন্‌ছার নামে কথিত হইয়া থাকেন। ইছ্‌লামের জন্য সর্বত্যাগী মুহাজিরীন ও ইছ্‌লামের সাহায্যকারী আন্‌ছার ছাড়া সর্বপ্রকার ভৌগলিক, অর্থনৈতিক ও বংশগত পরিচয়কে ইছলাম অস্বীকার করিয়াছে। অতএব আবুবক্‌রের নির্বাচন কালে — মদীনা ছাড়া আরবের অন্যান্যপ্রান্তে ইছ্‌লামী আদর্শ ও ভোটাধিকার সম্বন্ধে সচেতন কোন ইউনিট বিদ্যমান ছিল না।

রছুলুল্লাহর (দঃ) মহাপ্রয়াণের সংগে সংগে — আনছারগণের অন্যতম গোত্র খযরজের নেতা ছঅদ বিনে উবাদার মনে খিলাফতের আসন অধিকার — করার বাসনা জাগ্রত হয়। ইঁহার প্রচেষ্টায় হযরতের ওফাতের সংগে সংগে মুহাজিরীনের সহিত কোনরূপ পরামর্শ না করিয়াই আন্‌ছার দল মুছলমানগণের — কাউন্‌সীল চ্যাম্বার মছ্‌জিদে-নববীর পরিবর্তে ছকীফায় বনুছায়েদায় সমবেত হইয়া কথিত ছঅদকে — খলীফা মনোনীত করিতে উদ্যত হন। আবুবক্‌র— ছিদ্দীক, উমর ফারূক ও আবুউবায়দা বিনুল জর্‌রাহ এই ষড়যন্ত্রের কথা অবগত হইয়া রছুলুল্লাহর (দঃ) কফন দফনের কার্য স্থগিত রাখিয়া দ্রুতগতিতে ছকীফায় উপস্থিত হন এবং আন্‌ছারগণের এই সংহতি— বিরোধী কার্যে বাধা দেন। সুদীর্ঘ আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কের পর আন্‌ছারগণের মত পরিবর্তিত হয় এবং উমর ফারূকের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের ফলে আবুবকর— ছিদ্দীকের বহু আপত্তি সত্ত্বেও এক ছঅদ বিনে উবাদা ছাড়া সমুদয় আন্‌ছার তাঁহার আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। *

ইহা সত্য যে, প্রথম বয়অতের সময়ে আন্‌ছার ছাড়া অন্যান্য দলের সমুদয় ব্যক্তির সহিত পরামর্শ— করার সুযোগ ঘটে নাই, কিন্তু ছকীফায় সে দিবস আবুবক্‌রের বয়অত গৃহীত না হইলে আন্‌ছারগণের সহিত সমঝোতা করার পরবর্তী কালে আর কোনই পথ থাকিত না এবং আরব রাষ্ট্রের নাগরিকরাও

---

* ইব্‌নে কুতয়বা, ১৬ পৃঃ।

* বুখারী (সংক্ষেপ) ৪র্থ খণ্ড, ১১৫ পৃঃ।

ছআদ বিনে উবাদার অধিনায়কত্বে কিছুতেই সম্মত হইতেননা।

সংগে সংগে ইহা লক্ষ করা কর্তব্য যে, আন্ছারগণ যে দলীয় নীতির প্রতিষ্ঠাকল্পে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাহা ইছলামের মৌলিক আদর্শের পরিপন্থী ছিল। আন্ছার ও মুহাজিরীনের পক্ষ হইতে স্বতন্ত্র ভাবে দুইজন সর্বাধিনায়ক নিয়োগ করার প্রস্তাবের ভিতরেও কোন যৌক্তিকতা ছিল না। এই প্রস্তাব একাধারে যে রূপ সংহতিবিরোধী ছিল, তেমনি উহা অনুসরণ করিলে প্রলয়কাল পর্যন্ত মুছলমানগণের মধ্যে কোন শক্তিশালী এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটিতে পারিত না। এতদ্ব্যতীত ছআদ বিনে উবাদা স্বয়ং খিলাফতের পদপ্রার্থী হইয়া এবং তজ্জন্য ইছলাম বিরোধী — প্রোপাগাণ্ডা চালাইয়া তাঁহার শর্য়ী অধিকার তিনি স্বয়ং বাতিল করিয়াছিলেন। দৈবদুর্বিপাকে যদি তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধ হইত, তাহা হইলে উহা শুধু অবৈধই হইত না, ইছলামী গণতন্ত্রের কাঠামোটাই ভাংগিয়া চুরমার হইয়া যাইত।

ছকীফায় আবুবকর যখন নির্বাচিত হন, তখন বনুহাশিমগণ যুবয়র বিনুল আওয়াম ও আব্বাছ বিনে আবদুল মুত্তালিব প্রভৃতির সমবায়ে হযরত — আলীকে কেন্দ্র করিয়া একটী দল গঠন করিয়াছিলেন। বনিযুহ্রাগণ ছআদ বিনে আবি ওয়াক্কাছ ও আবদুর রহমান বিনে আওফের পার্শ্বে সমবেত ছিলেন।— বনিউমাইয়াগণ উছ্মানগণীকে কেন্দ্র করিয়া আর একটী দল গঠন করিয়াছিলেন। প্রথম নির্বাচনের পরদিবস সকলেই যখন মছজিদে নববীতে অবস্থান— করিতেছিলেন, তখন তাঁহাদের সকলের সমক্ষেই— জনসাধারণ আবুবকরের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিয়াছিলেন। আবুবকর ও আবুউবায়দা তাঁহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে হযরত উমর তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন, আপনারা ভিন্ন ভিন্ন গণ্ডিতে বসিয়া কি করিতেছেন? উঠুন এবং আবুবকরের নিকট বয়অত হউন, আমি স্বয়ং শপথ গ্রহণ করিয়াছি। তখন হযরত উছমান এবং বনিউমাইয়াগণ আর ছআদ ও আবদুর্রহমান বিনে আওফের সংগে বনি-যুহ্রাগণ উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং হযরত আবুবকরের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিলেন। শুধু বনি-হাশিমরা হযরত আলী ও যুবয়রের সমবায়ে মছজিদ হইতে বাহির হইয়া গেলেন এবং নিজ নিজ বাসভবনে প্রবেশ করিলেন। ইবনে কুতয়বা লিখিয়াছেন যে, উমর ফারূক একদল লোকসহ তাঁহাদের দ্বারস্থ হন এবং বয়আতের জন্য তাঁহাদিগকে পুনঃপুনঃ তাকীদ দিতে থাকেন। ক্ষণিক বাকবিতণ্ডার পর অবশেষে হযরত আলী ছাড়া বনিহাশিমের অপরাপর সকলেই আবুবকর ছিদ্দীকের নিকট উপস্থিত হইয়া আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন এবং এই ঘটনার ছয়মাস পর হযরত আলীও বয়অত হন। বনি-হাশিমগণ— খিলাফতকে উত্তরাধিকার বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন এবং রক্তের দিকদিয়া রছুলুল্লাহর (দঃ) সহিত হযরত আলীর সম্পর্ক নিকটতম ছিল বলিয়া তিনি সত্য-সত্যই নিজকে খিলাফতের প্রকৃত ও ন্যায়সংগত— অধিকারী বিশ্বাস করিয়াছিলেন, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তিনি তাঁহার ভুল বুঝিতে পারিয়া ইছলামের গণতান্ত্রিক আদর্শের সম্মুখে অবনতমস্তক হইয়াছিলেন। তাঁহার পরবর্তী আচরণে ইছলামী আদর্শের প্রতি তাঁহার ঐকান্তিক নিষ্ঠার ভুরিভুরি দৃষ্টান্ত— পাওয়া যাইবে, সুতরাং তাঁহার সাময়িক ইজ্তিহাদী ভ্রান্তির জন্য তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করার প্রচেষ্টা ধৃষ্টতা মাত্র।

ফলকথা, আবুবকর ছিদ্দীকের খিলাফত সর্বসম্মত ও আদর্শ ছিল, শুধু ছআদ বিনে উবাদার অবিমৃশ্যকারিতার দরুণেই ছকীফার প্রথম নির্বাচনের প্রাক্কালে যথারীতি সকলদলের নেতৃবৃন্দের সহিত পরামর্শ করার সুযোগ পাওয়া যায়নাই। এই ক্রটী পরদিবস সংশোধিত হইয়াছিল এবং যেসকল অনিবার্য কারণপরম্পরায় প্রাথমিক ক্রটি বরণ করিয়া লইতে হইয়াছিল, তাহা আমরা সবিস্তার উল্লেখ করিয়াছি। ছকীফার ঘটনা দ্বারা কদাচ ইহা প্রমাণিত করা চলিবেনা যে, সর্বসাধারণ নাগরিক এবং নেতৃবর্গের সহিত পরামর্শ না করিয়াও আকস্মিকভাবে ইছলামী রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক নিয়োগ করা-

যাইতে পারে। আবুবকর ছিদ্দীকের হস্তে যিনি সর্বপ্রথম আনুগত্যের বয়অত গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই শ্রেষ্ঠতম ইছলামী রাষ্ট্রনীতিবিদ উমর ফারূক স্বয়ং একথা স্বীকার করিয়াছেন। বুখারী ইবনে আব্বাছের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, উমর ফারূক—তদীয় খিলাফতে হজ্জ সমাধা করিয়া যখন মদীনায় প্রত্যাবর্তিত হইলেন, তখন একদা মছ্‌জিদে নববীর মিম্বরে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা প্রদান করিলেন যে, আমি জানিতে পারিলাম, আপনাদের মধ্যে কেহ এরূপ—কথা বলিতেছে যে, "উমরের মৃত্যু হইলে আমি অমুকের হস্তে বয়অত—হইব"। সাবধান! কোন ব্যক্তি যেন এ ধোকায় নাপড়ে যে, আবুবক্‌রের বয়অত আকস্মিক ভাবে ঘটিলেও পরে উহা সুসম্পন্ন হইয়াছিল। আপনারা শুনুন!—ব্যাপার এইরূপই ঘটিয়াছিল বটে, কিন্তু—উহার কুফল হইতে আল্লাহ জাতিকে রক্ষা করিয়াছিলেন। সাবধান! আপনাদের—মধ্যে এমন কেহই নাই, যাহার দিকে আবুবক্‌রের ন্যায় জনমণ্ডলীর ঘাড় আকর্ষণ করা যাইতে পারে! যেব্যক্তি মুছলিম জনমণ্ডলীর পরামর্শ ব্যতিরেকেই কাহারো আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে, তাহার বয়অত অসিদ্ধ এবং যে বয়অত হইয়াছে তাহার বয়অতও—অসিদ্ধ। যে এরূপ করিল, সে স্বয়ং এবং তাহার সংগী মৃত্যুদণ্ডের অপরাধী। *

بلغنى ان قائلا منكم يقول :
والله لومات عمر بايعت
فلانا ، فلا يغترن امرؤ
ان يقول انما كانت بيعة
ابى بكر فلتة وتمت - الا
وانها قد كانت كذلك ، ولكن
الله وقى شرها ، وليس
منكم من تقطع الاعناق
اليه مثل ابى بكر ! من
بايع رجلا من غير مشورة
من المسلمين فلا يبايع
هو ، ولا الذى بايعه تغرة
ان يقتلا !

উমর ফারূকের উক্তিদ্বারা স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হইল যে, মিলিত পরামর্শ ছাড়া দলগত বা পৃথক পৃথক ভাবে কাহাকেও নির্বাচিত করিলে সেব্যক্তি ইছলামী রিয়াছতের ইমাম বলিয়া গ্রাহ্য হইবেনা।

উমর ফারূকের খিলাফত,

সাধারণতঃ মনে করা হইয়া থাকে যে, আবুবক্‌র ছিদ্দীক উমর ফারূককে স্থলাভিষিক্ত করিয়াছিলেন এবং যথারীতি পরামর্শ দ্বারা তিনি নির্বাচিত হননাই। কিন্তু ইহা সঠিক নয়। বর্তমান গণতান্ত্রিক রীতি অনুসারে তাঁহার নির্বাচন ব্যাপারে সাধারণ ভোটের (General Election) ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়নাই বটে, কিন্তু আবুবক্‌র ছিদ্দীক স্বীয় মৃত্যুশয্যায় উমর ফারূকের নির্বাচন সম্বন্ধে বিশিষ্ট ছাহাবাগণের সহিত পরামর্শ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা সকলেই উমর ফারূকের পক্ষে খলীফার অভিমত সমর্থন করিয়াছিলেন। উল্লিখিত পরামর্শের বিবরণ ইব্‌নে জরীর তাবারী তাঁহার ইতিহাসে প্রদান করিয়াছেন। * আল্লামা রশীদ রিযা বলেন, বিভিন্ন রেওয়ায়ত সমূহের সমবায়ে প্রমাণিত হয় যে, হযরত আবুবক্‌র উমরফারূককে স্থলাভিষিক্ত করার জন্য অগ্রগণ্য ছাহাবাগণের সহিত সুদীর্ঘ পরামর্শ করিয়াছিলেন এবং কঠোরতা ছাড়া কেহ তাঁহার অন্যকোন দোষ ধরিতে পারেননাই কিন্তু তাঁহারা সংগে সংগে ইহাও স্বীকার করিয়াছিলেন যে.—ন্যায়সংগত ভাবেই তিনি কঠোরতা অবলম্বন করিতেন। আবুবক্‌র এই আপত্তির জওয়াবে বলিতেন যে, আবুবক্‌রের—কোমলতা গুণের সমতা রক্ষাকরার জন্যই তিনি—

وتضافرت الروايات بان
ابابكر رضى الله عنه اطال
التشاور مع كبراء الصحابة
فى ترشيح عمر ، فلم يعبه
احد له بشئ الا شدته ،
وان كانوا يعترفون انها
فى الحق فكان يجيبهم
بانه يراه يلين فيشتد
هو ، وهو وزيره ليعتدل
الامر ، وان الامر اذا آل
اليه يلين فى موضع
اللين ويشتد فى موضع
الشدة - حتى اذا راى
انه اقنع جمهور الزعماء
وفى مقدمتهم على كرم
الله وجهه ، صرح بالاستخلاف ،
فقبلوا ولم يشذ منهم احد -

---

* বুখারী (৪) ১১৫ পৃঃ।

* তাবারী, তারীখ (৪) ৫১ পৃঃ।

কঠোর হইয়া থাকেন, কারণ তিনি তাঁহার ওযীর। আর খিলাফতের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হইলে তিনি কোমলতার স্থানে কোমল এবং কঠোরতার স্থানে—কঠোর স্বভাবেরই পরিচয় দিবেন। মোটের উপর যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি নেতৃবর্গের অধিকাংশকে সম্মত করিতে পারিয়াছেন এবং হযরত আলী সম্মতদলের অগ্রগণ্য ছিলেন, তখন তিনি—হয্‌রত উমরকে প্রকাশ্যভাবে স্বীয় স্থলাভিষিক্ত করেন। তাঁহার এই মনোনয়নে সকলেই সম্মত—হইয়াছিলেন এবং একজনও দ্বিমত করেন নাই। *

রছুলুল্লাহ (দঃ) এবং আবুবক্‌রের পরিগৃহীত পন্থার মধ্যে পার্থক্য এই যে, হয্‌রত আবুবক্‌রকে যোগ্যতম পুরুষ বিবেচনা করা সত্বেও রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে স্বীয় স্থলাভিষিক্ত করেন নাই, অবশ্য আকারে ইংগিতে আবুবক্‌রকে খলীফা নির্বাচন করার জন্য তিনি উৎসাহ দান করিয়াছিলেন, যথা হযরত (দঃ) তাঁহার শেষ-পীড়ায় নমাযের জামাআত পরিচালনা করার ভার তাঁহার উপর সমর্পণ করিয়াছিলেন। ইছলামী জামাআতের প্রতীক হইতেছে নমাযের জামাআত, সুতরাং উহার নেতৃত্ব ভার দান করাকে অনেকেই রাষ্ট্রাধিনায়ক নির্বাচন করার ইংগিত মনে করিয়াছেন। এ-সম্পর্কে স্বয়ং হযরত আলীর উক্তি ইবনেকুতয়বা—উধৃত করিয়াছেন। তিনি আবু বক্‌র ছিদ্দীককে—সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, আল্লাহর শপথ, আমরা কখনো আপনাকে— والله لانقيلك ولانستقبلك ابدا قد قدمك رسول الله صلے الله عليه وسلم لتوحيد ديننا من الذى يوخرك لتوحيد دنيانا ? অবজ্ঞা করিতে বা আপনাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিনা। আপনাকে রছুলুল্লাহ (দঃ) আমাদের দীনের সংহতি রক্ষার কার্যে অগ্রগণ্য—করিয়াছিলেন, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় আপনাকে পশ্চাদ্‌বর্তী করিবে কে? ✝ বুখারী জুবয়র বিনে মুতইমের বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) কোন নারীকে তাঁহার নিকট প্রত্যাগমন করার নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, ধরুন, আমি ফিরিয়া আসিয়া যদি—আপনাকে নাপাই, অর্থাৎ যদি আপনার মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলে কাহার কাছে উপস্থিত হইব? রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, যদি ان لم تجدينى فأتى ابابكر আমাকে তুমি নাপাও তাহা হইলে আবুবক্‌রের নিকট উপস্থিত হইও। *

মোটের উপর রছুলুল্লাহ (দঃ) আকারে ইংগিতে যাহা করিয়াছিলেন, আবুবক্‌র তাহা প্রকাশ্য ভাবে—করিয়াছিলেন। উমর ফারুককে তিনি খিলাফতের—যোগ্যতম অধিকারী বিশ্বাস করিতেন এবং অন্য কোন যোগ্য ব্যক্তিকে তিনি তাঁহার সমকক্ষ মনে করেন নাই, সুতরাং তাঁহাকেই খলীফা রূপে গ্রহণ করাইবার জন্য তিনি জনমত গঠন করিয়াছিলেন এবং—সকল প্রকার মতানৈক্যের অবসান ঘটাইবার পর তিনি তাঁহার নাম ঘোষণা করিয়াছিলেন। হযরত উমরের নির্বাচন সম্পর্কিত সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইবার পর ইহা অস্বীকার করার উপায় নাই যে, তিনি রাজতন্ত্রের রীতি অনুসারে খলীফার পদে স্থলাভিষিক্ত হন নাই। হযরত আবুবক্‌র Polling Officer রূপে জনমণ্ডলীর—অভিমত সংগ্রহ করিয়া উহা বিঘোষিত করিয়াছিলেন মাত্র।

উছ্‌মান যিন্নুরয়েনের খিলাফত.

হযরত উমর তাঁহার মৃত্যুকালে পরবর্তী খলীফার জন্য স্বয়ং জনমণ্ডলীর অভিমত সংগ্রহ করিয়া নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির নাম ঘোষণাকরা সংগত মনে করেননাই। মুছলিম আবদুল্লাহ বিনে উমরের বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, অন্তিম কালে হযরত উমর বলেন, আমি যদি কাহাকেও আমার স্থলাভিষিক্ত না করি, তাহা হইলে রছুলুল্লাহও (দঃ) তো কাহাকেও স্থলাভিষিক্ত করেননাই।-- لان لااستخلف فان رسول الله صلے الله عليه وسلم لم يستخلف وان استخلف فان ابابكر قد استخلف - আর যদি আমি কাহাকেও স্থলাভিষিক্ত — করিয়া যাই, তাহা হইলে আবুবক্‌র স্থলাভিষিক্ত—করিয়াছিলেন। আবদুল্লাহ বিনে উমর বলেন, আল্লা-

---

* রশীদ রিযা, ইমামতুল উযমা, ২২ পৃঃ।

✝ ইবনেকুতয়বা, ইমামত ও ছিয়াছত, ১৬ পৃঃ।

* বুখারী (৩) ১৮৫ পৃঃ।

হয় শপথ! যখনই আমার পিতা রছুলুল্লাহ (দঃ) এবং আবুবক্রের কথা বলিলেন, আমি তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিলাম যে, তিনি কাহারো জন্য রছুলুল্লাহর (দঃ) আদর্শ পরিত্যাগ করিবেননা এবং তিনি কাহাকেও স্বীয় স্থলাভিষিক্ত করিয়া যাইবেন না। *

এই ঘটনার সাহায্যে প্রমাণিত হয় যে, খলীফার নির্বাচন ব্যাপার জনমণ্ডলীর হস্তে মুক্তভাবে ছাড়িয়া দেওয়াই রছুলুল্লাহর (দঃ) ছুন্নত। আবুবক্র ছিদ্দীকের আচরণ দ্বারা দুইটী বিষয় প্রমাণিত হয়,—

প্রথম,—খলীফা নির্বাচনের জন্য জনমত গ্রহণ করার কোন নির্দিষ্ট নিয়ম রছুলুল্লাহ (দঃ) বাঁধিয়া দেন নাই। যেহেতু সর্বস্থানে ও সর্ব কালে জনমত গ্রহণ করার পদ্ধতি অভিন্ন হইতে পারেনা, তজ্জন্য খলীফা নির্বাচনের অধিকারের সংগে সংগে যুগের এবং প্রয়োজনের পরিবর্তিত পরিবেশ অনুসারে নির্বাচন—সম্পর্কে জনমত গ্রহণ করার রীতি নির্ধারণ করার অধিকারও তিনি উম্মতের হস্তে প্রদান করিয়া গিয়াছেন। ইছলামের গণতান্ত্রিক রূহের মর্যাদা এবং উহার সর্বযুগীয় সার্থকতার পক্ষে জাতির হস্তে এরূপ স্বাধীনতা থাকা অত্যাবশ্যক।

দ্বিতীয়, ইছলামীরাষ্ট্রের অধিনায়কত্ব গ্রহণ—করার জন্য যদি এমন কোন সর্বগুণসম্পন্ন যোগ্যতম ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায় এবং রাষ্ট্র পরিচালনার দিক দিয়া ইছলামী শাসনসংবিধানে যে সকল শর্ত বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে, সেসকল দিয়া সমকক্ষতা করার উপযুক্ত যদি কেহ না থাকে, তাহা হইলে পূর্ববর্তী খলীফার তাঁহার পক্ষে জনমত গঠন করার এবং সর্বসম্মতিক্রমে তাঁহার নাম তদীয় স্থলাভিষিক্ত রূপে ঘোষণা করার অধিকার রহিয়াছে।

ভোট পদ্ধতির উল্লিখিত স্বাধীনতা এবং খলীফার বর্ণিত রূপ অধিকার নাথাকিলে আবুবক্র ছিদ্দীক কিছুতেই উমর ফারূককে স্থলাভিষিক্ত করিতে—সাহসী হইতেন না এবং তাঁহার ব্যবস্থায় উম্মত—তাহার সমবেত সম্মতি (ইজ্মা) প্রদান করিতনা।

কিন্তু ফারূকে আযমের মৃত্যুকালে খিলাফতের ভার গ্রহণ করার জন্য এমন কোন সর্বগুণ সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেননা, যাঁহাকে যোগ্যতার দিক দিয়া অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলা যাইতে পারিত। এরূপ কোন লোক হযরত উমরের দৃষ্টিপথে পতিত হইলে হয়তো তিনি—আবুবক্রের রীতি অনুসরণ করিয়া তাহার জন্য জনমত গঠন করিতে পারিতেন। আয়েশা উম্মুল মুমিনীনের নিকট যখন তিনি তাঁহার পবিত্র হুজরায় এবং রছুলুল্লাহর (দঃ) পার্শ্বে দফন হইবার প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন, তখন জননী তাহাতে সম্মতি দান করার সংগে সংগে উমরকে স্বীয় স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করার জন্যও অনুরোধ করিয়া পাঠান, তদুত্তরে হযরত উমর—বলেন— আয়েশা — কাহাকে স্থলাভিষিক্ত করার জন্য আমাকে আদেশ দিতেছেন? যদি আবু উবায়দাবিন্নুল জর্রাহ বাঁচিয়া থাকিতেন, আমি—তাঁহাকে স্থলাভিষিক্ত করিতাম। আল্লাহ জিজ্ঞাসা করিলে — বলিতাম, হে আল্লাহ আপনার নবীকে— বলিতে শুনিয়াছি— আবুউবায়দা এই উম্মতের ট্রাস্টী —— (আমীন)। যদি মুআয বিনে জবল বাঁচিয়া থাকিতেন, তাঁহাকে স্থলাভিষিক্ত করিয়া যাইতাম, আল্লাহ— জিজ্ঞাসা করিলে বলিতাম, হে আল্লাহ— আপনার নবীকে — বলিতে শুনিয়াছি যে কিয়ামতের দিন মুআয

ومن تامرنی ان استخلف؟
لو ادرکت ابا عبیدة بن
الجراح باقیا استخلفته
و ولیته فاذا قدمت علی
ربی فسالنی وقال لی :
من ولیت علی امة
محمد؟ قلت : ای ربی
سمعت عبدک ونبیک
یقول : لکل امة امین
وامین هذه الامة ابو عبیدة
بن الجراح - ولوادرکت
معاذبن جبل استخلفته
فاذا قدمت علی ربی
فسالنی من ولیت علی
امة محمد؟ قلت : ای
رب سمعت عبدک ونبیک
یقول ان معاذ بن جبل
یاتی بین یدی العلماء
یوم القیامة ولوادرکت
خالد بن الولید لولیته فاذا
قدمت علی ربی فسالنی
من ولیت علی امة

---

* মুছলিম (২) ১২০ পৃঃ।

محمد ؟ قلت اى رب
سمعت عبدك ونبيك
يقول : خالد بن
الوليد سيف من
سيوف الله سله على
المشركين -

বিনে জবল বিদ্বজ্জন-মণ্ডলীর অগ্রগণ্য — হইবেন। যদি খালিদ বিন্নুল ওলীদ বাঁচিয়া থাকিতেন, তাঁহাকেই স্থলাভিষিক্ত করিতাম, আল্লাহ জিজ্ঞাসা — করিলে বলিতাম, হে আল্লাহ আপনার নবীকে — বলিতে শুনিয়াছি যে, খালিদ আল্লাহর অন্যতম তর-বারী, তাহাকে অংশীবাদীদের বিরুদ্ধে নিষ্কাশিত করা হইয়াছে। *

হয্‌রত উমরের উল্লিখিত উক্তিদ্বারা কয়েকটী বিষয় বুঝাযায়,—

প্রথম, খলীফার জন্য বিশ্বস্ত (আমীন), বিদ্বান ও মহাবীর হওয়া আবশ্যক।

দ্বিতীয়, প্রয়োজন হইলে এবং যোগ্যতম হইলে যে কোরায়শী নহে, তাহাকে খলীফা নির্বাচন করা যাইতে পারে। কারণ মুআয বিনে জবল খযরজ—বংশীয় আন্‌ছার ছিলেন, কোরায়শী ছিলেন না, সুতরাং কোরায়শী ছাড়া অন্যবংশীয় কাহারো—খলীফা হওয়া অসিদ্ধ হইলে হয্‌রত উমর কেমন করিয়া তাঁহাকে স্থলাভিষিক্ত করিতে চাহিতেন? অথচ কোরায়শগণের খিলাফতের হাদীছ আবুবক্‌র তাঁহার সম্মুখেই ছকীফায় আন্‌ছারগণের সমক্ষে—উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। মোটের উপর কোরায়শী ইমামত সম্প্র্কিত হাদীছের যে ব্যাখ্যা অবুবক্‌র—বাকল্লানী ও ইব্‌নেখল্লতুন তাঁহার ইতিহাসের মুক-দ্দিমায় প্রদান করিয়াছেন, তাহা বিবেচনা করিয়া আমরা সর্বাধিনায়কের যোগ্যতার মান বর্ণনা প্রসংগে কোরায়শী হইবার শর্ত উল্লেখ করিনাই, যেসকল শর্ত সর্বসম্মত, আমরা সেইগুলি উল্লেখ করিয়াছি মাত্র।

তৃতীয়, এরূপ সর্বগুণসম্পন্ন কোন ব্যক্তিত্ব,—যাঁহার যোগ্যতা সম্বন্ধে জনমণ্ডলীর অভিমত কেন্দ্রী-ভূত করা সম্ভবপর, হয্‌রত উমরের মৃত্যুকালে বিদ্য-মান ছিলনা। খিলাফতের যোগ্য অধিকারী যেসকল ব্যক্তি তখন মওজুদ ছিলেন, তাঁহাদের সংখ্যা এক-দিকে যেমন ছিল একাধিক, তেমনি হয্‌রত উমরের দৃষ্টিতে তাঁহাদের স্বভাবের ত্রুটিবিচ্যুতি গুলিও লুক্কা-য়িত ছিলনা।

মোটের উপর যে ছয়জনের মধ্যে তাঁহাদের—ব্যক্তিগত ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও খিলাফতের পদে অধিষ্ঠিত হইবার সর্বাপেক্ষা অধিক যোগ্যতা ছিল, এবং যাঁহা-দের প্রতি পরম সন্তুষ্ট থাকিয়া রছুলুল্লাহ (দঃ) মহা-প্রয়াণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সমবায়ে হয্‌রত উমর তাঁহার মৃত্যুকালে একটী ইলেক্‌শন বোর্ড গঠন করিয়া দেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তিন দিবসের মধ্যে তাঁহাদের মধ্য হইতে যেকোন একজনকে—খলীফা নির্বাচন করার নির্দেশ প্রদান করেন এবং আবু তল্‌হা আন্‌ছারী ও মিক্‌দাদ বিনে আছওয়াদকে পঞ্চাশ জন আন্‌ছার সহ নির্বাচন শেষ নাহওয়া পর্যন্ত বোর্ডের সদস্যবৃন্দকে আট্‌কাইয়া রাখার আদেশ দেন।

বোর্ডের সদস্যগণের পরিচয়,

১। ছঅদ বিনে আবি ওয়াক্‌কাছ বিনে ওহয়ব বিনেআব্দে মনাফ কোরায়শী। আশারায় মুবশ্‌শরার অন্যতম। পারস্য বিজেতা। হযরত উমর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন— আপনি সামরিক ব্যক্তি, অর্থাৎ—রাষ্ট্রনীতি বিশারদ নন, আপনার স্বভাবে কঠোরতা অত্যন্ত অধিক। এরূপ নাহইলে আপনাকে স্থলাভি-ষিক্ত করায় আমার আপত্তি ছিলনা।

২। আবদুর্‌রহমান বিনে আওফ বিনে আব্দে-আওফ যুহ্‌রী কোরায়শী, পৃথিবীর ৮ম মুছলমান,—আশারায় মুবাশ্‌শরার অন্যতম। বদর ও উহদ সমরে উপস্থিত ছিলেন। একদিনে গম, আটা ও খাদ্য বোঝাই ৭শত উষ্ট্র জিহাদে দান করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে এক সহস্র অশ্ব ও ৫০ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা আল্লাহর পথে দান করার জন্য ওছীয়ত করেন। উমর ফারূক তাঁহাকে এই উম্মতের ফির্‌আওন রূপে আখ্যাত করেন। সম্ভবতঃ ধনিক ছাড়া একথার অন্যকোন তাৎপর্য নাই এবং এই দোষেই তাঁহাকে খিলাফতের জন্য হয্‌রত উমর মনোনীত করেননাই। ক্রমশঃ।

---

* ইবনেকুতয়বা, ২৩ পৃঃ।

নিখিল বংগ ও আসাম জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছের বিজ্ঞপ্তিপত্র।

জিহাদের আহ্বান!

انفروا خفافا وثقالا ' وجاهدوا باموالكم وانفسكم فى سبيل الله ' ذلكم خيرلكم ان كنتم تعلمون -

মুছলমানগণ, সুখে দুঃখে, অভাবে সম্পদে যে অবস্থায় থাকনা কেন, যুবক ও বৃদ্ধ নির্বিশেষে তোমরা সকলেই বাহির হইয়া পড় এবং তোমাদের ধনপ্রাণ লইয়া আল্লাহর পথে জিহাদ কর। যদি বুঝিতে পার, তাহাহইলে জিহাদের জন্য উত্থান করাই তোমাদের জন্য মংগলজনক,—আল্‌কোর্‌আন, ছুরত আনফাল।

পাকিস্তান তাহার মুছ্‌লিম সন্তানগণের নিকট জান ও মালের কুরবানী দাবী করিতেছে।

পাকিস্তানকে রক্ষা করার জন্য, পাকিস্তানের ১০কোটি নরনারীর স্বাধীনতা ও ইয্‌যতকে বাঁচাইবার জন্য জিহাদের আহ্বান আসিয়াছে। কে কোথায় আছ মর্দে-মুমিনের দল, এই ডাকে সাড়া দাও! দুইশত বৎসরের পরাধীনতাকে ছিন্ন করিয়া ভারতের বিশ্ববিশ্রুত ইছ্‌লামী সাম্রাজ্যের কবরস্থানের উপর এই উপমহাদেশের উভয়প্রান্তে আবার এক শক্তিশালী মুছলিম রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিয়াছে। এই রাষ্ট্রের বীজমন্ত্র হইতেছে—

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মোহাম্মদুর রছুলুল্‌লাহ!

ইহার নাগরিকবৃন্দ রছুলগণের অধিপতি মোহাম্মদ মুছ্‌তফার (দঃ) প্রবর্তিত রাষ্ট্রাদর্শ অনুসারে পাকিস্তানের ছর্‌-যমীনে তওহীদ, সাম্য ও ন্যায়বিচারের এক অতুলনীয় গণতান্ত্রিক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার সংকল্প গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া ইছ্‌লামী আদর্শের চিরশত্রুগণ পাকিস্তানকে আক্রমণ করার জন্য পাক-সীমান্তের প্রত্যেক অঞ্চলে বিশাল সৈন্যবাহিনী ও তোপ কামানের সমাবেশ করিয়াছে।

হিন্দুস্থান রাষ্ট্রের মত্‌লব কি?

তারা চায়— পাকিস্তানকে হিন্দুস্থানের সহিত যুক্ত করিয়া এক অখণ্ড ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য পুরোহিত-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিতে।

তারা চায়— মাত্র চারি বৎসরের মধ্যে ভারতের মাটি হইতে ৮ শত বৎসরের ইছলামী তমদ্দুনকে যেরূপ নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলা হইয়াছে, পাকিস্তান হইতেও সেই রূপ ইছ্‌লামের নাম ও নিশান তাহারা মুছিয়া ফেলিতে চায়।

তারা চায়— মুছ্‌লিম রিয়াছত জুনাগড়ের ন্যায় পাকিস্তানের প্রত্যেক জনপদে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর ইবাদতের পরিবর্তে সোমনাথের লিঙ্গ স্থাপন করিতে।

তারা চায়— পাকিস্তানের অচ্ছেদ্য অংশ পৃথিবীর ভূস্বর্গ কাশ্‌মীরকে হায়দ্রাবাদের মত পৈশাচিক বলে ছিনিয়া লইতে, গণভোটের সমুদয় ব্যবস্থা আর রাষ্ট্রসংঘের সমুদয় প্রচেষ্টাকে বানচাল করিয়া দিতে।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের কর্তব্য কি?

আজ পাকিস্তানের আবাল বৃদ্ধ বণিতার জন্য ঈমানের অগ্নিপরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। মুছলমানের জন্য সকল অবস্থায় এমন কি শান্তিপূর্ণ অবস্থাতেও অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত থাকা ফর্‌যে-কিফায়া। কোর্‌আনের নির্দেশ

واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ' ترهبون به عدوالله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم -

মুছলমানগণ, শত্রুদের মুকাবিলায় যতদূর সম্ভব তোমরা তোমাদের সমুদয় শক্তি এবং সমরোপকরণ সহকারে সর্বদা প্রস্তুত থাক, যাহাতে তোমাদের প্রস্তুতি দেখিয়া তোমাদের শত্রুরা এবং তোমাদের অজ্ঞাত গৃহ-শত্রুরা সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকে—আল্‌আন্‌ফাল : ৬০ আয়ত।

এই আদেশ সকল অবস্থাতেই প্রযোজ্য। শান্তিপূর্ণ আবহাওয়াতেও রাষ্ট্রের মুছ্‌লিম নাগরিকদের জন্য জিহাদের উদ্দেশ্যে সর্বদা প্রস্তুত থাকা অবশ্য কর্তব্য। জিহাদ মুছলমানের ইবাদত, জিহাদের প্রেরণা ও উৎসাহ যাহার ভিতর নাই, সে অতিবড় পরহেযগার ও সাধুব্যক্তি হইলেও মুছলমান নয়! ছহি মুছ্‌লিমে রছুলুল্লাহর (দঃ) আদেশ বর্ণিত হইয়াছে——

من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق

যে মুছলমান আল্লাহর পথে সংগ্রাম করিলনা এবং ইহার আকাংখাও তাহার মনে জাগ্রত হইলনা, অথচ সেই অবস্থায় তাহার মৃত্যু ঘটিল, সেব্যক্তির মৃত্যু ঈমানের পরিবর্তে নিফাকের (মুনাফেকী) অন্যতম অবস্থায় হইল।

ইছলামী রাষ্ট্র আক্রান্ত হইবার আশংকা দেখাদিলে প্রত্যেক মুছলমানের জন্য জিহাদ ফরযে-আইন হইয়া যায়।

বহির্শত্রু কর্তৃক ইছলামী রাষ্ট্র আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা উপস্থিত হইলে জিহাদ ও কিতাল ফরযে-কিফায়া থাকেনা, উহা তখন নমায ও ছিয়ামের মত আইনী ফরয হইয়া দাঁড়ায়, দেশরক্ষার প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ কাজ ছাড়া তখন অন্যকাজে লিপ্তথাকা হারাম হইয়া যায়। এরূপ পরিস্থিতি সম্পর্কে আল্লাহর নির্দেশ—

وقاتلو فى سبيل الله الذين يقاتلو نكم ولا تعتدوا ' ان الله لايحب المعتدين - واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم -

যাহারা মুছলমানগণের সংগে লড়ে, তোমরাও তাহাদের সংগে সংগ্রাম কর, কিন্তু বাড়াবাড়ি করিওনা, নিশ্চয় আল্লাহ সীমালংঘনকারীদিগকে পছন্দ করেননা। যেস্থানে কাফেররা তোমাদের বিরুদ্ধে তাহাদের শক্তি সমাবেশ করিয়াছে, তোমরা সেই স্থানেই তাহাদিগকে হত্যাকর, যে স্থান হইতে তাহারা মুছলমানদিগকে বিতাড়িত করিয়াছে, সেই স্থান হইতে তোমরাও তাহাদিগকে বিতাড়িত কর—বাকারাহ : ১৯০ আয়ত।

ছুরত হজ্জে আদেশ করা হইয়াছে——

ان الله يدافع عن الذين آمنوا ' ان الله لايحب كل خوان كفور - اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا ' وان الله على نصرهم لقدير - الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله !

আল্লাহ মু'মিন দলের উপর হইতে তাহাদের শত্রুদিগকে হটাইয়াদেন। যাহারা বিশ্বাসঘাতক ও অকৃতজ্ঞ, তাহাদিগকে আল্লাহ পছন্দ করেন না। যে সকল মুছলমানের সহিত কাফেররা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহাদিগকে এক্ষণে কাফেরদের সহিত যুদ্ধ করার আদেশ দেওয়া হইতেছে, কারণ কাফেররা অন্যায় আক্রমণ দ্বারা মুছলমানগণের উপর যুলম করিয়াছে, আল্লাহ মুছলমানদিগকে সর্বতোভাবে সাহায্যদান করিতে সক্ষম। যে সকল মুছলমান তাহাদের জন্মভূমি হইতে অন্যায় ভাবে বহিষ্কৃত হইতেছে, তাহাদের অপরাধ শুধু এইটুকু যে, তাহারা বলিয়া থাকে—"একমাত্র আল্লাহ আমাদের প্রভু"—৪২ আয়ত।

উল্লিখিত আয়ত দুইটী আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ (Defensive War) সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে। এগুলির তাৎপর্য এত সুস্পষ্ট ও হিন্দুস্থান রাষ্ট্রের সৈন্য সমাবেশের পর যে পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিয়াছে, তাহার সহিত এরূপ সুসমঞ্জস যে, কোন রূপ টীকাটিপ্পনীর প্রয়োজন নাই। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান সীমান্তে ভারতরাষ্ট্র তাহার

সৈন্য সমাবেশ এবং পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রীর পৌনঃপুনিক শান্তির পয়গাম এবং হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান সীমান্ত হইতে উভয় রাষ্ট্রের সৈন্যাপসরণ প্রস্তাবের উদ্ধত প্রত্যাখ্যান দ্বারা যে পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটাইয়াছে তাহার ফলে কোরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশ অনুসারে পাকিস্তান রক্ষাকল্পে প্রত্যেক মুছলমানের জন্য অস্ত্রধারণ করা ফরয-আইন হইয়া পড়িয়াছে।

এরূপ মিথ্যা দুরাশায় কাহারো ভ্রমান্ধ হওয়া উচিত নয় যে, শত্রুদল যখন এ পর্যন্ত সংগ্রাম ঘোষণা করেনাই, কেবল সৈন্য ও সমরোপকরণ সীমান্তে সমাবেশ করিয়াছে, তখন জিহাদ এখনো ফরযে-আইন হয় নাই, এখনো নিশ্চিন্ত ও নিষ্ক্রিয় থাকার অবসর রহিয়াছে।

পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী মুষ্টিবদ্ধ প্রতীক দ্বারা জিহাদের প্রস্তুতি ও আয়োজন ঘোষণা করিয়াছেন।

মুষ্টিবদ্ধ প্রতীকের তাৎপর্য পাকিস্তানকে রক্ষা করার সুদৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করা ছাড়া আর কিছুই নয়। দুর্ভেদ্য জাতীয় ঐক্য, অদম্যসাহস, অমিত বিক্রম এবং জান মালের কুরবাণী দ্বারা সংকল্পের দৃঢ়তা প্রমাণিত হয়। হিন্দুস্থান কাশ্মীরে গণ পরিষদ আহ্বান করিয়াছে, এই বেআইনী ও যবরদস্তিমূলক পরিষদকে ভারতীয় কামান ও সৈন্যবাহিনীর সুসজ্জা দ্বারা পাকিস্তানের ঔদাসীন্যের ভিতর যদি হিন্দুস্থান রাষ্ট্র সফল করিয়া তুলিতে পারে, তাহাহইলে অনন্তকালের জন্য কাশ্মীরের উপর ভারতের আইনসংগত অধিকার বর্তিয়া যাইবে আর এই দস্যুবৃত্তির প্রতিরোধকল্পে যদি পাকিস্তান অগ্রসর হইতে বাধ্য হয় তাহাহইলে ভারত তৎক্ষণাৎ পাকিস্তানের প্রত্যেক সীমান্তে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিবে, ইহাই হইতেছে হিন্দুস্থান রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর সুস্পষ্ট ঘোষণা। সুতরাংআসন্ন যুদ্ধকে এড়াইতে হইলে পাকিস্তানের স্কন্ধস্নায়ু কাশ্মীরকে কাটিয়া ফেলার অনুমতি দিতে হইবেই আর এই জীবনস্নায়ুকে বাঁচাইতে হইলে পাকিস্তানকে হিন্দুস্থানের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবেই।

প্রকৃত প্রস্তাবে হিন্দুস্থান পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে।

ইমাম মালেক বলেন, কাফেরদের সৈন্যদল তাহাদের স্থায়ী সেনানিবাসে থাকা পর্যন্ত জিহাদ ফরযে-কিফায়া আর যে মুহূর্তে তাহারা ইছ্‌লামী রাষ্ট্র অভিমুখে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিবে, তৎক্ষণাৎ জিহাদ আইনীফরয হইয়া যাইবে ——মুওয়াত্তা (২) ১২৮ পৃঃ।

হানাফী ফিক্‌হ গ্রন্থ হিদায়া ও তাহার টীকা ফত্‌হুলকদীরে আছে— ইছ্‌লামী রাষ্ট্রের সীমান্তে অথবা মুছলমানদের কোন দেশে শত্রু সৈন্য যদি চড়াও করে এবং জিহাদ বিঘোষিত হয়, ঘোষণাকারী ন্যায়পরায়ণ হউক, ফাছিক হউক, তৎক্ষণাৎ মুছলমানগণের উপর জিহাদের জন্য বহির্গত হওয়া আইনী ফরয হইবে। স্ত্রীকে স্বামীর অনুমতির এবং দাসকে প্রভুর হুকুমের অপেক্ষা না করিয়াই বাহির হইয়া পড়িতে হইবে ——কিতাবুছ্‌ছীয়র (৪) ২৮০ পৃঃ।

অতএব মুছলমানরূপে বাঁচিতে হইলে এবং পাকিস্তানকে বাঁচাইতে হইলে অদ্যই অস্ত্রধারণ করার নিয়ম শিক্ষা করুন। প্রত্যেক বয়স্ক পুরুষ আন্‌ছার ফওজে ভর্তী হউন. বালক স্কাউট গঠন করুন। মুছ্‌লিম মহিলাগণ আত্মরক্ষার কৌশল অবগত হউন। যতদুর সাধ্য নগদ টাকা, চাউল ও কাপড় ইত্যাদির সাহায্যে বেসামরিক আত্মরক্ষার প্রচেষ্টাকে সফল করিয়া তুলুন। অদ্যই যিলা ও মহকুমার আন্‌ছার অ্যাড্‌জুটেন্টের সহিত সাক্ষাৎ করুন এবং টাকাকড়ি ও অন্যান্য সাহায্য স্ব স্ব যিলার কলেক্টরের নিকট প্রেরণ করুন। স্মরণ রাখিবেন জান ও মাল লইয়া ইছ্‌লামী রাষ্ট্রকে রক্ষা করার জন্য যাহারা অগ্রসর হয় তাহারাই আল্লাহর সাহায্যকারী আন্‌ছার! আল্লাহ কোর্‌আনে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—

من انصاری الی الله ?

কে কোথায় আছ আল্লাহর আন্‌ছার? পূর্বপাকিস্তানের মুছলমানরা এই আহ্বানের কি জওয়াব দিতে চান?

আহ্‌বায়ক—

হেড অফিস, পাবনা।
২৫শে আগস্ট ১৯৫১।

মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্‌কোরয়শী,
প্রেসিডেণ্ট—নিখিল বংগ ও আসাম জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছ।

Contents

ادارية

সাময়িক প্রসংগ

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

চিরঞ্জীব আযাদ পাকিস্তান।

বিগত ১৪ই আগষ্ট তারিখে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সর্বত্র মহাসমারোহে পঞ্চম আযাদী দিবস— প্রতিপালিত হইয়াছে। ১৯৪৭ সালের উল্লিখিত দিবসে পূর্বগোলার্ধে দুইটী যুগান্তকারী ব্যাপার সংঘটিত হয়। প্রথম ভারত উপমহাদেশে দুই শতাব্দী ব্যাপী — ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের চিরঅবসান। দ্বিতীয় এশিয়া মহাদেশে একটী বৃহত্তম আযাদ ইছলামী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। ব্রিটিশ শাসনের নাগপাশ হইতে মুক্তিলাভের জন্য মুছলমানদের সাধনা ও জিহাদ — অতিশয় প্রাচীন, ইংরাজী গোলামীর জগদ্দল প্রস্তর যত দিনের, এই জগদ্দল প্রস্তরকে ভাংগিয়া মিছমার করার জন্য মুছলমানদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টাও ঠিক— তত দিনেরই। ভারতের অপরাপর সম্প্রদায় যখন ব্রিটিশ শাসনের জোঙাল কাঁধে বহন করার জন্য— আগ্রহ ও উৎসাহে অধীর হইয়া উঠিয়াছিল, তখন মুছলমানরা নিতান্ত ঘৃণার সংগেই উহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, তাহারা দীর্ঘকাল যাবৎ তাহাদের পিতৃহন্তাদের এবং তাহাদের সৌভাগ্য ও সম্পদের অপহরণকারীগণের বশ্যতা স্বীকার করিতে রাযী হয়নাই। একটী যিন্দা ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন জাতির পক্ষে এআচরণ অত্যন্ত স্বাভাবিক, কিন্তু দুই শত বৎসরের ইংরাজী শাসনের ফলে লর্ড মেকলের ভবিষ্যদ্বাণী — অনুসারে যাহারা গায়ের চামড়া ছাড়া অন্তরে ও — বাহিরে পুরাবা আধা ইংরাজ বনিয়াগিয়াছে, তাহারা তাহাদের পূর্বপুরুষদের উপরি উক্ত আত্মমর্যাদা জ্ঞান ও স্বাধীনতা সংগ্রামকে নীরেট মোল্লাইয্‌ম বলিয়াই উপেক্ষা করিতে শিখিয়াছে। ফলে বহুবিশ্রুত — আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলন ও ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতার আন্দোলনগুলির ইতিহাস আজও যবনিকান্তরালে অজ্ঞাতবাস করিতেছে। শুধুই কি তাই? — স্বাধীনতার উল্লিখিত গৌরবোজ্জল সংগ্রামগুলিকে মসীলিপ্ত করার নীচ মনোবৃত্তি লইয়া ওগুলির একটীকে "ওয়াহাবী বিদ্রোহ" আর একটাকে "সিপাহী বিদ্রোহ" বলিয়া কুখ্যাত করা হইয়াছে। এই — সকল সংগ্রামে মুছলমানগণ যে অদম্য সাহস, বলবলবীর্য, নিষ্ঠা, দেশাত্মবোধ, ত্যাগ ও তিতিক্ষার পরিচয় দিয়াছিলেন, পরবর্তী শতাব্দীর হিন্দু নেতৃগণের পরিচালিত স্বদেশী বা কংগ্রেস আন্দোলনে তাহার সহস্রাংশ সাহসিকতা ও আত্মত্যাগের প্রমাণ নাই। কিন্তু হিন্দু নেতাদের পরিচালিত স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করিতেও মুছলমানরা কোন দিন কুণ্ঠিত হননাই। মুছলমানগণ ব্যাপক ভাবে— কংগ্রেসে যোগদান করার অব্যবহিত কাল পূর্বপর্যন্ত উহার আন্দোলন যে গণআন্দোলনের রূপ ধারণ — করিতে এবং উহার শক্তি ইংরাজদিগকে বিচলিত করিতে এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সফলতা সম্বন্ধে তাহাদিগকে শংকিত করিয়া তুলিতে — সক্ষম হয় নাই, কংগ্রেসের ইতিহাস যাঁহারা অবগত আছেন, সেকথা তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবেই।

কংগ্রেস আন্দোলনের সহিত ইংরাজের নাগপাশকে বিচ্ছিন্ন করার সম্পর্ক যতদূর, উহার সহিত মুছলমানগণের আন্তরিক ও অংগাংগি সম্পর্কও ততদূর পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল। ভারতের স্বাধীনতা লাভের প্রচেষ্টায় মুছলমানগণের সাহায্য ও সাহচর্য এবং তজ্জন্য তাঁহাদের ত্যাগ ও লাঞ্ছনাবরণ পাক-ভারতের ইতিহাসের গৌরবান্বিত অধ্যায়। এ অধ্যায়কে যাহারা ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে মুছিয়া ফেলিতে চায় তাহারা হয় অতিশয় নীচমনা পরশ্রীকাতর নতুবা মুছলমান জাতির নাদান দোছ্‌ত।

যে আলোকোজ্জ্বল শুভ প্রভাত হইতে ভারত উপমহাদেশে ইংরাজী প্রভুত্বের বিভিষিকাপূর্ণ —

Contents

তামসরজনীর অবসান ঘটিয়াছে, যে পুণ্যপ্রভাতে মুছলমান ও হিন্দুর স্বাধীনতা সংগ্রাম বিজয়মাল্যে ভূষিত হইয়াছে, তাহার উৎসব স্বাধীনতার অগ্রদূত মুছলমান চিরদিন প্রতিপালন করিয়া যাইবে।

কিন্তু ১৪ই আগস্টের স্মৃতি প্রতিপালন করার ইহাই একমাত্র কারণ নয়। শুধু ইংরাজের দাসত্ব পাশ হইতে মুক্তিলাভ মুছ্লিম জাতির স্বাধীনতা আদর্শের সাফল্য নয়। আদর্শ ও দৃষ্টিভংগীর দিক-দিয়া মুছলমানগণ একটি স্বতন্ত্রজাতি, তাহাদের—স্বাধীনতা সংগ্রাম নিছক বৈষয়িকবুদ্ধিপ্রসূত নয়, উহা তাহাদের ধর্ম! কেবল ধর্ম নয়, উহা তাহাদের ইবাদত ও উপাসনার অন্তরভুক্ত! ইছলামী আদর্শ ও দৃষ্টিভংগী শুধু ভারতের সংখ্যাগুরুদলের সমর্থন হইতে বঞ্চিত নয়, তাহারা উহার প্রতি বিদ্বিষ্ট। তাহাদের সামাজিক গঠন ও জাতিভেদ, তাহাদের ধর্ম ও জাতীয়তার ব্যাখ্যার অস্পষ্টতা তাহাদিগকে কোনদিন সাম্য, উদারতা ও পরমতসহিষ্ণুতা শিক্ষাদিতে পারেনাই বলিয়া তাহারা অতীতে কাহারো স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা সহ্য করেনাই। বর্জন ও প্রত্যাখানের পরিবেশের ভিতর দিয়া ভারতের সংখ্যাগুরুর দল পরিপুষ্টি লাভ করিয়া আসিয়াছে এবং সুদীর্ঘ দাসত্বের —বিষময় ফল স্বরূপ সংকীর্ণতা ও কুটিলতাকে আভিজাত্য ও কূটনৈতিকতার স্থলে বরণ করিয়া লইয়াছে। মুছলিম জননায়কমণ্ডলী যে ভারতীয় সংখ্যাগুরু—সমাজের এই প্রকৃতি অনবগত ছিলেন তা নয়, কিন্তু এ সমস্যার সমাধান কল্পে তাঁহারা স্বাধীনতার অবসরের অপেক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু বৈপ্লবিক স্বাধীনতা ছাড়া নিয়মতান্ত্রিক স্বাধীনতা লাভের ভিতর এরূপ অবসরের সুযোগ ছিলনা, তাই কুশাগ্রবুদ্ধিসম্পন্ন মরহুম কায়েদে আযম বৈদেশিক স্বাধীনতা লাভের প্রাক্কালেই সঠিক মুহূর্তে ইছলাম ও মুছলিম জাতির স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের বংশীধ্বনী করিলেন।

ফলে ১৪ই আগস্টে যখন ভারতের আকাশে স্বাধীন-উষার আবির্ভাব ঘটিল, তখন সেপ্রভাতে স্বাধীন ইছ্লামের তরুণ তপনও দীর্ঘ দুই শতাব্দীর কুফরের স্থূল যবনিকা ভেদ করিয়া ভারত উপমহাদেশের দুই প্রান্তে উদিত হইল।

১৪ই আগস্টের পবিত্র প্রভাত পাকিস্তানের—ললাটে দ্বিবিধ সমৃদ্ধির গৌরব টিকা অংকিত করিয়া দিয়াছে— জন্মভূমির স্বাধীনতার সংগে সংগে ইছ্লামের স্বাধীনতার বিজয় মাল্যেও পাকিস্তানীদিগকে বিভূষিত করিয়াছে।

আল্লাহর এই অফুরন্ত রহমত ও কৃপার জন্য ১৪ই আগস্টের উৎসবে সর্বপ্রথম আমরা আমাদের গর্বিত ললাট তাঁহার মহিমান্বিত দরবারে লুণ্ঠিত করিতেছি। অতঃপর পাকিস্তানের প্রত্যেক বিশ্বস্ত নাগরিকদিগকে আমরা আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মুবারকবাদ জানাইতেছি।

স্বাধীনতা রক্ষা করার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা,

সংকল্পকে নূতনভাবে সুদৃঢ় এবং লক্ষপথে প্রেরণার সম্বল অর্জন করার জন্য জাতীয় উৎসব প্রতিপালন করার রীতি অবলম্বিত হইয়া থাকে। যে উৎসবের পশ্চাতে প্রেরণানাই, যে উৎসবে উদ্দেশ্য সিদ্ধির অবিচলিত দৃঢ়প্রতিজ্ঞা নাই, তাহা প্রাণহীন আচার মাত্র। এরূপ আচার অনুষ্ঠান জাতীয় —জীবনের দুর্বিষহ ভার, স্মৃতিপূজা এবং বোতপরস্তীর নামান্তর। ইছ্লামে তাই নিছক স্মৃতিপূজার স্থান নাই। উদ্দেশ্যহীন আযাদী মানবজীবনের বা কোন-রাষ্ট্রের মূল লক্ষবস্তু হইতে পারেনা, জাতীয়গৌরব এবং সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠা করার উহা উপলক্ষ মাত্র। অতএব স্বাধীন হইয়াছি বলিয়া আহ্লাদে আটখানা হইলেই স্বাধীনতার উৎসব ধন্য হইবেনা, জাতিকে আল্লাহর দরবারে এবং বিশ্বসভায় গৌরবান্বিত এবং উহার আভ্যন্তরীণ জীবনকে সুখময় ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন করিয়া তোলার জন্য স্বাধীনতা রক্ষাকরার হিমালয়ী প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতে পারিলেই স্বাধীনতা উৎসব প্রতিপালন করা সার্থক হইবে।

স্বাধীনতা রক্ষার জিহাদ,

হিন্দুস্থান রাষ্ট্রের সনাতন পাকিস্তান বিদ্বেষের পরিণতি স্বরূপ যে পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিয়াছে,—বীরোচিত উপায়ে তাহার প্রতিরোধ কল্পে দণ্ডায়মান

হওয়াই আজ পাকিস্তান সরকার এবং উহার নাগরিকবৃন্দের প্রধানতম কর্তব্য। এই সংকটকালে মত ও পথের সমুদয় বৈষম্যকে বিস্মৃত হইয়া পাকিস্তান রক্ষাকল্পে এক অখণ্ড ও অবিচ্ছেদ্য ফ্রণ্টে সকলকে মিলিত হইতে হইবে। পাক প্রধানমন্ত্রী আলী—জনাব লিয়াকত আলী খান পাকিস্তানের যে মুষ্টিবদ্ধ নবপ্রতীক প্রদর্শন করিয়াছেন, হিন্দুস্থানের প্রধানমন্ত্রী তাহার যে ব্যাখ্যাই করুননা কেন এবং স্বয়ং খান লিয়াকত আলী অবগত থাকুন কি নাথাকুন সৌভাগ্যবশতঃ উহা ইছ্‌লামের জাতীয় আদর্শেরই বাস্তব প্রতীক। রছুলুল্লাহ (দঃ) মুছলমানগণের জাতীয় জীবনের রূপক বর্ণনা প্রসংগে বলিয়া গিয়াছেন, هم يــد على من سواهم মুছলমানগণ তাহাদের প্রতিপক্ষদের মুকাবিলায় (মুষ্টিবদ্ধ) হস্তের তুল্য। ইহার তাৎপর্য এইযে, হাতের আঙুলগুলি আকারে ও আয়তনে অভিন্ন নাহইলেও মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় সবগুলিই তুল্য সহযোগিতা ও শক্তি—প্রয়োগ করিয়াথাকে, ক্ষুদ্রতম কনিষ্ঠাঙুলিটীও যদি সহযোগিতায় নিরস্ত থাকে কিংবা সমানভাবে শক্তিপ্রয়োগ না করে, বজ্রমুষ্টি শিথিল হস্তে পরিণত—হইবে। অতএব পাকিস্তানকে রক্ষা করার জিহাদে আজ মতের দ্বন্দ্বকে প্রশ্রয় দিলে চলিবেনা, কোন দল বা ব্যক্তিত্বকে প্রতিপক্ষ মনে করিয়া দেশরক্ষার আয়োজনে বাদ দেওয়া বা দেশের সাধারণ শ্রমজীবি ও কৃষককে অকিঞ্চিতকর বিবেচনা করিয়া অবজ্ঞা করা সর্বাপেক্ষা বড় অপরাধ হইবে।

ইছ্‌লামী জিহাদের বৈশিষ্ট্য,

যুদ্ধ-জয়ের জন্য সৈন্যবল ও সমরোপকরণের—গুরুত্ব কোন জাতির কাছে ইতিহাসের কোন অধ্যায়েই অস্বীকৃত হয়নাই, এই সকল বিষয়ের জন্য প্রস্তুতি সর্বতোভাবে বাঞ্ছনীয় ও অত্যাবশ্যক, কিন্তু ইছলামের উত্থান যুগের একটী বৈশিষ্ট্য সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে যে, মুছলমানগণ অস্ত্রশস্ত্র ও জনসংখ্যার বল অপেক্ষা তাঁহাদের নৈতিক শক্তির উপর অধিকতর নির্ভর করিয়াছেন। তদানীন্তন যুগের প্রবলতম—পারস্য ও রোমক শক্তিসমূহকে পরাভুত করার মত সামরিক শক্তি প্রথম ও দ্বিতীয় শতকের আরব বিজেতাগণের না থাকিলেও ইমান ও আখ্‌লাকের আমোঘ ও অব্যর্থ অস্ত্রের সাহাযেই তাঁহারা ঐ সকল যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন। মুছলমানগণ যদি সংখ্যা ও অস্ত্রবলে কাফেরদের চাইতে দুর্বল হন, অথচ দৃঢ়প্রত্যয় (ঈমান) ও উন্নতজীবনের (আখ্‌লাক) গৌরবেও তাঁহারা সমৃদ্ধ হইতে নাপারেন, তাহা হইলে তাঁহারা প্াকিস্তান রক্ষা করিবেন কিদিয়া? অতীতে পাকিস্তান অপেক্ষাও বৃহত্তর এবং শক্তিশালী রাষ্ট্রসমূহে প্রভুত্ব করার অধিকার মুছলমানগণের হস্তে সমর্পিত হয় নাই কি? যেসকল ত্রুটী ও অপরাধের দরুণ অতীতে তাহাদিগকে পরাভব বরণ করিতে হইয়াছিল ইতিহাসের সেই মর্মন্তুদ পুনরাবৃত্তি যাহাতে না ঘটে, তজ্জন্য পাক সরকার ও পাক নাগরিক মণ্ডলীর সতর্কতা অবলম্বন করা অবশ্য কর্তব্য।

ইছ্‌লামী রাষ্ট্রের নৈতিক মান,

পাকিস্তানের ওযীরে আ'যম বিগত ১৫ই আগস্ট তারীখে করাচীর জাঁহাগীর পার্কে পণ্ডিত নেহরুর অভিযোগের উত্তরে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন যে, "পাকিস্তানে আমরা সুনিশ্চিত রূপে ইছলামী নীতি বলবৎ করিবই, আমরা আমাদের এই প্রচেষ্টার জন্য আদৌ লজ্জা বোধ করিনা, ইহা আমাদের গৌরব! পাকিস্তানের জনমণ্ডলী হিন্দুস্থানের সামরিক তৎপরতার জন্য আদৌ বিচলিত নন, হিন্দুস্থান তাহার সমস্ত অধিবাসী ও ট্যাংক সহকারেও যদি চড়াও—করিতে আসে, তথাপি তাঁহারা কিছুমাত্র বিচলিত হইবেননা।" ইছলামের সুসন্তানের মুখে এই বলদৃপ্ত বাণী শ্রবণ করিয়া কুফ্‌র ও নাস্তিকতার দুর্গে যে রূপ নৈরাশ্যের অন্ধকার নামিয়া আসিবে, ইছলামের—কাফেলাতেও তেমনি এই বাণীর সাহায্যে আত্মবিশ্বাস ও প্রেরণার জ্যোতিময় শিখা উজ্জল হইয়া উঠিবে। আমরাও দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করিতেছি যে, ইছলামী তওহীদ ও আখ্‌লাকের নীতি যদি আমরা ও আমাদের শাসকবর্গ সত্যসত্যই গ্রহণ করেন, তাহা—হইলে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পৃথিবীর সমস্ত শক্তির সমাবেশ ঘটিলেও পাকিস্তানীরা তাহা গ্রাহ্য করিবেনা,

হিন্দুস্থান কি ছার!

কিন্তু আল্লাহর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়া লওয়ার পরও এবং ইছ্লামী আদর্শের প্রতিষ্ঠাকল্পে পুনঃ পুনঃ প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও বর্তমান সংকটজনক পরিস্থিতির মধ্যেও যাহারা আল্লাহর দিকে সাহায্য ও সাফল্য লাভের উদ্দেশ্যে হস্তপ্রসারিত করিতে—শিখিলনা, বরং আল্লাহর শত্রুদলের জীবনাদর্শ ও নৈতিক মানের ঢক্কানিনাদই করিতে থাকিল, শরাব ও কবাব, অবৈধ আমোদপ্রমোদ, নাচগান, ব্যভিচার ও বেহায়ায়ী হইতে শত্রুদল কর্তৃক অবরুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও যাহারা তওবা করিতে পারিলনা, ইছ্লামের এবং তাহার প্রভুর সহিত বিশ্বস্ততার দাবী তাহাদের টিকিবে কেমন করিয়া? ঘুষ, শোষণ ও তোষণের উদ্দামস্রোত আমাদের জাতীয় জীবনের প্রতি স্তরে প্রবাহিত হইয়া আমাদের নৈতিক শক্তিকে যেভাবে ভারাক্রান্ত ও অবসাদগ্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে, শত্রুপক্ষের শতরূপী প্রলোভনের স্বর্ণজাল তাহার সাহায্যে ছিন্ন হইবে কিরূপে? রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠসম্পদ পাট ও ধান্যের অবৈধ রফ্তানী আজপর্যন্ত বন্ধ নাহওয়ার একমাত্র কারণ লোভ এবং আত্মসবস্বতার পরাকাষ্ঠা ছাড়া আর কি হইতে পারে?

শুধু কল্পরূপের জন্য ধনপ্রাণ উৎসর্গ করা প্রকৃতির স্বভাব নয়। যে প্রেরণা ধমনীর রক্তপ্রবাহকে চঞ্চল ও অস্থির করিয়া তোলে, তাহার দ্বারাই মানুষ ধনপ্রাণ ও সর্ববিধ স্নেহাকর্ষণকে প্রত্যাখ্যান করিয়া উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। শুধু দুইটী বিষয়—জাতিকে বিক্রম ও আত্মত্যাগের বর্ণিত রূপ প্রেরণা দান করিতে পারে, একটী ঈমান-বিল্লাহ আর একটী বস্তুতান্ত্রিক স্বার্থ! দ্বিশত বার্ষিক দাসত্বের ক্ষয়রোগে সমগ্র জাতি যেভাবে জরাজীর্ণ ও মানসিক দৈন্যগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, পাকিস্তান কায়েম হইবার পর বিগত পাঁচবৎসরের ভিতর সে অবস্থা পরিবর্তিত—করার কোন বাস্তব ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়নাই। আমলাতান্ত্রিক মনোবৃত্তি ও আচারঅনুষ্ঠান, ধনতান্ত্রিক আড়ম্বর পূর্ববৎ বহালরহিয়াছে, পুঁজিপতি ও ধনিকের দল দরিদ্র কৃষকও শ্রমজীবীদিগকে সমানভাবে লুঠ করিয়া চলিয়াছে। জনমণ্ডলীর অপমান ও বঞ্চনার কোন প্রতীকার হইতেছেনা। এরূপ স্বাধীনতাকে রক্ষাকরার জন্য ধন প্রাণ উৎসর্গ করার কি পরিমাণ উৎসাহ সর্বসাধারণ তাহাদের হৃদয়ে অনুভব করিবে, সরকার ও—নেতৃমণ্ডলীর তাহা গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক। জাতীয় সংকট মুহূর্তে সর্বসাধারণের—উদাসীনতা ও অথর্বতা রাষ্ট্রের পক্ষে শত্রুদলের বোমা ও তোপকামান অপেক্ষাও যে অধিকতর মারাত্মক, মুর্শিদাবাদ ও দিল্লীর ইতিহাসে তাহার বহু নযীর রহিয়াছে।

পাটের দর,

পূর্বপাকিস্তানের শ্রেষ্ঠতম ও মূল্যবান সম্পদ—পাটের দর বাজারে যেভাবে নামিয়া আসিয়াছে তাহা অত্যন্ত ভয়াবহ। দালালরা যেস্থলে অন্ততঃ একশত টাকা দরে প্রতিমণ পাট বিক্রয় করিয়াছে, এই পূর্ণ মওছম ভরাভাদ্রে পাটের জনক কৃষকরা সেস্থলে দশ বার টাকা মূল্যে পাট বিক্রয় করিতে বাধ্য হইতেছে। শোষণ ও লুণ্ঠনের ব্যাপারে স্বদেশী ও বিদেশী ডাকাত দলের মধ্যে যে প্রভেদ নাই, বর্তমান অবস্থা তাহাই প্রতিপন্ন করিয়াছে। দিনদুপুরের এই পুকুরচুরির প্রতিকার করার দায়িত্ব সরকারের। পাকসরকার দালালদের খাতিরে যদি দুর্ভাগা কৃষকদের মুখের দিকে না তাকান, তাহাহইলে ইহার প্রতিকার নাই। পাটের সর্বনিম্ন মূল্য নিরূপণ ও রফ্তানীর দায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণকরিয়া সরকার এই ভয়াবহ অবস্থার অনেকটা ব্যবস্থা করিতে পারেন। কিন্তু এসম্পর্কে জনমণ্ডলীরও কর্তব্য রহিয়াছে, অভাব—অনটনের দায়েই কৃষকরা উপযুক্ত মূল্যের সুযোগ পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারেনা, সুতরাং পাকিস্তানে কাঁচা পাটের চাহিদা সৃষ্টি নাহওয়া পর্যন্ত বিদেশী—কোম্পানীর দালালগণের দিকে কৃষকদিগকে তাকাইয়া থাকিতে হইবেই। কো-অপারেটিভ নিয়মে দেশে—পাটকল স্থাপিত নাহওয়া পর্যন্ত মূল ব্যাধির প্রতিকার হইবেনা।

বিড়ালের স্বপ্ন,

কথায় বলে বিড়াল স্বপ্নেও নাকি মাছের কাঁটা দেখিয়া থাকে। এই প্রবাদ বাক্যের সত্যতা কাদীয়ানীদের একখানা মুখপত্র প্রমাণিত করিয়াছেন। এই সম্প্রদায় রছুলুল্লাহ (দঃ) কে শেষনবী মান্য করেন না এবং পৃথিবীর মুছলমানগণ তাঁহাদের নূতন রছুল মীর্যা গোলাম আহমদের নবুওতের দাবীর সত্যতা স্বীকার করেন নাই বলিয়া মুষ্টিমেয় কাদীয়ানীরা বিশ্বমুছ্লিমকে ‘কাফের’ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন এবং তাঁহাদের সহিত সর্ববিধ ইছ্লামী সম্পর্ক ছেদন করিয়াছেন। পৃথিবীর মুছলিমরূপী কাফেরের—দলকে নওমুছ্লিম বানাইবার ধৃষ্টতা লইয়া তাঁহারা সর্বদা দিবাস্বপ্নে বিভোর থাকেন। কিছুদিন পূর্বে তর্জুমানের পৃষ্ঠায় “হে রছুল এস ফিরে” শীর্ষক একটী কবিতা প্রকাশলাভ করিয়াছিল। নূতন পয়গম্বরীর ধ্বজাধারীরা উপরিউক্ত কবিতার ভিতর নূতন কাব্যরসের যে সন্ধান পাইয়াছেন, তাহার নমুনা—তাঁহাদের কাদীয়ানী ভাষাতেই শ্রবণকরা উচিত।

তাঁহারা লিখিয়াছেন— "যারা নিজেদের খেয়ালমত নবুওতের দরজায় কপাট লাগিয়ে রুদ্ধদ্বার 'অচল আয়তনের' সৃষ্টি করে রেখেছে (!) জানিনা তারা—নবীজীকে (!) পুণঃ (!) ফিরে পাওয়ার জন্য মানবহৃদয়ের যে বুক ফাঁটা (!) পিপাসা জেগে উঠছে তা মিটানোর কি পথ বাত্‌লাবেন ?"

আমরা নবনবুওতের উপাসকদিগকে প্রথমে—বাঙলা ভাষার উপর একটু দয়া করিতে বলি, তারপর রছুলুল্লাহ (দঃ) সম্বন্ধে কিছু বলার জন্য যে আদব ও তমীযের প্রয়োজন তাহা শিখিবার জন্য সতর্ক হইতে অনুরোধ করি। তাঁহাদের মূলবক্তব্যের—জওয়াবে আমরা আরয করিব যে, তাঁহারা কোর্‌আনের কোন স্থানে এ আয়তটী পড়িয়াছেন কি—ام للانسان ما تمنی যে, মানুষ যাহাই আকাংখা করে, সেই আকাংখাই কি তাহার পূর্ণ হয় ? কোর্‌আনের সাক্ষ্য—মানুষের সব আকাংখা পূর্ণ হয়না। মাতৃহীন সন্তান শোকাবেগে মা কে অহ্বান করে, আপনারা কি তাহাকে তাহার মা ফিরাইয়া দিবেন ? যদি ইহা আপনাদের সাধ্যায়ত্ত না হয়, তাহা হইলে কবির শোকাচ্ছ্বাস 'হে রছুল এস ফিরে' শুনিয়া—রছুলকে ফিরাইয়া আনিবেন কোন ক্ষমতায় ? অতঃপর কবি যাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে বলিতেছেন তিনি হইতেছেন আরাবী রছুল সর্বশেষ নবী মোহাম্মদ মুছ্‌তফা আলায়হিছ্‌ছালাতো ওয়াছ্‌ছালাম, আপনি তাঁহার স্থলে কাহাকে ফিরাইয়া আনিতেছেন ? আপনাদের রছুল, হিন্দুস্থান রাষ্ট্রের কাদিয়ান গ্রামে যাঁহার কবর রহিয়াছে, তিনিই কি—বিশ্বনবী, মানবমুকুট, ছুলতানুর্‌ রছল মক্কী মদনী মোহাম্মদ মুছ্‌তফা (দঃ) ? আপনারা লোনাপানী দিয়া অমৃতের পিপাসা মিটাইতে চান ? তারপর হিন্দুধর্মের পুনর্জন্মবাদ ও অবতার বাদও কি—আপনাদের ধর্মমতের অংশ ? সর্বাপেক্ষা যরূরী ও সর্বাপেক্ষা বড়কথা এইযে, ইছ্‌লাম কবির কল্পনা ও বিড়ালের স্বপ্ন নয়, ইছলামী মতবাদ কোর্‌আন ও ছুন্নতের নূরদ্বারা নিয়ন্ত্রিত, আল্লাহর ফয্‌লে—আমরা স্বপ্নবিলাসী নই। রছুলুল্লাহর (দঃ) নশ্বরদেহ আমাদিগকে বিয়োগবিধুর করিয়াছে বটে, কিন্তু যে প্রদীপ্ত ভাস্কর তিনি আমাদের হস্তে প্রদান—করিয়াগিয়াছেন, প্রলয় উষার উদয়কাল পর্যন্ত উহাই আমাদের সান্ত্বনাকবচ ও জীবনদীশারী হইয়া—থাকিবে, ইহার জন্য আপনারা অনুগ্রহপূর্বক ব্যস্ত না হইলেই মুছ্‌লিম জাতি উপকৃত হইবে। আপনাদের কাব্যরুচির পরিচয় পাওয়ারপর কোন—কবিতা পাঠ করা নিরাপদ নয় বুঝিয়াও ভয়ে ভয়ে কবির ভাষায় আমাদের অবস্থা জানাইয়া দিয়া—আমাদের বক্তব্যের ইতি করিতেছি।

چوں غلام آفتابم همه زآفتاب گویم
نه شبم نه شب پرستم که حدیث خواب گویم !

শোক সংবাদ,

আমরা গভীর শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে প্রকাশ—করিতেছি যে, উত্তর বাংলার বিখ্যাত আলেম ও—মুহাদ্দিছ দিনাজপুর নিবাসী হযরত মওলানা মোহাম্মদ আবদুল গফূর ছাহেব, আর ইহ জগতে নাই। প্রায় একশত বৎসর বয়সে বিগত ১৩ই শ্রাবন তারীখে দীর্ঘদিন রোগ ভোগের পর ইন্‌তিকাল করিয়াছেন—ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজেউন। মরহুম দিল্লীর স্বনামধন্য মুহাদ্দিছ হযরত আল্লামা ছৈয়েদ নযীরহুছইন ছাহিবের (রহঃ) ছাত্র এবং হাদীছ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার অভাবে উত্তর বাংলায় যে স্থান শূন্য হইল, তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নয়। তিনি অনাড়ম্বর ও সরল জীবন যাত্রায় অভ্যস্ত ছিলেন। আমরা তাঁহার পুত্রগণ ও মুরীদ মু'তাকিদদিগকে আমাদের গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি এবং তর্জুমানের পাঠকবৃন্দকে তাঁহার মগ্‌ফিরতের জন্য দোআ করিবার অনুরোধ জানাইতেছি।

মুর্খতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম,

ইংরাজী শাসনের বিষময় ফলস্বরূপ পাকভারত উপমহাদেশের অধিবাসীবৃন্দ যেসকল মহাব্যাধির কবলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ব্যাধি হইতেছে নিরক্ষরতা। ইংরাজী শাসনের—অব্যবহিতকাল পূর্ব পর্যন্ত ম্যাক্সমূলারের বর্ণনামত বাংলাদেশে ৮০ হাজার বিদ্যালয় ছিল অর্থাৎ জনসংখার অনুপাতে প্রত্যেক চারিশতজন অধিবাসীর জন্য একটী করিয়া বিদ্যালয় স্থাপিত ছিল, বেসরকারী বিদ্যালয়গুলির সংখ্যা এই গণনার বাহিরে। সুসভ্য ইংরাজ রাজত্বে মুছ্‌লিম শাসনের পুরাতন শিক্ষাব্যবস্থার এই উন্নতি সাধিত হইয়াছে যে, চাকুরী—জীবীর দলকে বাদদিলে জনসাধারণের মধ্যে আজ শতকরা ১০জন লোকও নাম স্বাক্ষর করিতে সমর্থ নয়! এ কলংক পরাধীন জীবনের অভিশাপরূপে গ্রাহ্যকরিয়া লইলেও বর্তমানেও যদি উহা অপরিবর্তিত থাকে, তাহাহইলে স্বাধীনতালাভের কোন অর্থই হয়না। অত্যন্ত সুখের বিষয় যে, পূর্বপাক সরকার এই জাতীয় কলংককে বিদূরিত করার সংকল্প গ্রহণ করিয়াছেন। পূর্বপাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী আলীজনাব

নুরুল আমীন ছাহেব বিগত ১৬ই আগস্ট তারীখে—ঢাকার বেতারকেন্দ্র হইতে ঘোষণা করিয়াছেন যে, পূর্বপাকিস্তানে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের দশ সালা পরিকল্পনা অনুসারে—আড়াই হাজার বিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষার কাজ আরম্ভ করিয়া দেওয়া হইয়াছে অর্থাৎ—প্রত্যেক ২ হাজার পাকিস্তানীর জন্য প্রত্যেক থানার একটি করিয়া ইউনিয়নে এক একটী অবৈতনিক—বাধ্যতামূলক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। দেশব্যাপী মূর্খতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের এই আয়োজন এত অকিঞ্চিৎকর যে, ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতিসাধন করিতে নাপারিলে শতাব্দীকালের মধ্যেও সাড়েচার কোটি লোকের নিরক্ষরতা সমূলে উৎপাটিত করা সম্ভবপর হইয়া উঠিবেনা। কিন্তু আয়োজন যতটুকুই হউক, পূর্বপাকিস্তানে জাতিগঠনের যতগুলি কাজ—বিগত চারিবৎসর কালের ভিতর শুরু করা হইয়াছে, তন্মধ্যে ইহাই সেরাকাজ এবং তজ্জন্য আমরা পূর্বপাক সরকারকে অভিনন্দিত করিতেছি। আমরা আশাকরি প্রাথমিক শিক্ষার ইমারত ইছ্‌লামের—নৈতিক ও তমদ্দুনী বুন্‌য়াদের উপর কায়েম করা হইবে এবং বর্তমান সংকটজনক পরিস্থিতির অবসান ঘটার সংগে সংগে আমাদের প্রাদেশিক সরকার নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে তাঁহাদের জিহাদকে প্রচণ্ডতর করিবেন।

মহাকবি কয়কোবাদের ওফাত,

প্রায়শতাব্দীকাল গানগাহিয়া মুছলিম বাংলার শ্রেষ্ঠতম কবি কয়কোবাদের বাঁশী নীরব হইয়াছে। বিগত ২১শে জুলাই তারীখে ঢাকা মেডিক্যাল হাসপাতালে তিনি ইন্‌তিকাল করিয়াছেন—ইন্নালিল্লাহ! মরহুম কয়কোবাদের কাব্যপ্রতিভা বাংলা সাহিত্যিক সমাজে সুপরিচিত ও সমাদৃত। তাঁহার ছাকী বাংলার ফুল বাগানে যে কাব্যরস বিতরণ করিয়াছে, অনাগতকাল পর্যন্ত তাহা কবিকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

হিঙ্গুখান ছাহেব,

হিং বিক্রেতা কাবুলীওয়ালার ব্যবসাবুদ্ধির যতই তা'রীফ করা হউক, তাহার সুবুদ্ধি এবং বিদ্যাবত্তার প্রশংসা করা যায়না। ব্রিটিশ আমলে ইহারা পাক-ভারতের মুছলমানদের সংগে সুদী ব্যবসা চালাইত আর পাঁচ টাকার মাল ধারে কুড়ি টাকায় বেচিয়া যাইত। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিত 'দারুল হরবে' সুদ খাওয়া হালাল, কিন্তু চমৎকার ব্যাপার ছিল যে, মুছলমানের পয়সার হালালী সুদ দিয়াই তাহাদের উদর স্ফীত হইত, যারা ছিল আস্‌লী মুহারীব, সে ইংরাজদের ত্রিসীমানাতেও তারা ঘেঁসিতনা। পাকিস্তান কায়েম হইবার পর হিঙ্গুখান ছাহেবের স্বজাতীয়রা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জোর প্রোপাগাণ্ডা আরম্ভ করিয়াদিয়াছে আর হিঙ্গের বরকতে হিন্দুস্থান রাষ্ট্রের সহিত মিতালী পাকাইয়া আক্ষেপ নিবারণ করিতেছে! পাঠকরা বোধ হয় জানেন যে, হিং আক্ষেপ নিবারক (Antispasmodic) আর পাকিস্তানের ইছলামী রাষ্ট্র হইতেছে কাবুলীদের সবচাইতে বড় আক্ষেপের কারণ— চোখের কাঁটা। সম্প্রতি তর্জুমানের প্রতিবেশী জনৈক হিঙ্গুখান, যিনি সিনেমা, নাচ ও সার্কাসের একজন ক্ষুদে দালাল, ধর্ম ও শরীআত—সম্বন্ধে একটী অক্ষরও না পড়িয়া হিঙ্গের কল্যাণে আর উলঙ্গ নটনটিদের আকর্ষণে শরয়ী-ফতওয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রূপের ক্ষুর উত্তোলন করিয়াছেন। কাবুলীওয়ালাদের কাছে পাকিস্তানের মত তাঁহারি কাছে শরীঅতের মর্যাদা অসহনীয় হইয়া থাকিলে, এই আক্ষেপ—নিবারণের জন্য তিনি স্বচ্ছন্দে হিং ইছ্‌তিমাল করিতে পারেন কিন্তু ধর্মীয় নির্দেশের সহিত বাচালতা—নাকরাই তাঁর পক্ষে সুবুদ্ধির পরিচায়ক। সার্কাসের টিকিটের বড়াই আমাদের নাই এবং হিন্দুস্থান রাষ্ট্রের একটী অশ্লীল ও দুষ্টবুদ্ধি সম্পন্ন কোম্পানীর দালালীতেও আমরা গৌরব বোধ করিনা। কিন্তু স্থানীয় মুছলিম জনমণ্ডলীর কাছে শরয়ী আহ্‌কামের মর্যাদা এখনো যে বিলুপ্ত হয় নাই হিঙ্গুখান সে সম্বন্ধে আশ্বস্ত হইতে পারেন।

মহানেতার ভাই.

এই হিঙ্গুখান তর্জুমানের দীনসম্পাদককে মহানেতার কনিষ্ঠ ভ্রাতারূপে উল্লেখ করিয়া উপহাস—করিয়াছেন। সাংবাদিক ভদ্রতার এ রীতি তিনি কোন্ মজ্‌লিছে শিখিয়াছেন জানিনা, তবে আমার অগ্রজ পূর্বপাকিস্তান মুছ্‌লিম লীগের প্রেসিডেন্ট—মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেলবাকী ছাহেবের নেতৃত্ব তাঁহার অসহনীয় হইয়া থাকিলে সে ঝাল এই ফকীরের উপর ঝাড়িয়া লাভকি? উত্তর বাংলায় যে কোন সুষ্ঠু নেতৃত্ব গড়িয়া উঠেনাই, হিঙ্গুখান হিঙ্গের বরকতে তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাহাই কি প্রমাণিত করিলেননা? আর আমাদের মত ক্ষুদ্র অভাজন—ব্যক্তি দৈবাৎ কোন বড় নেতার ভ্রাতৃত্বের গৌরবলাভ করিয়াছে বলিয়াই যদি তাঁহার ক্রোধ উদ্রিক্ত হইয়া থাকে তার জন্য হিঙ্গের মাত্রা বর্ধিত করিতে বলাছাড়া আমরা তাঁহাকে আর কি পরামর্শ দিব?